DHARMANKUR SERIES. N. 4.

সিদ্ধার্থ-চরিত।



শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী বিরচিত।

শ্রীমহারাজ মহাজন প্রকাশিত।

৫ নং ললিত মোহন দাসের লেন,

কপালিটোলা, কলিকাতা।

২৪৫৭ বুদ্ধাব্দ, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১৵০ আনা।

Printed by

A. Goffur, at the New Britannia Press,

78, Amherst Street, Calcutta.



বুদ্ধ।

ART SCHOOL BOWBAZAR, CALCUTTA

উৎসর্গ।

হে দেব !

তোমারি পবিত্র চরিত-কাহিনী
স্বরগ কুসুম ধরায়ে ;
তোমারি চরণ পূজিতে আজিকে
গেঁথেছি তা' তব কৃপায়ে।
করুণা-নিকর ! নাইকো ভকতি,
নাহিগো শকতি কণিকা !
তথাপি এসেছি দুয়ারে তোমার,
অর্ঘ্য—তোমারি মালিকা ;
সকল হৃদয়ে বিরাজো আমার,
পূরাও কামনা গোপনে ;
তুচ্ছ ধূলিটী বঞ্চিত কিগো
দীপ্ত তপন-কিরণে ?

"শান্তি-কুটীর,"
ঘাট ফরাদবেগ,
চট্টগ্রাম।
২০শে ভাদ্র। ১৩১৭
সাল।

শ্রী জগদ্বন্ধু চৌধুরী।



শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

বিজ্ঞপ্তি।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম॥"

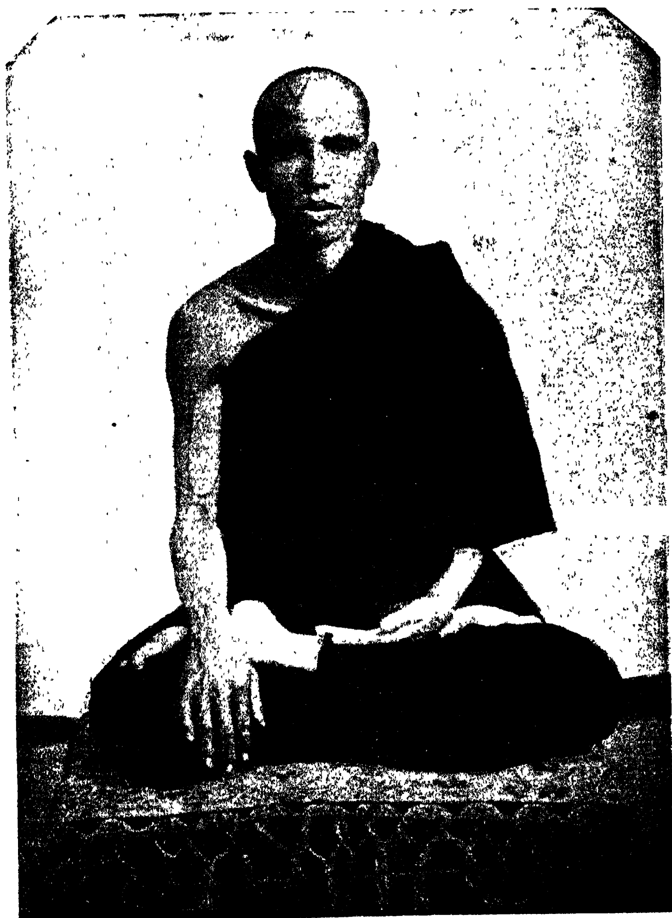
যেই সর্ব্বনিয়ন্তা করুণাময় ভগবানের মঙ্গলেচ্ছাতেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বে সকল পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল প্রকারের ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইতেছে,—যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত একটী সামান্য বালুকাকণাও স্থানান্তরিত হইতে পারে না, একটী পত্রও কখন শাখাভ্রষ্ট হয় না, তিনিই আমাকে লোকবুদ্ধির অগম্য তাঁহার কোন ইচ্ছায় পরিচালিত করিয়া, মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা বুদ্ধদেবের এই পবিত্র চরিত্র-কাহিনী রচিত করাইলেন। অমর কবি নবীনচন্দ্রের দ্বারা ভগবান যেই চরিত্র-কাহিনী ইতঃপূর্ব্বে মনোহর ছন্দোবন্ধে, ও অন্যান্য বহু মনীষি-কর্ত্তৃক গদ্যে রচনা করাইয়াছেন তাহা আবার মাদৃশ অযোগ্য জনের দ্বারা কেন যে, রচনা করাইলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম! বাজিকরের হাতের পুতুলের ন্যায়, ভগবদিচ্ছা-পরিচালিত হইয়া রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এইমাত্র জানি। রচনা পরিসমাপ্তির পর, কি করিলাম, কেন করিলাম,—ইহা আমার একটী অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা মনে ভাবিয়া, লজ্জিত ও দুঃখিত হই। কিন্তু রচনার প্রায় শেষ সময়ে, করুণাময় ভগবান্ বুদ্ধদেব আমার প্রতি যে অসামান্য ও জগতে অতুলনীয় কৃপা প্রদর্শন করেন, তাহা স্মরণ হওয়ায় আমার লজ্জা ও দুঃখ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়;—মনে করিলাম, আমার মঙ্গলের জন্যই মঙ্গলময় ভগবান এই সূত্র অবলম্বন করিয়াছেন। ধন্য মঙ্গলময় বিধাত! তুমি কি জন্য কোন সময় কি সূত্রাবলম্বনে

জীবের কি মঙ্গল বিধান কর, তাহা লোকে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি করিয়া বুঝিবে ? বলিহারি তোমার মহিমা ! বলিহারি তোমার করুণা !

এই উপলক্ষে মাদৃশ দীনহীন জনের যাহা লাভ হইল, তাহার নিকট ত্রিভুবনের রাজত্ব তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। ইহা পরম লাভ বলিয়া মনে করি।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ যাঁহার শক্তি ও ইচ্ছায় রচিত, তাঁহার পবিত্র চরণে এই গ্রন্থের স্বত্ব উৎসর্গ করিয়া, নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয়াতিরিক্ত যাহা আয় হইবে, তাহা কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের ভগবান বুদ্ধদেবের সেবাপূজার জন্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সমর্পণ করা হইল। ইতি—২রা আশ্বিন ১৩১৭।

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।



বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি ও বিহারাধ্যক্ষ—
শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির।

INDIAN ART SCHOOL, BOWBAZAR, CALCUTTA.

ভূমিকা।

এই ভারতভূমি অতি পুণ্যপূত ভূমি। এই ভারতভূমে কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, কত অমূল্য সত্য রত্ন দিয়া দেশকে পুণ্যপূতময় সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন আর্য্য মহাপুরুষগণ মনোহর আশ্রমে উপবেশন পূর্ব্বক সত্য সনাতন ধর্ম্মের মহিমা বর্ণন করিতেন, ভক্তবৃন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরম পুলকিত হইতেন। তখনকার কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব! মনে হইলে চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। তখন ভারতের কি সুখের দিন ছিল! ভাবিলেও চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। তবে সকল দিন সমান যায় না। শুক্লপক্ষের পর যেমন কৃষ্ণপক্ষ, দিবসের পর যেমন তমসারজনী আসিয়া জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে, তেমন সুখ ও শান্তিপূর্ণ সময়ের পরও এমন এক সময় আসে, যখন চারিদিকে অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া বিরাজ করিতে থাকে, এবং তমিস্রারজনীর তমসার অপনোদন করিবার জন্য যেমন চন্দ্রের উদয় ও মহিমা, তেমন অজ্ঞান কলুষাচ্ছন্ন যুগের উদ্ধার কল্পে মানব—অবতারগণ জন্মগ্রহণ করেন। এবং তাই বলিয়া জগৎ জুড়িয়া মানবগণ তাঁহাদের উদ্দেশে মস্তক অবনত করে। জগদ্গুরু শাক্যসিংহ সেই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—দেশের ও কালের যে সকল ঘটনা বিপর্য্যয় তাঁহার ন্যায় অসাধারণ মহাপুরুষের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তৎসমস্ত বিষয় অনেক শাস্ত্র গ্রন্থাদির মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে তিনি আঁধারের আলোক, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, অসারতায় পরমার্থ সত্যসার। তিনি বিলাসিতায় বৈরাগ্য, আসক্তিতে অনাসক্তি, নিষ্ঠুরতায় দয়া, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় বিনয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া

ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী পাঠ এবং শ্রবণ করিলে আমাদের পরমার্থ লাভের পথ সুগম হইবে, ইহা নিশ্চিত।

বঙ্গভাষায় তথাগত বুদ্ধের জীবন কাহিনীর অভাব নাই; তবুও এই গ্রন্থখানির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার মনে হয়। মহাপুরুষগণের পুণ্য পূত জীবন নানাভাবে যতই আলোচিত হইবে ততই প্রাণিগণের সুখপ্রদ হইবে। ইহার নূতনত্ব কোনদিন ঘুচে না। ইহা যেন অনন্ত অব্যয় অমৃত স্বরূপ। চট্টল-গৌরব কবিবর নবীনচন্দ্রের অমিতাভ প্রকাশিত হওয়ার পর অপর কেহ "সিদ্ধার্থ-চরিত" কাব্যে অঙ্কিত করিতে গেলে তাহার দুঃসাহসিকতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রবীণ গ্রন্থকার কবি-যশঃ প্রার্থি নহেন। তিনি আধুনিক নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিবিধ ছন্দে সেই অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হন নাই। ইহা শুধু অভিষ্ট মহাপুরুষের পদে নির্ম্মল নিষ্কাম ভক্তির প্রসূনাঞ্জলী। তাই ইহার কোন কোন স্থলে এমন অভিনব মনোহারিত্ব—অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর সুধা প্রবাহের ন্যায় অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে বহিয়া গিয়াছে, যাহা কেবল শুধু রসগ্রাহীর উপভোগ্য।

আমার মনে হয়, স্বল্প শিক্ষিত সমাজে ইহা সমধিক সমাদৃত হইবে। সুগভীর ভাব ও ভাষার ঝঙ্কার উচ্চশিক্ষিত জন সাধারণকে যত বেশী মুগ্ধ করে, স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাতে ততটা মুগ্ধ হয় না। তাহারা চাহে—শুধু অকপট সরলতা, বিনয়, শ্রদ্ধা ও প্রাণের প্রমুক্ত প্রাচীন সঙ্গীত, আমি আশা করি, এই গ্রন্থে তাহা যথেষ্ট আছে।

শ্রীকৃপাশরণ মহাস্থবির।
সভাপতি—"বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা"

প্রকাশকের নিবেদন।



গ্রন্থপ্রকাশ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ—বিশেষতঃ গ্রন্থকারের অবর্ত্তমানে। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে মুদ্রাঙ্কন সময়ে যাহা করিতেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রকাশকের উপরই সেই ভার নিপতিত হয়। গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র। প্রকাশের সময় যদি তিনি দেখিবার অবসর না পান, এ দায়িত্ব যে আরও কত গুরুতর হইয়া পড়ে, তাহা বলা যায় না। চট্টগ্রামের ধলঘাট নিবাসী খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধার্থ-চরিত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি অবস্থায় যাবতীয় স্বত্ব সহ বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি কল্পে দান করতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ও সহকারী সভাপতি জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়গণকে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার ভার অর্পন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-খানি প্রকাশিত করিবার জন্য মহাস্থবির মহোদয়গণ আমাকে আদেশ করেন। আমি তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। আমি ইহাও জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই গ্রন্থে আমার কোন স্বত্ব থাকিবে না। ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন।

আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছি যে, উক্ত গ্রন্থের কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার পর গ্রন্থকার মহাশয় ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার অতি পরিশ্রমের ধন সিদ্ধার্থ-চরিত প্রকাশিত করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া প্রাণে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছি।

যাহা হউক তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া প্রীতি অনুভব করিতেছি।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত গ্রন্থে ভুলপ্রমাদ থাকা সম্ভব, কারণ গ্রন্থকারের লেখার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই। পাঠক পাঠিকাগণ আমার এই অনিবার্য্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীমহারাজ মহাজন,

প্রকাশক।

গ্রন্থকারের জীবনী।

অনেক সময়ে মানুষ একরূপ ভাবে, বিধাতা অন্যরূপ ঘটান। তাঁহারই দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার একান্ত সাধনার ধন "সিদ্ধার্থ-চরিত" মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা চিন্তা করিয়া আজ আমরা অতিশয় মর্ম্ম বেদনা অনুভব করিতেছি।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ধলঘাট নামক গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জগদ্বন্ধু চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোলকচন্দ্র এবং মাতৃদেবী ভুবনেশ্বরী উভয়েই অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু এই ধার্ম্মিক দম্পতির উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ সন্তান।

পিতামাতার পবিত্র চরিত্রের পুণ্য প্রভাব জগদ্বন্ধু বাবুর জীবনে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি আশৈশব হইতেই সাধু-প্রকৃতি। তিনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁহারই সঙ্কল্পক্রমে মহাত্মা শঙ্কর পুরীর নিকটে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন।

জগদ্বন্ধু বাবু বাল্যকালে কুমিল্লা জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চট্টগ্রাম কলেজে পাঠ করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী রচনার খ্যাতি স্থানীয় জনসাধারণে প্রকাশিত হয়। তিনি একটী সংস্কৃত প্রবন্ধ লিখিয়া ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর নিকটে রৌপ্যপদক লাভ করেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল।

ইহার অল্পকাল পরে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। গোলক বাবু আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার অভাবে জগদ্বন্ধু বাবু অকালে

পাঠত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং স্থানীয় Custom House এ কার্য্য-গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি তথাকার Head Clerk এর পদে উন্নীত হয়েন। তিনি এখানে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার পূজনীয় গুরু-দেবের আদেশে দার পরিগ্রহ করেন। এ শুভ বিবাহ সম্ভবতঃ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা চৌধুরাণী মহোদয়া এক্ষণে কাশীবাস করিতেছেন। তিনি নিঃসন্তান।

যাহা হউক, জগদ্বন্ধু বাবু সংসারী হইলেন বটে, কিন্তু সূর্য্যমুখী যেরূপ প্রোজ্জ্বল ভাস্করাভিমুখে সর্ব্বদা প্রফুল্ল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আপনার পুষ্প-জন্ম সার্থক করে, তেমনি তাঁহার নির্ম্মল অন্তরখানি অন্তর দেবতার নিবিড় সান্নিধ্য নিয়ত উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। প্রত্যেক অব-কাশে তিনি তীর্থযাত্রা করিতেন। একবার সুদীর্ঘ অবকাশ লইয়া ভারতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন করেন; এমন কি, অশেষ শারীরিক ক্লেশ ও বিপদাশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসীদের পরম তীর্থ সুদূর বেলুচিস্থানে হিঙ্গলাজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে সময়ে বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকট দেশদেশান্তরকে নৈকট্যসূত্রে আবদ্ধ করে নাই, তখনকার দিনে দেশ-ভ্রমণ কি প্রকার সঙ্কটজনক ছিল, আজ তাহা আমরা সম্যক কল্পনা করিতেও পারি না।

এ পরিভ্রমণের ফলে ধর্ম্মপ্রাণ জগদ্বন্ধু বাবু হিন্দী ও কায়েথি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি এ উভয় ভাষাতেও সুন্দর সুন্দর কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন।

সুদীর্ঘকাল সাধু মহাত্মগণের সহবাসে যাপন করায় তিনি এ সময়ে

সন্ন্যাসী-জন সুলভ দুর্লভ ঔষধাদি শিক্ষা করেন। ইহা দ্বারা তিনি আপদ-কালে সাধারণের সেবা করিবার অধিকার পাইয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন। বলা বাহুল্য, এজন্য তিনি কাহারও নিকটে একটী কপর্দ্দকও প্রার্থী ছিলেন না। বর্ত্তমান লেখকের অনুরোধক্রমে এই সমুদয় ঔষধীর কয়েকটী মাত্র ১৩১৯ বঙ্গাব্দের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" "পরীক্ষিত মুষ্টি-যোগ" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বন্ধু বাবুর "তত্ত্বকথা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত ও প্রচারিত হয়। ইহার নামেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা তাৎকালীন "বেদব্যাস" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে অতি উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে বর্ত্তমান লেখকের আগ্রহে ও যত্নে তাঁহার কতকগুলি নীতিগর্ভ কবিতাবলী "জগজ্জ্যোতিঃ", "গৃহস্থ", "বসুধা" "আলোচনা" প্রভৃতি মাসিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার কবিতাগুলি যে কিরূপ প্রাচীন যুগসুলভ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ, তাহা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিয়াছেন। যাহা হউক, এ সময়েই তাঁহার "সিদ্ধার্থচরিত" "সাধের সাজি" "মীরাবাই" ও "সুনীতি" রচিত হয়।

প্রথমোক্ত পুস্তকখানির সকল সত্বস্বামীত্ব তিনি কলিকাতার "বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের বুদ্ধের সেবা পূজার জন্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি কল্পে দান করেন; বৌদ্ধ সমাজের অনুগ্রহে তাঁহার এই গ্রন্থখানি আজ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার অপরাপর পুস্তকগুলি ক্রমে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মহাকাল তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ দেয় নাই।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পাদনার্থ জগদ্বন্ধু বাবু সস্ত্রীক কাশীযাত্রা করেন। শ্রাদ্ধক্রিয়াদি যথা-

রীতি সুসম্পন্ন হইলে অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া, তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র তারিখে রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় নশ্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন।

জগদ্বন্ধুবাবুর ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সন্তানের যাহা একান্ত বাঞ্ছনীয়, করুণাময় বিশ্বেশ্বর তাহা অপূর্ণ রাখেন নাই—পবিত্রতম মণিকর্ণিকায় তাঁহার পরিত্যক্ত শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছে। কিন্তু মর্ত্ত্যবাসী শোকসন্তপ্ত আমরা, সেই দিব্যধামবাসী অমর আত্মাকে সর্ব্বদা সাশ্রুনয়নে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি, এমন উদার হৃদয়, এমন শিশুর মত সরল, এমন সদা-প্রফুল্ল, এমন সদালাপী, এমন শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ বুঝি আর এ জীবনে পাইব না!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।



সূচী।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

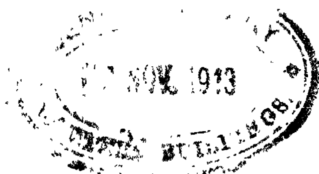
পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

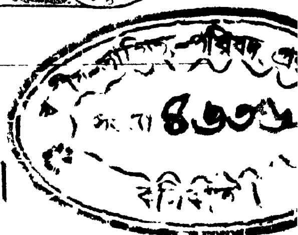
সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।







সিদ্ধার্থ-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মবিবরণ।

(৫৫৭ খৃঃ পূঃ)

১

কপিলবাস্তুর নরপতি শুদ্ধোদন,
পুত্র নির্ব্বিশেষে, ভবে দেবতা মতন,
পালি সদা প্রজাগণ,
ধর্ম্মে সদা রাখি মন,
করিতেন রাজকাজ সানন্দ অন্তরে,
নেপাল-দক্ষিণে, নদী রোহিণীর তীরে।

প্রজাগণ হয়ে প্রীত
স্থশাসনে অবিরত,
করিত কামনা সদা মঙ্গল রাজার,
—স্থদীর্ঘ জীবন যেন লাভ হয় তাঁর;
তাঁরি রূপে গুণে সম
সন্তান দেবতোপম
লভি' যেন করে কাল হরষে যাপন,
সুস্থদেহে নরপতি থাকি সর্ব্বক্ষণ।

২

কলিরাজ্য-অধিপতি রাজা অঞ্জনের
মহামায়া, প্রজাবতী, *
অতিশয় গুণবতী
দুই কন্যা, রূপবতী যেন স্বরগের
বিদ্যাধরী; শুদ্ধোদন করি উভয়ের
গ্রহণ মহিষী রূপে,
পরম আনন্দে যাপে
আপন যৌবন কাল, অতীব যতনে
চিন্তি মনে প্রজাহিত, পালি প্রজাগণে।

* মহামায়ার অপর নাম মায়াদেবী। প্রজাবতীর অপর নাম গৌতমী।

৩

এইরূপে বহুকাল হ'লে ক্রমে গত,
উভয় রাণীর দেখি
যৌবনের নাহি বাকি,
পুত্র-মুখ না দেখিয়া রাজা বিষাদিত,
সুবিমল সুধাপান
ইচ্ছিয়া চকোর-প্রাণ
যথা দুঃখী দেখি হয়. কাল জলধর
ঢাকিতে আকাশে হায়! শুভ্র শশধর।

৪

শাক্যরাজবংশ হায়! বুঝিবা নির্ম্মূল
হইল! ভাবিয়া রাজা হইলা ব্যাকুল।
তাঁর আশা-সফলতা
নর-নারী-চেষ্টাতীতা,
বুঝি' দুঃখে দিবা রাত্র করেন যাপন,
—মনে ভাবি' কর্ম্ম-দোষে না হবে নন্দন।

৫

এইরূপে কিছুকাল হইলে বিগত,
এক দিন পুষ্পমেলা হ'ল সমাগত,
দক্ষিণ-অয়ন কালে
মিলে সবে দলে দলে.

—রাজ্যের জাতীয়োৎসবে,
চারিদিক কলরবে,
নগরের নর নারী আনন্দে মাতা'য়ে,
পুষ্প-আভরণে সব বিভূষিত হ'য়ে,
কুসুম-ক্রীড়ায় রত
রাত দিন অবিরত ;
বর্ষীয়সী হইলেও রাণী মহামায়া,
—অন্যে মনে কষ্ট পাবে
নাহি গেলে পুষ্পোৎসবে,
মনে ভাবি', সখিসহ গেলেন ছুটিয়া।

৬

মহোৎসবে সাত দিন অতীত হইলে,
নিশাগমে রাজারাণী নিদ্রাদেবী-কোলে
বিশ্রামিতে গেল দোঁহে,
প্রমোদ-কানন-গৃহে।
ক্লান্তদেহ রাজারাণী যেই নিমীলন
করিলা নয়ন, রাণী দেখিলা স্বপন।

৭

দেখিলেন স্বরগের দূত চারিজন
মহিষীরে কাঁধে করি করিছে গমন,
শয্যাসহ উঠাইয়ে
উচ্চশৃঙ্গ হিমালয়ে।

কিছু দূর গিয়া পরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে,
এক শাল বৃক্ষ মূলে রাখিয়া রাণীরে,
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া,
রাণী পদ ধূলি নিয়া,
অপসৃত হয়ে গেল নিমেষ মাঝারে।

৮

স্বরগের অধিষ্টাত্রীদেবী ক্ষণপরে
নিলা তাঁরে আলিঙ্গিয়া ;
স্নান করাইল নিয়া
অতি সমাদরে এক দিব্য সরোবরে ;
দিব্য সাজে সুসজ্জিতা করিয়া তাঁহারে,
সুবর্ণ নির্ম্মিত ঘরে
সুরম্য শয্যার' পরে
নির্দ্দেশ করিলা স্থান শয়নের তরে।
শয়ন করিলা রাণী শয্যার উপরে ॥

৯

শ্বেত শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম করিয়া ধারণ,
আচম্বিতে শ্বেত হস্তী আসিয়া তখন,
সসম্ভ্রমে তিন বার
প্রণমিল পদে তাঁর।
বিদীর্ণ করিয়া পরে তাঁর পার্শ্বদেশ,
নিমেষে গরভ-মাঝে করিল প্রবেশ।

১০

জাগিয়া উঠিলা রাণী দেখিয়া স্বপন।
রাজারে স্বপন কথা বলিলা তখন॥
সবিস্ময়ে স্থির মনে
রাণীর স্বপন শুনে',
নানা চিন্তা করি রাজা যামিনী যাপিলা।
প্রভাতে জ্যোতিষিগণে আহ্বান করিলা॥

১১

রাজাজ্ঞায় চতুঃষষ্ঠি জন সুবিখ্যাত
জ্যোতিষী রাজার কাছে হ'ল সমাগত।
শুনি' স্বপ্ন বিবরণ,
সভায় জ্যোতিষিগণ
একবাক্যে সবে মিলি বলিল রাজারে,—
দেখিবেন পুত্র-মুখ রাজন্ অচিরে;
অতি রূপগুণ যুত
হবে এই রাজসুত;
সসাগরা অধিপতি হইবে রাজন্!
বিশ্বজয়ী রাজা হয়ে করিবে শাসন,
অতি ধর্ম্মশীল হ'য়ে
প্রজাহিতে মন দিয়ে,
গৃহস্থ-আশ্রমে যদি থাকে এ কুমার।
অথবা সন্ন্যাসে পাপ হরিবে ধরার॥

১২

জ্যোতিষীর মুখে শুনি, এমন কথন,
রাজারাণী মহাসুখে হ'লা নিমগন।
উৎসবের শেষ দিনে,
প্রবেশিল যবে কাণে
এ' শুভ সংবাদ, রাজ্যে যত প্রজাগণ,
—উৎসবে হইয়ে রত
নর নারী শত শত,
উচ্চে জয়ধ্বনি করি কাঁপাল তখন
গিরি গুহা উপবন,
রাজ পথে ঘন ঘন ;
প্রতিধ্বনি নিনাদিত করিল গগন।
কারামুক্ত বন্দিগণ
দেখিবারে পরিজন,
আশীষি রাজারে গেল আপন ভবন।
উন্মুক্ত ভাণ্ডার-দ্বারে দীন দুঃখী জন
ছু'টে এল শত শত।
উঠিল মঙ্গল গীত ;
—হর্ষে বেদধ্বনি যত দ্বিজগণ করে ;
ভাসে যথা চারি দিক সুখ-সিন্ধু-নীরে।

১৩

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ কালে বয়সের
মহামায়া মহিষীর
গর্ভ হ'ল জানি' স্থির,
ছুটিল সুখের উৎস রাজ্যে সকলের।
রাণী পাত্রী হ'ল তবে রাজ সোহাগের ;
—পুত্র-মুখ দরশণ
আশা করি অনুক্ষণ,
রাণী পাশে ছায়া মত করেন যাপন,
করিয়া আনন্দে নানা সুখ-আলাপন।
দেখিতে খাইতে যাহা
অভিলাষে রাণী, তাহা
ত্বরায় করিয়া যত্নে সদা সম্পাদন,
রাণীর করিত রাজা মানস রঞ্জন।

১৪

দশমাস গর্ভবতী হ'লে ক্রমে রাণী,
দর্শন করিতে বাঞ্ছা জনক জননী
জ্ঞাপন করিল শুনি',
না বলি' নিষেধ বাণী,
পাঠাইতে মহিষীরে নিজ পিতৃঘরে,
উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন সত্বরে ।

১৫

রাজাদেশে রাজপথ হ'ল সুসজ্জিত ;—
গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হইল স্থাপিত ;
　　মাঝে মাঝে নিরমিত
　　হইল তোরণ শত,
পত্র পুষ্পে নানারূপ নয়ন রঞ্জন।
উড়িল পতাকা কত রম্য অগণন।
　　শুভক্ষণে মহামায়া
　　দাস দাসী সঙ্গে নিয়া.
সুবর্ণ-খচিত যানে করি আরোহণ,
অতি হর্ষে পিত্রালয়ে করিলা গমন ॥

১৬

লুম্বিনী নামক এক প্রমোদ-কানন
ফল পুষ্পে সুশোভিত করিতে দর্শন,
　　অবতীর্ণ হ'লা পথে
　　মহারাণী যান হ'তে,
সখিগণ সহ রাণী করিয়া ভ্রমণ,
দেখিছেন প্রকৃতির রম্য নিকেতন।
　　শালবৃক্ষ তল দেশে
　　আসি' রাণী অবশেষে,

নবীন পল্লব রম্য করিতে গ্রহণ
যেই হস্ত বৃক্ষ পানে কৈলা উত্তোলন,
প্রসব যন্ত্রণা তাঁর
সহন হইল ভার ;
বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে সেই তরুমূলে.
প্রসবেন রাণী পুত্র অতুল ভূতলে ॥

১৭

প্রসব হইবা মাত্র কপিলবাস্তুতে,
আর রাণী-পিত্রালয়ে,
এ'শুভ সম্বাদ লয়ে,
ছুটিল ত্বরায় অশ্বারোহী চারি ভিতে ;
নর নারী প্রজাগণ উর্দ্ধশ্বাসে শত শতে,
শূন্য করি রাজধানী,
এশুভ সম্বাদ শুনি',
আসিল সকলে মহা কোলাহল করি ;
পূর্ণিমায় উথলিল যেন সিন্ধু-বারি।
দেখিতে দেখিতে বন
হ'ল অতি সুশোভন ;—
(যেন)—হয়-হস্তি-যানে জনে হইল নগরী ;
চিত্ত বিমোহিত হ'ল বন-শোভা হেরি' ॥

১৮

মঙ্গল নিশান শত করি উত্তোলন,
জয়ধ্বনি নর নারী করি ঘনে ঘন,
প্রসূতি সন্তান নিয়ে,
সবে আনন্দিত হ'য়ে,
কপিলবাস্তুর পানে করিল গমন;
বেদধ্বনি করে পথে দ্বিজ অগণন।
মাতা পুত্রে সঙ্গে ক'রে,
আসি' সবে রাজপুরে
উপনীত হ'লে, যত রমণী সকল
দিল হর্ষে হুলুধ্বনি করি কল কল॥
আনন্দের পারাবার
উথলিল সবাকার;
—যথাতথা গীতবাদ্য মাঙ্গলিক যত,
প্রাসাদে বা প্রজাগৃহে হয় অবিরত॥

১৯

পূর্ণমাসী অমাবস্যা ক্রমে গতাগত
হয় যথা, তথা সুখ দুখ ক্রমাগত
আসে যায় এই ভবে;
স্থির কে দেখেছে কবে?

প্রসবের সাত দিন যেই হ'ল গত,
আনন্দ বিষাদে হায়! হ'ল পরিণত।
মহারাণী মহামায়া
ছাড়ি' এ নশ্বর কায়া,
ভাসাইয়া সকলেরে দুঃখের সাগরে,
আচম্বিতে ছাড়ি সুতে গেলা স্বর্গ পুরে।





দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যকাল।

১

শীত ঋতু পরে বসন্তে যেমন
নব পত্র ফুলে ক্রমশঃ বন।
ধীরে ধীরে ব'য়ে মলয় পবন
করে সুশোভিত, ভুলায় মন॥

২

রাণীর তেমন মরণের পরে,
শিশুর অধরে মধুর হাস।
প্রদানি সন্তোষ সবার অন্তরে,
বিষাদ ক্রমশঃ করিল নাশ॥

৩

যথা কালে রাজা মহাসমারোহে,
কুমারের নাম-করণ-ক্রিয়া
করি সম্পাদন, কুমারে উৎসাহে
দ্বিতীয় রাণীরে দিলেন নিয়া ॥

৪

পুত্রের জনমে পূর্ণ হ'ল বলে'
আকাঙ্ক্ষা সুদীর্ঘ সময় পরে।
রাখিল সিদ্ধার্থ নাম সবে মিলে,
সহর্ষে সকলে জয় জয় ক'রে ॥

৫

রাণী প্রজাবতী লইল হরষে,
কুমার-লালন-পালন-ভার।
দেখি' শিশু কোলে মৃদু মৃদু হাসে,
আদরে চুমিয়া কপোল তার,

৬

ভগিনীর মৃত্যু-শোক গেল ভুলে ;
আধ আধ বাণী শিশুর যবে,
ফুটিল বদনে, ডাকে 'মা' 'মা' ব'লে,
শুনি' স্বর্গসুখ পাইল ভবে ॥



সিদ্ধার্থের বাল্যক্রীড়া।

১৪ পৃষ্ঠা।

৭

শুভ চিহ্ন দেহে রাজকুমারের
দেখি' বলে রাজপণ্ডিতগণ,—
"দেখিতেছি চিহ্ন সবি সন্ন্যাসের ;
সংসার করিবে না লয় মন ॥"

৮

"ভব-পাপরূপ এ'ভীম আঁধার
করিতে বিনাশ ভাস্কর মত
জন্মিল রাজন্ এ'সুত তোমার
তারিতে অচিরে পাতকী যত ॥"

৯

"বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ রোগী
মৃতদেহ আর দেখি' ভিক্ষুজনে,
সংসার ছাড়িবে হইয়া বিরাগী,
জীবহিত চিন্তা করিয়া মনে।"

১০

শুনি এই কথা পণ্ডিতের মুখে
চিন্তা স্রোত বহে রাজার মনে।
যাহাতে কুমার ঐ সব না দেখে
সতর্ক করিল সেবকগণে।

১১

করমের ফল বৃথায় না যায়,
—ভাল মন্দ যত করম (ই) করে।
নর নারী ভবে নাহি জানি, হায় !
বৃথা চিন্তা করি, বিষাদে মরে ॥

১২

অতীব যতনে লালনে পালনে,
ষন্মাসে বয়স্ক কুমার হ'লে,
দিয়ে হামাগুড়ি সহাস্য বদনে
কভু আঙ্গিনায় যাইয়া খেলে ;

১৩

কভুবা আবার হাসি হাসি মুখে
রাণীরে যাইয়া জড়িয়া ধরে।
ধূলি ঝেড়ে রাণী আদরিয়া তাকে
তুলি লয় কোলে চুমিয়া শিরে ॥

১৪

কভুবা জনকে দেখিয়া কুমার
বাড়ায় দু'হাত যাইতে কোলে।
যেই নিল কোলে জনক তাহার,
চায় যে'তে পুনঃ রাণীর কোলে ॥

১৫

ক্ষণে রাণী-কোলে ক্ষণে রাজ-কোলে,
—রাজার রাণীর অমূল্য ধন !
'মা-মা' 'বা-বা' শিশু আধ আধ বোলে
শুনে' তৃপ্ত হয় সবার মন ॥

১৬

এইরূপে পঞ্চ বর্ষ গত হ'লে
বিদ্যা শিক্ষারম্ভ হইল তবে।
দেখিতে দেখিতে অতি অল্পকালে,
শিখে নিল শাস্ত্র যা' আছে ভবে।

১৭

—রাজ নীতি আদি শিখিল কুমার ;
কিছু না রহিল শিখিতে ভবে।
জ্ঞান-বয়সের সহিত তাহার,
নির্জ্জন প্রিয়তা বাড়িল তবে ॥

১৮

হইল গম্ভীর প্রকৃতি তাহার ;
—বালক সুলভ খেলা বা হাস,
রাজপুত্র করি' পরিহার,
প্রকৃতির শোভা হেরিতে আশ

১৯

করি, সদা ভ্রমে নির্জ্জন উদ্যানে,
  আপনার ভাবে বিভোর হ'য়ে'।
কখন উদ্যানে বসি, কোন স্থানে
  অনিমেষ নেত্রে থাকেন চেয়ে॥

২০

রাজা আশাতীত জ্ঞানোৎকর্ষ হেরি'
  রাজকুমারের, ভাসে সুখ-স্রোতে।
কভু ভীত-চিত দ্বিজ-বাক্য স্মরি'
(পাছে) দেয় মন শিশু সন্ন্যাস-ব্রতে॥





হলকর্ষণোৎসব।

শাক্যকুল রাজাদের চির প্রচলিত
হল পরিচালনের ব্রত সমাগত
হইল ; চৌদিকে বাদ্য উঠিল বাজিয়া ;
মহোৎসাহে কৃষীজীবী আসিল ছুটিয়া ;
বালবৃদ্ধ অগণন দর্শক সকল,
চারিদিক হ'তে ক'রে মহাকোলাহল,
মিলিল আসিয়া আজি উৎসব দেখিতে ;
প্রতীক্ষা করেছে মাঠে প্রত্যুষ হইতে।
কৃষিজীবী প্রজাদের উৎসাহ বর্দ্ধন
করিবারে, মহারাজ লাঙ্গল ধারণ
করিয়া করিবে আজি আদর্শ-কর্ষণ ;
হর্ষোৎফুল্ল তাই রাজ্যে যত প্রজাগণ।
সুসজ্জিত রাজপথ ;—যেখানে যা' সাজে,
রাজগৃহে পথে ঘাটে আজি তা' বিরাজে ;
—কুসুম পল্লব-হারে শোভিছে নগরী ;
পথের দু'ধারে শোভে কদলীর সারি।

মাঝে মাঝে রাজপথে নির্ম্মিত তোরণ,
ইন্দ্রধনু জিনি দীপ্তি ; ধ্বজ অগণন ;
তোরণের দুই পাশে শোভে পূর্ণবারি
কুম্ভ আম্রশাখা সহ দিব্য সারি সারি।
রাজার সহস্র হল হ'ল সুসজ্জিত ;
বলীবর্দ্দ সহ মাঠে হইল রক্ষিত ;
—এক শত সপ্ত হল রজত ভূষায়
সজ্জিত ; একটী শোভে সুবর্ণ সজ্জায়।
বলীবর্দ্দ চারি ধারে বিবিধ ভূষায়
সুসজ্জিত আছে মাঠে রাজ প্রতীক্ষায়।
উচ্চে জয় ঢক্কা বাজি' উঠিল সঘনে
আসিছেন রাজা জানি, তোরণের পানে
চাহিল দর্শকবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়ন ;
সকলের মুখে হাসি ভাসিল তখন।
আগে পাছে করি' অশ্বারোহী অগণন,
করিলেন মেলাস্থলে রাজা আগমন,
কুমারেরে করি সঙ্গে চড়ি' দিব্যরথে,
আসিলেন পাত্রমিত্র হয় বা হাতীতে।
সুসজ্জিত সৈন্যদল দাঁড়াল চৌধারে।
উপবিষ্ট করাইয়া আপন কুমারে,
রতন খচিত এক চন্দ্রাতপ তলে,
সুন্দর সুবর্ণাসনে জম্বুতরু মূলে,

করিতে আসিলা রাজা শুভ উদ্বোধন
উৎসবের, আগে নিজে করিয়া কর্ষণ।
এইরূপে ভৃত্য সহ থাকি' কিছু দূরে,
চুপ ক'রে রাজ-পুত্র উৎসব নেহারে।
যেই রাজকরাঙ্গুলি করিল স্পর্শন
সুবর্ণ খচিত হল, উঠিল তখন
উচ্চ রবে জয়ঢক্কা বাজিয়া আবার,
ঘোষিয়া রাজার জয়, আনন্দ সবার।
রজত-খচিত হল রাজার পশ্চাতে
দাঁড়াইল পাত্র মিত্র ধরি' হরষেতে;
প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তর করিলে কর্ষণ,
হর্ষে রাজা স্বর্ণ হল করিয়া ধারণ,
উচ্চ রবে চারিদিক করি কম্পমান,
ঘোষিল আবার ঢক্কা রাজার সম্মান।
তার পরে মিলে সব পাত্র মিত্রগণ,
মহোল্লাসে ধরি' হল করিল চালন।
ক্ষেত্রপাশে তারপর দিব্য উচ্চাসন
রাজছত্র-নীচে রাজা করিলে গ্রহণ,
চামরে ব্যজন তাঁরে করে দুই জন;
দু'ধারে বসিলা নীচে পাত্র মিত্রগণ।
কৃষীজীবী শুনি' পুনঃ জয়ঢক্কা রব,
দাঁড়াইল সারি সারি হল নিয়ে সব।

করিলে ভেরীর নাদে ইঙ্গিত চালনে,
চালাইল ক্ষেত্রে হল কৃষিজীবিগণে।
চালন কৌশল সবে করি প্রদর্শন,
চালাতে লাগিল হ'ল যে জানে যেমন।
তারপর আরম্ভিলা পুরস্কার দিতে,
নিজ করে নরপতি সবার সাক্ষাতে।
ভৃত্যগণ ছিল যারা কুমারের সাথে,
ফে'লে তাঁরে ছু'টে এল উৎসব দেখিতে।
রাজপুত্র নিজভাবে হ'ল নিমগন,
চিন্তিয়া ভবের কাণ্ড, পাইয়া নির্জ্জন!
নিমীলিত দুই আঁখি বসি' নিজাসনে,
সাড়া শব্দহীন তাঁরে দেখি' ভৃত্যগণে,
উৎসবের প্রায় শেষ, এমন সময়
কুমারের দশা গিয়ে নৃপতিরে কয়।
পাত্র মিত্রসহ ব্যস্তে আসি' নরপতি,
কুমারে দেখিয়া হ'লা বিষাদিত অতি।
বিবিধ শুশ্রূষা পরে মেলিয়া নয়ন,
কুমার রাজারে কয় করি' সম্বোধন,—
"সর্ব্বজীবে দয়া পিতঃ! করার মতন,
মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি আছে এমন?
কেন পিতঃ! দেখাইয়ে ঐশ্বর্য্য গরব,
বৃথায় আমোদে মত্তি' নাশ জীব সব?

এমন করম তব না হয় উচিত।
ত্যজে পিতঃ! কর সদা সর্ব্বজীব হিত ॥"
বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে রহিল চাহিয়া।
কুমার মুখের পানে নৃপতি শুনিয়া।
এহেন বালক মুখে দয়া ধরমের,
কথা শুনি' চিত্ত আর্দ্র হ'ল সকলের।

১

সর্ষপ প্রমাণ বীজ হ'তে যথা
কালে বটতরু উদ্ভব হয়।
পথিক বসিয়া তাহার ছায়াতে,
গ্রীষ্ম-দগ্ধ দেহ শীতলি লয় ॥

২

'অহিংসা পরম ধরম'-বিটপী
অঙ্কুরিত আজ এ'শিশু-বীজে।
কালে যার তলে বসি' পাপীতাপী
লইবে বিশ্রাম সংসার ত্যজে ॥



তৃতীয় অধ্যায়।

যৌবন।

দেখিতে দেখিতে গত বালক-জীবন।
সিদ্ধার্থ যৌবনে পদ করিল অর্পণ॥
যৌবন-সুলভ ভোগ বাসনার দিকে।
সিদ্ধার্থ সিদ্ধের মত ফিরেও না দেখে॥
রাজ-সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্যের মাঝে।
যা' চায় সে তাহা যেন নাহি পায় খুঁজে'॥
কিছুতেই মন তার শান্তি নাহি পায়।
(যেন) রাজ্য হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু খুঁজিয়া বেড়ায়॥
সংসারেতে সদা রয় নিরলিপ্ত হ'য়ে।
যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে না জড়া'য়ে॥
অপূর্ব্ব চিন্তায় সদা বিভোর হইয়া।
নিরজনে ধ্যানে মগ্ন থাকেন বসিয়া॥

কুমার সিদ্ধার্থে দেখি' সদা এইরূপ।
অতিশয় বিষাদিত হইলেন ভূপ ॥
কিসে হবে কুমারের সংসারেতে মন।
করিছেন রাজা মনে সর্ব্বদা চিন্তন ॥
সংসারের দৃশ্চ্ছেদ্য গণি পরিণয়-পাশ।
কুমারের হ'বে ই'তে বৈরাগ্য-বিনাশ ॥
মনে করি বাঁধিবারে বিবাহ-বন্ধনে।
নিয়োজিলা পুরোহিতে পাত্রী অন্বেষণে ॥
কুমারের অভিমত বিবাহ বিষয়ে।
জানিবারে মন্ত্রিগণে দিলেন পাঠায়ে ॥
সিদ্ধার্থ দণ্ডায়মান, আজি সন্ধিস্থলে।
জীবনের গুরুতর, এ' ভব মণ্ডলে ॥
নৃপতির অভিমত মন্ত্রি-মুখে শুনি'।
চিন্তিলা ক্ষণেককাল; মুখে নাহি বাণী ॥
তার পর তুলি' মুখ, বলে মন্ত্রিগণে
"বলিব সপ্তাহ পরে, বিচারিয়া মনে ॥
সিদ্ধার্থের চিন্তা ঝড় বহিল প্রবল।
চারিদিক অন্ধকার, ভাবিয়া বিকল ॥
বন্ধনে পড়িলে কিসে জীবের মোচন।
করিতে পারিব তবে এ' ভব-বন্ধন?
হায়! কি এ' কোটি কোটি নর নারীদের।
নাহি ভাগ্যে শান্তি, শুধু যাতনা দুখের?

ইহা কি সম্ভব পর হইবারে পারে ?
সপ্তাহ এরূপ চিন্তা করিলে অন্তরে ॥
তড়িতের রেখামত মেঘাচ্ছন্নাকাশে।
সহসা সিদ্ধান্ত এক হৃদে তাঁর আসে ॥
সংসার ছাড়িয়া বনে করিলে গমন।
জীবনের লক্ষ্য কভু না হবে সাধন ॥
কোটি কোটি নরনারী যাহাতে উদ্ধার।
হয় তা' বিধান করা উচিত আমার ॥
গৃহাশ্রমে থাকি' আমি ধর্ম্ম আচরণ।
করিব সংসার ছাড়ি' না যাইব বন ॥
নিরলিপ্ত থাকি' সদা সংসার বিষয়ে।
যাইব জীবন-লক্ষ্য সাধন করিয়ে ॥
সময় পাইলে পরে লোক-শিক্ষা হ'লে।
সন্ন্যাস আশ্রমে যাব এ' সংসার ফে'লে ॥
সিদ্ধার্থ করিয়া স্থির এইরূপ মনে।
জানাইল যথাকালে মত মন্ত্রিগণে ॥
মন্ত্রিগণ-মুখে শুনি' কুমার-সম্মতি।
বিবাহ বিষয়ে, রাজা হ'লা হৃষ্টমতি ॥
ইতিমধ্যে পুরোহিত আগমন ক'রে।
মহামায়া সহোদর আত্মজা গোপারে ॥
রূপগুণে অনুপমা জানিয়া, রাজারে।
বিবাহ করা'তে পুত্রে অনুরোধ করে ॥

মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবি' মনে মনে।
হ'লেও সুন্দরী গোপা যুতা সর্ব্বগুণে॥
যাহাতে করিতে পারে রাজার নন্দন।
নিজে তার মনোমত পাত্রী নির্ব্বাচন॥
তাহার উপায় ভাল করা উদ্ভাবন।
করিলেন তাই যত্নে তারি আয়োজন॥





অশোকভাণ্ড বিতরণ।

কুমার সিদ্ধার্থ আজি স্বহস্তে তাহার।
বিতরে অশোকভাণ্ড সহ অলঙ্কার॥
নিমন্ত্রিত যত কুল কুমারীর হাতে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য প্রভাত হইতে॥
আসিতেছে কুমারীরা রাজার ভবনে।
সহচরী সহ সাজি দিব্য আভরণে॥
মহাকোলাহল ভিড় আজি জন-যানে। *
বাড়ে ক্রমে ভবনের বহির প্রাঙ্গণে॥
মহারাণী প্রজাবতী অভ্যর্থনা করে।
সাদরে কুমারিগণে অন্তঃপুর-দ্বারে॥
আগে কথা ছিল নিজে রাজা শুদ্ধোদন।
করিবে অশোকভাণ্ড আজি বিতরণ॥

* জন-যান — পাল্কী।

কার্য্য ব্যপদেশে তিনি গেলেন চলিয়া।
কৌশলে কুমার মন লইতে বুঝিয়া॥
রাজাজ্ঞায় তাই আজি করে বিতরণ।
কুমার অশোকভাণ্ড হয়ে হৃষ্টমন॥
সহচরী সহ রাণী রাজার ইঙ্গিতে।
আড়ালে থাকিয়া সব লাগিলা দেখিতে।
লইয়া অশোকভাণ্ড ক্রমে ক্রমে সবে।
সমাগতা কুমারীরা চলে' গেল যবে॥
দেখিয়া সকল ভাণ্ড হ'ল বিতরণ।
বিতরণ-কাজ তার হ'ল সমাপন॥
যখনি উদ্যোগ করে যাইতে কুমার।
তখনি দাঁড়াল এসে' সমুখে তাহার॥
মহামায়া-সহোদর দণ্ডপাণি সুতা।
গোপা নামে সেই কন্যা সর্ব্বগুণযুতা॥
রূপে জিনি তিলোত্তমা, পরমা সুন্দরী।
মন্থর গমনে, সঙ্গে করি সহচরী॥
হয়েছে অশোকভাণ্ড সব বিতরণ।
দে'খে হ'ল অপ্রতিভ রাজার নন্দন॥
চারি চক্ষু সম্মিলন হইল যখন।
বিদ্যুৎ-প্রবাহমত কি যেন তখন॥
অব্যক্ত, কুমার হৃদে বহিতে লাগিল।
যেন রুদ্ধ সুখ উৎস উদ্ঘাটিত হ'ল॥

সুবিমল প্রেম-রসে আপ্লুত হইয়া।
ক্ষণেক আপনা ভুলি' রহিল চাহিয়া॥
চৈতন্য হইলে পরে সলজ্জ বদনে।
অধোমুখী হয়ে তার ফিরাল নয়নে॥
শ্রীমুখ দর্শনাকাঙ্ক্ষা না মিটিল তাঁর।
উঠাইতে গ্রীবা মনে করে বার বার॥
কিন্তু লজ্জা করে তারে রোধ অনুক্ষণ।
অবনত মুখে র'ল রাজার নন্দন॥
এ'দিকে গোপাও আজি আসি' ভাণ্ডনিতে।
হারাল হৃদয়-ভাণ্ড, দাতারূপ-স্রোতে॥
কি নিয়া ফিরিবে ঘরে ! ভাণ্ডারীর পানে।
চেয়ে' আছে চিত্রার্পিতা সুস্থির নয়নে॥
ক্ষণ পরে লজ্জা তার যুগল নয়ন।
অধোমুখী ক'রে নিল, করি' আক্রমণ॥
কুমারীর গণ্ডস্থল রক্তাভ হইল।
কপোলেতে বিন্দু বিন্দু স্বেদ বাহিরিল॥
পাছে পড়ে মনোভাব প্রকাশিত হয়ে।
তাই গোপা যথা সাধ্য সাবধান নিয়ে॥
লজ্জা-অবনত মুখে প্রীতিময় স্বরে।
কহিল ফুটিয়ে মুখ রাজার কুমারে॥
"নিমন্ত্রণ করি বৃথা কেন অপমান।
না করে' অশোকভাণ্ড, আমারে প্রদান॥

করিলেন মহাশয়! হ'য়ে বুদ্ধিমান?
কা'র দুরভাগ্য হয় আমার সমান"?
অপ্রতিভ হয়ে তবে বলিল কুমার।—
"অপমান করা ইচ্ছা নহে হে আমার॥
বরং করিলে তুমি আমারে লজ্জিত।
সকলের শেষে তুমি হয়ে সমাগত॥
রিক্ত হস্তে যা' হউক যাইতে না হবে।
হস্ত অঙ্গুরীয় মম তুমি আজ পাবে॥"
এ বলিয়া অঙ্গুরীয় করিয়া মোচন।
উদ্যত হইল যেই করিতে অর্পণ॥
সুমধুর মৃদু হাস্যে বলিল কুমারী।
লজ্জা অবনত মুখে কটাক্ষে নেহারি॥
"অশোকভাণ্ডের সহ স্বর্ণ অলঙ্কার।
সবার মতন প্রাপ্য নহে কি আমার?
অবলা পাইয়া মোরে চা'ন ভাণ্ডাইতে?"
শুনি' কথা কুমারীর কুমার ত্বরিতে॥
দিয়া হাতে অঙ্গুরীয়, করিতে মোচন।
দাঁড়াইল স্বীয় যত গাত্র আভরণ॥
দেখিয়া সহাস্যে বালা বলিল তখন।—
"অঙ্গুরীয় নিয়া করে করুন্ ধারণ॥
গাত্র-আভরণ হীন দেখিতে তোমায়।
মহাশয়! মম মন কখন না চায়॥

হইয়াছে আশা মম সর্ব্বথা পূরণ।
কৃপা ক'রে আভরণ করুন্ ধারণ ॥"
এই ব'লে গোপা রাজকুমারের করে।
সবিনয়ে অঙ্গুরীয় সম্প্রদান করে ॥
অঙ্গুরীয় বিনিময় করে হরিষেতে।
প্রস্থান করিল গোপা পিতৃ-ভবনেতে ॥





চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহ।

১

গোপা-প্রেম-জালে আবদ্ধ কুমার,
শুনিলেন রাজা রাণীর মুখে।
উথলিল হৃদে সুখ-পারাবার ;
ডাকিল ব্রাহ্মণে ; পাঠা'লা তাঁকে

২

করিবারে ঠিক গোপার সহিত
কুমার-বিবাহ সত্বর গিয়ে।
হ'লা দণ্ডপাণি অতি আনন্দিত,
ঘটক আগত শুনিতে পেয়ে'॥

৫

৩

ঘটকে সম্ভাষা করি দণ্ডপাণি
কহেন হরষে, "সৌভাগ্য বটে!
—গ্রহিবে সিদ্ধার্থ মম কন্যা-পাণি,
সুকৃতির ফলে যদি তা' ঘটে!!

৪

"(কিন্তু) চিরকাল করি বীরত্বে আদর,
ইক্ষ্বাকুবংশের নৃপতিগণ।
বীরত্ব দেখিয়া বাছে কন্যা-বর,
ঐশ্বর্য্যে কেবল না দিয়া মন॥"

৫

"তাই কন্যাদান রীতি উল্লঙ্ঘনে
উচিত বলিয়া মনে না লয়।
যদি বীরোচিত কার্য্য প্রদর্শনে
রাজ কুমারের সুখ্যাতি হয়,"

৬

"তাঁহার হাতেতে কন্যা সমর্পণ
করিব আমার পরম সুখে।"
চিন্তাকুল হ'ল রাজা শুদ্ধোদন
শুনিয়া এ'কথা ঘটক-মুখে॥

৭

"সিদ্ধার্থ আমার নির্জ্জন চিন্তায়
সর্ব্বদা কাটিছে সময় বসে'।
বীরোচিত কাজ সম্ভব কি তায়!
শস্ত্রের কৌশল দেখাবে কিসে!!"

৮

বিষণ্ণ তাঁহারে দেখিয়া কুমার
বলিল, "জনমি রাজার কুলে।
যেবা নাহি জানে শস্ত্র ব্যবহার
কেইবা তাহারে মানুষ বলে ?"

৯

"কেন তব পিতঃ! চিন্তা তার, তরে ?
কুলের গৌরব অক্ষুণ্ণ রবে'।"
যথাকালে যুবা প্রদর্শন করে
শস্ত্রের কৌশল ; বিস্মিত সবে ॥

১০

তা'তে দণ্ডপাণি মোহিত হইয়া,
স্বীয় কন্যাদানে সম্মতি দান।
করেন, তাঁহার সৌভাগ্য মানিয়া ;
—রহিল কুলের রীতি ও মান ॥

১১

কুমার-বিবাহ আজ রাজপুরে ;
—পরেছে নগরী আলোক কত !
বিবিধ পতাকা উড়িছে চৌধারে ;
শোভিছে অলকা পুরীর মত ॥

১২

সজ্জিত হয়েছে যত রাজপথ ;
ধূলি নিবারিত হয়েছে তার।
তোরণ নির্ম্মিত তা'তে শত শত,
দু'ধারে কুসুম-পল্লব-হার ॥

১৩

রাজকুমারের সম্বর্দ্ধনা হেতু
ধরিল রোহিণী সানন্দে বুকে,
কুসুম-আলোক-সুসজ্জিত সেতু ;—
(যেন) আছে প্রতীক্ষায় সহাস্য মুখে ॥

১৪

সুবর্ণ-খচিত নানা আস্তরণে
গজ বাজী যত সজ্জিত হ'য়ে
সুঠাম গমনে বহির প্রাঙ্গণে
আসিল ; দর্শক দেখিছে চেয়ে ॥

১৫

বহু অশ্বারোহী পদাতি সৈনিক
সাজিল; নিৰ্ম্মুক্ত কৃপাণ হাতে।
বরযাত্রী সহ হইয়া শামিল,
যাইতে প্রতীক্ষা করিছে তা'তে॥

১৬

বরের সজ্জায় সাজায়ে কুমারে
লইয়া তাঁহারে চতুর্দ্দোলে।
চলিল সকলে সমারোহ ক'রে,
পরম আনন্দে নির্দ্দিষ্ট কালে॥

১৭

বিবিধ বাজনা বাজিয়া উঠিল;
চৌদিকে বহিছে আনন্দ-স্রোত।
রমণী সকল হুলুধ্বনি দিল;
লোকে লোকাকীর্ণ হইল পথ॥

১৮

'দেব-দহ' কলিরাজ্য-রাজধানী
পরিণত আজ অমরপুরে।
উঠিছে চৌদিকে আনন্দের ধ্বনি;
শোভিছে নগরী আলোক-হারে॥

১৯

আসিতেছে বর করিয়া শ্রবণ,
চৌদিক্ হইতে আসিল ছুটে'।
বালবৃদ্ধ যত নর নারিগণ ;
দাঁড়াল দু'ধারে আসিয়া বাটে ॥

২০

ছুটিল আনন্দে পুরনারিগণ ;
উঠিয়া দেখিছে প্রাসাদোপরে।
প্রতীক্ষা করিছে সতৃষ্ণ নয়ন,
বাতায়নে মুখ বাহির ক'রে ॥

২১

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত রমণী-বদন,
আধফুটা যেন কমল শত।
গৃহ-বাতায়নে হয় দরশন ;
চঞ্চল নয়ন ভৃঙ্গের মত ॥

২২

অদূর হইতে ঘোষিল যখন ;
উচ্চে জয় ঢক্কা আসিছে বর।
তোরণের পানে সবার নয়ন
গেল, ছিল যত রমণী নর ॥

রাজা দণ্ডপাণি অভ্যর্থনা করি,
বরযাত্রী নিল সম্ভ্রমে পুরে।
দিল হুলুধ্বনি যত ছিল নারী,
ভাসিয়া সকলে আনন্দ-নীরে॥

২৪

যথা শুভ লগ্নে পরিণয় ক্রিয়া
করি সমাপন সিদ্ধার্থ ঘরে।
আসিল ফিরিয়া ; গোপারে লইয়া
করিতেছে খেলা আনন্দ-সরে॥

সংসার-কারার বিবাহ-নিগড়
কনক-বাঁধন মধুর তর,—
আপনা-হারাণো মায়ার পরশ
মোহিত পলকে রমণী নর!
ব্যাকুল আবেগে নীরব ভাষায়
পিপাসু জগৎ যাঁহারে যাচে,
কে জানে ভবিষ্য মদির-শিকলি
তাঁরে কি বাঁধিতে শকতি আছে?



পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাসের পূর্ব্ব লক্ষণ।

পতিপরায়ণা সাধ্বী গোপার প্রেমেতে
সুস্নিগ্ধ মধুর বাক্যে, স্নেহ-ব্যবহারে
ভুলিল সিদ্ধার্থ-মন ;—থেমে গেল ঝড় ;
ক্রমশঃ বৈরাগ্য-মেঘ ঘুচিল সকল
হৃদয়াকাশ ছেড়ে' তাঁর—হইল নির্ম্মল।
অনন্ত গগনচারী বিহঙ্গ যেমন
পিঁজরে আবদ্ধ হ'লে, কিছুদিন পরে,
সহিয়ে বন্ধন তার, পালা'তে না চায়,
—নেচে' গেয়ে' পিঁজরেতে আনন্দেতে রয়,
তেমনি আনন্দে কাল কাটাছে কুমার ;
গোপা আছে সাথে সাথে ছায়ার মতন।

জানি' তাহা রাণী আর অপরের মুখে,
ছুটিল সুখের উৎস রাজার হৃদয়ে ;
—হ'ল ক্রমে ফুল ফল আশা-লতিকার।

'কুমার সন্ন্যাসী হ'য়ে ত্যজিবে সংসার'
এ' আশঙ্কা ধূ-ধূ বালি উড়িত যা' আগে
রাজার হৃদয়-ক্ষেত্রে সাহারার মত,
থেমে গেল ধীরে ধীরে সুখ-উৎস-স্রোতে।

কুমার-বৈরাগ্য-বহ্নি হ'ল আচ্ছাদিত
সংসার-আসক্তি-ভস্মে দেখিতে দেখিতে।

কেহ না ভাবিল রাজ্যে এই ভস্ম কালে
উড়াবে প্রবল ঝড় আসি' পুনরায় ;
—জ্বলিয়া উঠিবে বহ্নি 'দাউ দাউ' করে',
নাশিবে নন্দনবন দাবাগ্নির মত।

কেহ না ভাবিল মনে এই পোষাপাখী
পিঁজর ছাড়িয়া কভু যাবে পলাইয়া,
ফিরে' না দেখিয়া তার পালকের পানে,
হোমা-শাবকের মত ঊর্দ্ধে যাবে ছুটি'।

রাজাদেশে রাজ্যে সবে ছিল সাবধান,
যাহাতে না হয় কভু ইন্দ্রিয়-গোচর
বিরাগ-জনক কিছু রাজ-কুমারের ;
কিন্তু সতর্কতা ক্রমে পাইল বিলয়,
কুমার সন্ন্যাসী হওয়া আশঙ্কার সনে।

সিদ্ধার্থের-দৈববাণী শ্রবণ।

একদা প্রত্যূষে শুয়ে শয়ন-আগারে
আছেন সিদ্ধার্থ তাঁর পর্য্যঙ্ক-উপরে ;
—এখনো উঠেনি রবি পূরব গগনে ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছে প্রকৃতি সুন্দরী,
—কপালে সিঁদুর তার সীতিতে সুন্দর
শোভিতেছে শুক তারা হীরকের মত,
বিরহ-বিধুরা যেন প্রাণেশের তরে,
—লইয়া করেতে নানা কুসুমের হার,
পরাইতে গলে তার ; অজস্র শিশির
ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু প্রেম-অশ্রু মত।
বন্দিগণ গাইতেছে মাঙ্গলিক গান
মধুর প্রভাতি-সুরে, জাগাতে কুমারে,
প্রাত্যহিক রীতি যথা রাজার আদেশে।
অর্দ্ধজাগরিত ভাবে আছেন কুমার ;
এমন সময়ে কোন বন্দিনী সুস্বরে,
সংসারের অনিত্যতা করিয়া বর্ণন
গাইল ; পশিয়া তাহা কুমারের কাণে
মোহিত করিল তাঁরে ; আশ্চর্য্য ঘটন !
তাঁর মনে হ'ল যেন ইহলোক ছাড়ি'
কোন এক দিব্যভূমে আছেন বসিয়া ;
দেবকন্যাগণ তাঁর উদ্ধারের তরে,
পাপতাপময় এই সংসার হইতে,

দিতেছেন উপদেশ সকরুণ স্বরে।
মোহিয়ে তাঁহার মন, মিলায়ে সুতান,
শুনিলেন গাহিতেছে অলক্ষ্যে তাঁহার,—

[গান]

১

জাগরে জাগরে দেখরে চাহিয়ে,
সময় তোমার যায় রে।
বিষয়-মদিরা করে কেন পান
আছ পড়ে' ঘুম ঘোরে রে॥
'কঃ—কঃ' ক'রে কাক জিজ্ঞাসিছে ওই,
দেখিয়া তোমায় ঘুমে রে।
দেখরে প্রকৃতি খিন্না আজি অতি
দেখে' হায়! তব দশা রে॥
—অজস্র শিশির অশ্রু বরিষণে
ধরণী আর্দ্রিয়া কাঁদে রে
জীব-উদ্ধারের সঙ্কল্প তোমার
হায়! কি ভুলিয়া গেলে রে॥
পদ্মপত্র-গত জীবন মতন
চঞ্চল জীবন জে'নো রে।

—পলকে কখন দেহ-ভ্রষ্ট হবে,
কালাকাল তা'র নাই রে ॥

২

দুখ-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ভয়ে ধরা
সদা জর্জ্জরিত আছে রে !
এ'সব হইতে বল এ'জগতে
কে কখন তরে' গেছে রে !!
মুখে বার বার, আমার আমার
কেন হায় ! সবে কয় রে !
যাহা দেখ ভবে, কিছু না রহিবে,
—স্থায়ী কিছু ভবে নয় রে !!
জীবন যৌবন বিদ্যুত মতন
পলকে পালায়ে যায় রে !
এসে' এই ভবে, মনেতে কি ভাবে
চিরদিন হেথা র'বে রে !!
মানব-শরীর পেয়ে কেন স্থির
করে না যাহাতে হিত রে !
হইবে তাহার অপর সবার
জগতের মাঝে বিহিত রে !!
কেন নিজ ভাব, যাতে সুখলাভ,
না ভাবিয়া ভবে মরে রে !

কেন প্রেমদান সকলে সমান
করিয়া কাল না হরে রে !!
তোমার এসব, সকল বিভব,
হয় হাতী জন ঘর রে !
তোমার তনয়, কিছু তব নয়,
মমতা সমতা কর রে !!

ছেড়ে পথ সোজা, নিয়ে মিছে বোঝ
বিপথেতে কেন চর রে !
বল কেবা কার, কে বল তোমার,
কার বোঝা শিরে ধর রে ?
এ ভব ভিতরে ধরমি বিতরে
সুখ জীবে নিরবধি রে !
না ভজিয়ে তাঁরে, মজিলে অপরে,
এই কি বিহিত বিধি রে !!

রাখি' ধর্ম্ম চিতে বনে বা পর্ব্বতে
ফিরিতে নাহিক ভয় রে !
অনিলে অনলে সলিলে পাতালে
যথা তথা পাবে জয় রে !!
পরবশ হয়ে, পরবাসে শুয়ে'
কেন কাল হর মিছে রে !
সবি জেনো পর, শুধু ধর্ম্ম পর ;
কিবা তার মত আছে রে !!

হৃদে ধর্ম্ম ধরে', চল নিজ ঘরে,
তারি' ত্বরা নারী নরে রে !
কর আয়োজন, মেলহ নয়ন
কেন ঘুমে আছ পড়ে' রে !!
যবে জনমিয়া, নয়ন খুলিয়া
এলে এ, মরত ভূমি রে !
যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল
কাঁদিলে কেবল তুমি রে !!
যেন কারাগারে, নবাগতে হেরে'
সুখী হ'ল যত বন্দী রে !
—আনন্দে হাসিল দুখ না বুঝিল
(হায় !) ধরণী ভাসালে কাঁদি রে !!
শেষেতে যখন আসিবে শমন,
ত্যজিয়া যাইবে ধরা রে !!
হাসিয়া তখন করিতে গমন
যা' তাহা বিহিত করা রে !!
হাসিতে দেখিলে, আসিবার কালে
যাহাদেরে এই ভবে রে !
কাঁদিয়া যেমন ফুলায় নয়ন,
হাস তুমি শুধু তবে রে !!
আসিবার কালে প্রতিজ্ঞা করিলে
যা' তাহা কি ভুলে গেলে রে !

ছেড়ে' পরবাস, চল নিজবাস,
উঠহ নয়ন মেলে' রে !!

১

তাড়াতাড়ি শুনে' গান সিদ্ধার্থ তখন,
দাঁড়াইল শয্যা ছাড়ি' বিষণ্ণ বদন ;
থর থরি কলেবর
কাঁপে তার ; মহাঝড়
বহিতে লাগিল তাঁর হৃদি-পারাবারে ;
—মন-তরি দুলিতেছে ভীম-সিন্ধু-নীরে।
সংসার-বাসনা-দীপ
নিবে' গেল করে' টিপ্,
চৌদিকে ঘেরিল তাঁর ভীষণ আঁধারে ;
ভাবিয়া ব্যাকুল, কিসে পঁহুছিবে তীরে।

২

সংসার-বাসনা-ভস্ম উড়ে' গেল ঝড়ে ;
প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানল জ্বলিল অন্তরে।
ছুটে গেল অন্ধকার ;
দেখা গেল চারিধার।
প্রতিজ্ঞা স্মরণ-পথে' হল বিভাসিত,
—দেখিলেন কোথা হ'তে কোথা সমাগত,

জীবনের লক্ষ্য ছাড়ি'
সংসার আবর্ত্তে পড়ি' ;
ভাবিল, সময় নাই ; লক্ষ্য স্থির করি
চালাইল তরি, যেন প্রবীণ কাণ্ডারী।

৩

কুমার সিদ্ধার্থ-মুখে সে দিন হইতে,
চিন্তা-কালিমার রেখা লাগিল পড়িতে।
নির্জ্জন-প্রিয়তা তার
দেখা গেল পুনর্ব্বার ;
এ'হেন অবস্থা গোপা দেখিয়া তাঁহার,
আরম্ভিল সাধ্যমত প্রীতি-ব্যবহার।

৪

রাজা শুদ্ধোদনের স্বপ্ন দর্শন।

এ হেন সময় তবে রাজা শুদ্ধোদন
নিশা অবশেষে এক দেখেন স্বপন ;—
যেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে
গৃহিবেশ পরিহরে'
কুমার সন্ন্যাসী বেশে করিছে গমন,
পরিত্যাগি রাজপুরী,
বনমুখে পথ ধরি ;
সানন্দে চলিছে পাছে যত দেবগণ ;
স্বরগ হইতে পুষ্প হ'তেছে বর্ষণ।

৫

এ হেন স্বপন রাজা করি দরশন,
তাড়াতাড়ি শয্যাপরে বসেন তখন।
ভাবনা-অনল যাহা
নির্ব্বাপিত ছিল, তাহা
এতদিন পরে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিল ;
সুখের নন্দন-বন দহিতে লাগিল।
লাগিলেন নিতে খোঁজ,
কুমার সম্বন্ধে রোজ :
জানিলেন ম্লান মুখ হয়েছে কুমার ;
ত্যজিতে সংসারাশ্রম সঙ্কল্প তাঁহার।
প্রবোধ বচনে তাঁরে
চেষ্টা করে' ফিরাবারে
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন রাজা শুদ্ধোদন ;
সফল যতন তাঁর হ'ল না কখন।

৬

কুমার সিদ্ধার্থ হ'য়ে ধ্যান-নিমগন,
সিদ্ধার্থের চিন্তা। নির্জ্জন প্রদেশে সদা করিছে চিন্তন।
করে তার প্রাণপণ
করিবারে উদ্ঘাটন
সংসার-রহস্যদ্বার ব্যাকুল অন্তরে,
বসিয়া তরঙ্গাকুল চিন্তা-সিন্ধু-তীরে।

৭

ধ্যানবলে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল,
অপূর্ব্ব জগৎ এক উদ্ভাসিত হ'ল
সমুখেতে আচম্বিতে ;
চেয়ে' তার চারি ভিতে,
কিছু না দেখিল সার, সকলি অসার ;
ডুবে' আছে সব লোক মোহেতে তাহার।

৮

ভাবে কোথা হ'তে এল এই মায়াময়
জীবের জীবন হায়! কোথা' হয় লয়!
কিছু ত বুঝি না হায়!
কিসে হর্ষে সবে তায়.
অনিত্যের বোঝা নিয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়!
নাহি কিহে কিছু হ'তে নিত্য শান্তি হায়?

৯

অবশ্যই শান্তিময় আছে কিছু ভবে।
না হ'লে এ' শান্তি' শব্দ কোথা হ'তে হবে?
অবশ্য পদার্থ নিত্য
আছে কিছু, ধ্রুব সত্য,
যাহা হ'তে 'শান্তি' শব্দ হইল উদ্ভব।
অবশ্য তাহার তরে খুঁজিব এ ভব।

১০

মানব-জীবন লক্ষ্য নিত্য কিহে নয় ?
তা'হলে লইয়া মাথে বোঝা মায়াময়,
ঘুরি কেন অকারণ,
করি' হায়! এ জীবন
লক্ষ্য ভ্রষ্ট, সদা আমি মূঢ়ের মতন ?
লইব নিত্যের খোঁজ করি প্রাণপণ।

১১

যদি ভাগ্যে লক্ষ্য স্থলে পঁহুছিতে পারি,
দেখাইব নিয়ে গিয়ে যত নর নারী
সেই শান্তি-সরোবর :
অবগাহি নারী নর
লভিবে পরম শান্তি, আনন্দ অক্ষয়।
---'যথা ইচ্ছা তথা পথ' জ্ঞানিগণ কয়॥

১২

ভীষণ তরঙ্গাকুল চিন্তা-পারাবারে,
সিদ্ধার্থ হৃদয়-তরি দৃঢ় মুষ্টি ধরে
এইরূপে চালাইছে ;
ভয় তরি ডুবে পাছে,
তাই কালিমার রেখা বদনে তাঁহার ;
কতক্ষণে পাবে কূল ভাবে বার বার॥

১৩

গোপার স্বপ্নদর্শন।

সধবী পতিপ্রাণা গোপা করি দরশন
প্রাণেশের হেন ভাব, মলিন বদন,
একদা শয়নাগারে,
মনোরঞ্জনের তরে
বসি তাঁর পাশাপাশি পর্য্যঙ্ক উপরে,
কাটায় অর্দ্ধেক নিশি প্রেমালাপ করে'।
উন্মনস্ক দেখি' তাঁরে,
---কি যেন চিন্তন করে,
নিয়ে তাঁরে সযতনে করিল শয়ন।
মনেতে নিজের ভাব করিয়া গোপন॥

১৪

শুইতে কামনা করে হ'য়ে একমন,
পতি অমঙ্গল যেন না হয় কখন।
যেই সে মুদিল আঁখি,
চমকি উঠিল দেখি',
ভীষণ স্বপন ;—যেন কাঁপিতেছে ধরা ;
খসিয়া পড়িছে যত রবি চন্দ্র তারা ;
ঘন ঘন উল্কাপাত,
হয় নানা উৎপাত ;
---হ'তেছে ভূতলশায়ী অট্টালিকা যত ;
গাত্রে তার মুক্তাহার খণ্ড বিখণ্ডিত।

বস্ত্র অলঙ্কার হীনা
যেন সে অতীব দীনা ;
কিরীটাদি যত সব স্বামীর ভূষণ
চারিদিকে ভূমে লুটে, করে দরশন।
রাজছত্রদণ্ড ভগ্ন ;
চৌদিক বিষাদমগ্ন ;
চারিদিকে মহীরুহ হয় উৎপাটিত ;
—মহাপ্রলয়ের কাল যেন সমাগত।

১৫

এহেন স্বপন-কথা ভীত-চিত-স্বরে,
বলে গোপা ম্লানমুখে পতির গোচরে।
জিজ্ঞাসিল "নাথ! বল
কি এই স্বপন-ফল ;
অমঙ্গল স্বপ্ন ব'লে মম মনে লয় ;
জানি না কি পাপ ফল ভুগিতেই হয়!
কিছু না গোপন করে'
বল নাথ অধীনীরে,
স্বপনের ফলাফল বিচারিয়া মনে।
রক্ষা কর কৃপা করে' নাথ! শান্তিদানে॥"

১৬

ব্যাকুলতা হেন তার করি দরশন,
সিদ্ধার্থ দু'হাতে তারে করে আলিঙ্গন।

বলে প্রিয়ে কেন ভীতি
সামান্য রমণী-মত
হইলে স্বপন দেখে' নহে কুস্বপন।
পুণ্যবলে হেন স্বপ্ন করিলে দর্শন॥

১৭

"স্বপনের ফলাফল করি'ছি বর্ণন;
মন দিয়ে প্রাণপ্রিয়ে! করহ শ্রবণ।
মহী কম্পনের ফলে,
তুমি এই ধরাতলে,
জে'নো সকলের পূজ্যা হইবে নিশ্চয়।
অতএব ত্যজ প্রিয়ে! তব স্বপ্নভয়॥

গোপার প্রতি সিদ্ধার্থের প্রবোধ বচন।

মহীরুহ উন্মূলনে,
মুক্তাহার বিখণ্ডনে,
করিছে জ্ঞাপন প্রিয়ে! তোমার মুকতি
ভব-পাশ হ'তে দিব্য জ্ঞান ও ভকতি।"

১৮

"রবি চন্দ্রাদির প্রিয়ে বিচ্যুতি দর্শন
অশান্তির নাশ তব করিছে জ্ঞাপন।
স্বীয় বস্ত্র আভরণ
ছিন্ন ভিন্ন দরশন
আত্মার স্বরূপ লাভ জ্ঞাপন করিছে,
স্ত্রী-কায়া ছাড়িয়া তব; ভয় কেন মিছে?

১৯

"রাজ-ছত্রদণ্ড ভগ্ন দরশন ফলে,
একছত্র ধর্ম্মরাজ্য দেখিবে ভূতলে।
মম গাত্র আভরণ
ভূতলেতে দরশন
করিছে জ্ঞাপন মম ধরম-স্থাপন,
উদ্ধারিতে লভি জ্ঞান পাপী তাপী জন।"

২০

"অতএব স্বপ্নে প্রিয়ে ভীতির কারণ
নহে নহে নহে কিছু ; কর সম্বরণ
অকারণ ভীতি যত ;
বরঞ্চ হরষ যুত
হও, দেখে শুভকাল ভবে সমাগত ;
—তরিবে অচিরে প্রিয়ে ! নর নারী যত।

২১

"অনিত্য সুখেতে মুগ্ধ দেখ নারী নর
দহিতেছে দুঃখানলে অবনী ভিতর।
তা'দের দেখিয়া কষ্ট,
কেমনে থাকিব হৃষ্ট ;
নিশ্চিন্তে থাকিব কিসে বল প্রাণপ্রিয়ে ?
—জীব-উদ্ধারের চিন্তা তাই আছি নিয়ে।"

২২

"তুমিত আমার নহ সামান্যা রমণী ;
—নারী-মাঝে গুণে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠা বলে'জানি।
তাই মম মহাব্রতে,
মোরে তব নানা মতে,
সহায়তা করা কি হে উচিত না হয় ?
সহধরমিনী স্ত্রীকে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

২৩

"সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে এই প্রাসাদের মাঝে,
নিশ্চিন্তে শয়ন প্রিয়ে আমার কি সাজে
জীবের দেখিয়া দুখ,
চিত্তে মম নাহি সুখ ;
যাবত জীবের দুখ করিতে মোচন
না পাইব পথ, চিন্তা যাবে না কখন।

২৪

"সুখ শয্যা মম প্রিয়ে ভূতল শয়ন ;
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গ সুখের এখন,
হবে উপাধান মম ;
নভঃ চন্দ্রাতপ সম

নদী নির্ঝরের জল,
বনজাত মূল ফল
রাজভোগ হ'তে মোরে করিবেক প্রীত।
—প্রকৃতি ভাণ্ডার কাছে তুচ্ছ রাজ্য শত ॥"

২৫

"হয় মোর ভাই বোন্ নর নারী যত ;
বনে পশু বিহঙ্গম বান্ধবের মত।
মম দেহ প্রাণ মন
করেছি সর্ব্বস্ব পণ,
জীবের দুর্গতি প্রিয়ে! করিতে মোচন ;
জীবনের লক্ষ্য তাহা জানিও এখন।

২৬

"যা'তে মম সিদ্ধি হয় এ মহাসাধনে,
তাহা যথাসাধ্য প্রিয়ে! করিবে যতনে।
এই মম আকিঞ্চন,
ক'রো প্রিয়ে সংরক্ষণ।
উভয়ের জে'নো তা'তে হইবে মঙ্গল ;
—ভব-দুখ হ'তে জীব তরিবে সকল।
দুঃখিতা না হও প্রিয়ে!
যাতে লক্ষ্য স্থানে গিয়ে
মোচন করিতে পারি জীবের দুর্গতি,
সহায় হইতে পন্থা খোজ দিবারাতি।"

২৭

স্বামি-গলদেশ গোপা করিয়া ধারণ,
শুনে কথা নীরবেতে করিল ক্রন্দন ;
—দর দর চক্ষে জল,
ভিজে স্বামি বক্ষঃস্থল
নয়নের জলে : গোপা হইল বিকল।
কর্ত্তব্যতা কিবা তার চিন্তিল কেবল ॥

২৮

জগত হিতের তরে স্বামী আত্মদান
করিতে উদ্যত : তাঁর উদ্দেশ্য মহান্ ;
ভাবিতেছে গোপা চিতে,
বাধা কিছু দেওয়া ই'তে,
না হয় উচিত শুধু স্বার্থরক্ষা তরে।
—স্বামীর অনন্ত সুখ জাবহিত ক'রে ॥

২৯

অস্থায়ী সংসার ভোগ বাসনার তরে,
স্থায়ী সুখ হতে কেন বঞ্চিব তাঁহারে ?
হউক আমার দুখ
সহস্র, বাঁধিয়া বুক
পতির সুখের তরে সহিয়া লইব।
—তাঁহার এ সুখ পথে কণ্টক না দিব ॥

১

রাজ্যের ভিতরে মিলে পরস্পরে
সিদ্ধার্থের নিয়ে কথা।
করে রাজপুরে, প্রজাদের ঘরে,
বলাবলি, পেয়ে ব্যথা॥

২

প্রবোধ বচনে নৃপতি নন্দনে
সদা সান্ত্বাইতে চায়।
কিন্তু তাঁর কথা সব হ'ল বৃথা
হস না হইল তায়॥

৩

রাজার নন্দন নিলিপ্ত মতন
সতত কাটিছে কাল।
বিষন্ন বদনে চিন্তিয়া নির্জ্জনে
কাটিতে সংসার-জাল॥

৪

ভাবিছে সকলে, এরূপে থাকিলে,
যাইতে নারিবে চলি।
--কিছু দিন পরে, সন্তানে নেহারে'
মায়াতে যাইবে ভুলি'॥

৫

কতদিনে তাঁর জন্মিবে কুমার,
গণিছে সকলে দিন।
কেহ না ভাবিল এই আশা-ফল
নৈরাশ্যে হইবে লীন॥

৬

—কাক-বাসা-জাত কোকিলের মত,
ধরিয়া আপন বুলি।
সময়ে ফেলিয়া, যাইবে চলিয়া,
পালকে যাইবে ভুলি॥

৭

বুদ্ধ অবতার রূপে এ কুমার,
জন্মিল রাজার ঘরে।
তারিতে জীবেরে, এ মর সংসারে
কেহ না চিনিল তাঁরে॥

———



ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈরাগ্যোৎপাদক ঘটনা দর্শন।

একদা সায়ংকালে সিদ্ধার্থের মন
করিতে রঞ্জন নিয়া প্রমোদ-কাননে,
চলিছে সারথি তাঁরে করি দিব্যরথে,
নগরের সুশোভিত পূর্ব্ব দ্বার দিয়া,
রাজার ইঙ্গিত মতে অতি ধীরে ধীরে।
করমের ফলে যাহা ঘটিবার আছে,
কেহ তাহা নাহি পারে করিতে বারণ;
নিত্য সংঘটিত যাহা অতীব সামান্য,
তা'ও আজি সিদ্ধার্থকে করিতে বাহির
সংসার হইতে, দেখ হইল কারণ।

পড়িল নয়ন-পথে কুমারের আজ
অদূরে স্থবির এক যায় ধীরে ধীরে,
থর্ থর্ কাঁপে, রাখি' কুব্জদেহ-ভার
লাঠির উপরে তার ; অস্থি চর্ম্ম সার,
স্খলিত দশন পংক্তি পলিত মস্তক।

দেখি' তারে সিহরিয়া উঠিল কুমার ;
জিজ্ঞাসিল সারথিরে, "কে যাইছে ওই ?
অদ্ভুত মানব হেন দেখিনি কখন !
এই কি হে কুলগত লক্ষণ তাহার ?
অথবা রাজ্যের কোন চলনের রীতি ?
কহ হে সারথি ! মোরে বিস্তারি সকল।

বলিল সারথি, এই নহে যুবরাজ !
কুলগত হায় ! কোন মানব লক্ষণ,
অথবা রাজ্যের কোন চলনের রীতি।

বার্দ্ধক্যেতে জরাগ্রস্ত হয়েছে এ'নর ;
তাই সে দুর্ব্বল তনু,—চলিতে অক্ষম
লাঠি বিনা ইচ্ছামত দুই এক পদ।

তোমার আমার মত সেও একদিন
আছিল চলনক্ষম, সুন্দর শরীর ;
অর্জ্জনে সক্ষম দেখি' সব পরিজন
আছিল তাহার বশে, যৌবনের কালে ;
কিন্তু সে বার্দ্ধক্যে আজ চলিতে না পারে,

হয়েছে কুরূপ তার, অর্জ্জনে অক্ষম
বলিয়া সকলে হায়! করে অনাদর;
--স্ত্রী পুত্র সকলে তারে বোঝা মনে করে।
মানব দেহের হায়! এই পরিণাম!
—সকলেরই এই দশা বার্দ্ধক্য সময়ে।
জরাব্যাধি হ'তে কেহ পায়নি নিস্তার।"
ম্লান হ'ল কুমারের বদন মণ্ডল,
সারথির মুখে শুনি এহেন কথন।
সজল নয়নে তবে বলে সারথিরে,—
"কি কাজ যাইয়া বল প্রমোদ-কাননে,
যবে হেন পরিণাম মানব-দেহের?
ধিক্ তাহাদেরে ধিক্,---শতবার ধিক্
জে'নে শু'নে যারা এই দেহ-পরিণাম,
কাটাইছে কাল মাতি আমোদে প্রমোদে
ফিরাইয়া দেও রথ, যাবনা হেথায়।"
সারথি ফিরাল রথ পুরা অভিমুখে।

রাজার কুমারে নিয়া আর একদিন,
দক্ষিণের দ্বার দিয়া রাজভবনের
সারথি যাইছে যবে প্রমোদ-কাননে,
কুমার দেখিতে পায়, পথে একধারে
লম্বমান পড়ে' আছে মুমূর্ষু মানব;
মলিন বদন তার, দুর্ব্বল শরীর;

অতি কষ্টে শ্বাস-ক্রিয়া চলিছে তাহার ;
মল মূত্র পরিব্যাপ্ত দেহে কোকাইছে।

দেখিয়া এহেন দৃশ্য মর্ম্ম বিদারক,
জিজ্ঞাসিল সিহরিয়া রাজার কুমার,—
"কে ওই বিকটরূপ, দুর্ব্বল শরীর !

—নয়ন কোটরগত, করে ছট্ ফট্
মল-মূত্র-ব্যাপ্ত-দেহ কষ্টে বহে শ্বাস,
পড়ে' আছে পথ-ধারে ! বলহ সারথি !

সারথি বলিল, "এই গ্লানিযুক্ত লোক,
ব্যাধিগ্রস্ত,—মৃত্যুকাল তার সমাগত ;
—ব্যাধি বল বীর্য্য সব করেছে হরণ।
আরোগ্যের নাহি আশা, সহায় বিহীন।"

সিহরি উঠিয়া শুনি' রাজার কুমার
বলিল, "সারথি ! হায় ! স্বপ্ন-ক্রীড়ামত
দেখিতেছি স্বাস্থ্য-সুখ ; অতি ভয়াবহ
ব্যাধি জরা মানুষের এই ভব-মাঝে।
জে'নে শু'নে এই দশা জীব-জীবনের,
কোন বিজ্ঞ পারে বল এই ধরাধামে
থাকিবারে ক্রীড়ামোদে সুখাসক্ত হ'য়ে ?
সারথি ! ফিরাও রথ যাবনা তথায়।"
সারথি ফিরাল রথ, গেল রাজপুরে।
রাজা শুদ্ধোদন শুনি' সারথির মুখে

পথ হ'তে ফিরিবার কারণ সকল,
হইলেন চিন্তাকুল বিষন্ন বদন।
—মনেতে উঠিল ক্রমে দৈবজ্ঞের কথা,
কুমার সম্বন্ধে তাঁর স্বপন-দর্শন।
রাজাজ্ঞায় নিয়োজিতা হইল গায়িকা
নর্ত্তকী আছিল যত রাজ্যে সুচতুরা,
রঞ্জিতে কুমার-মন নাচে কিবা গানে।
কিন্তু হায়! কিছুতেই কুমারের মন
ফিরা'তে নারিল দেখি', রাজা শুদ্ধোদন
বুঝিলেন সবই তাঁর করমের ফল।
আর একদিন, তার কিছুদিন পরে,
পশ্চিমের দ্বার দিয়া রাজভবনের,
কুমারে লইয়া যবে যাইছে সারথি,
কুমার দেখিল, পথে কিছু দূরে তাঁর,
চারিজনে কাঁধে করি যাইছে লইয়া
বস্ত্রাবৃত নরদেহ, খট্টায় শায়িত;
ম্লানমুখে বহুজন চলিছে পশ্চাতে,
—দর্ দর্ বহে জল সকলের চোখে;
একটি রমণীমূর্ত্তি, অতি শোকাতুরা,
শিরে বক্ষে করাঘাত করে মুহুর্মুহুঃ;
—পাগলিনী প্রায় বেশ, আলুথালু কেশে
কাঁদিছে চীৎকার করে'; ধরিয়া সকলে
সান্ত্বাইছে নানামতে, গদ্‌গদ্ স্বরে।

দেখিয়া এহেন দৃশ্য কুমার তখন
জিজ্ঞাসিল সারথিরে, "এই কি! সারথি!
—কি ইহারা নিয়ে যায় কাঁধেতে করিয়া?
কেন বা ইহারা সবে নয়নের জলে
ভাসাইছে বক্ষস্থল? কেন বা রমণী
ওই পাগলিনী প্রায় করিছে গমন?
বলহ আমারে তুমি বর্ণিয়া সকল।
সারথি বলিল, "আর্য্য! মরেছে ও'নর,
যাহারে খট্টায় করি' যাইছে লইয়া;
—আত্মীয় স্বজন তার ঘর বাড়ী ধন
ফেলিয়া সকল হায়! গেল পরলোকে;
পুনঃ না দেখিতে পাবে এসব তাহার!
—জীবনের লীলা খেলা ফুরায়েছে সব!
তা'রি তরে হাহাকার করে পরিজন।"
শুনিয়া বিষণ্ণ মুখে বলিল কুমার,—
"রে ধিক্ জীবনে ব্যাধি-জরা-জর্জ্জরিত!
ভোগরত জ্ঞানিগণে ধিক্ শতবার!
অনিত্য যৌবনে মাতি' যা'রা অনুক্ষণ
আমোদ প্রমোদে আছে,—ভাবেনা মরিবে
ফিরাইয়া দেও রথ, যাব না উদ্যানে,
করিব মুক্তির চিন্তা জরা মৃত্যু হ'তে!"
কিছুদিন পরে তার, আর একদিন
উত্তরের দ্বার দিয়া রাজভবনের

যাইতে, দেখিয়া পথে মূর্ত্তি অপরূপ,
জিজ্ঞাসিল সারথিরে রাজার নন্দন,—
"কে ওই বিনীত শান্ত মূরতি সুন্দর ?
—যায় যেন নম্রতার জীবন্ত মূরতি !
হাতে ভিক্ষাপাত্র, অঙ্গে গৈরিকবসন ;
জিনি হংসগতি তার, কটিতে কৌপীন।
দেহে কি পবিত্র জ্যোতি ! মুখে কি প্রীরিতি !
করুণা পূর্ণিত কিবা চাহনি তাঁহার !
—যায় যেন ভগবান করুণা আধার !"
সারথি কহিল তাঁরে অতি ভক্তিভরে,—
"আর্য্য ! ইনি একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী ;
—সংসারের মায়া মোহ করি পরিহার
পালিছেন সন্ন্যাসের ব্রত সুকঠিন,
যতনে করিয়া জয় ইন্দ্রিয় তাঁহার।
নাই তাঁর রাগ দ্বেষ ভোগের বাসনা ;
—ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রাণ করেন ধারণ ;
হয়েছেন যেন তিনি বিনয়-আধার।
মমতার ক্ষুদ্র স্রোত বাহিয়া তাঁহার
অনন্ত সমতা-সিন্ধু-সলিলের মাঝে
গিয়াছে মিশিয়া ;—সর্ব্বজীবে সমদয়া।
রাজ্য-কোলাহ'ল হ'তে নিবসেন দূরে,
হিংস্রজন্তু সমাকুল গহন কাননে,
নিরজনে নিজ ব্রতে করিতে সাধ'ন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলিলা কুমার,—
"সাধু! সাধু! সারথি হে! বহুদিন পরে
শুনাইলে হিতকথা ;—শান্ত হ'ল মন ;
জীবনের লক্ষ্য পথ পাইনু দেখিতে।
'প্রব্রজ্যাই শ্রেষ্ঠপথ' জ্ঞানিগণ কহে।
ইহাতেই নিত্য সুখ শান্তি লভে নর ;
নিজে সুখী হ'য়ে ই'তে, পারে অপরের
করিতে বিধান ভবে সুখ শান্তি যত।"
এ বলি' কুমার ধীরে করিল গমন
উদ্যানের এক প্রান্তে নিকুঞ্জের মাঝে,
একান্তে করিতে চিন্তা সন্ন্যাস-বিষয়।
সিদ্ধার্থের হৃদাকাশ ঢাকিল ভীষণ
ঘনীভূত চিন্তামেঘে ; বহিছে প্রবল
থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ঝঞ্ঝার মতন।
দুলিতেছে মন-তরি ; ভাবিয়া ব্যাকুল
কিসে সে পাইবে কূল,—যাবে কোন দিকে
এখনো জাগিছে মনে সন্ন্যাসীর মুখ ;
—সুন্দর পীরিতিমাখা চাহনি তাঁহার,
তেজপূর্ণ কলেবর, শান্তির আধার।
সন্ন্যাসী-জীবন নিয়ে ভাবিতে ভাবিতে
তন্দ্রায় ঘেরিল তাঁর নয়ন-যুগল।
আচম্বিতে তন্দ্রামাঝে দেখিল স্বপন,—
যেন দিব্য কোন এক তাপস আশ্রমে

সসম্ভ্রমে বসি' এক তাপসের কাছে
করিছে আলাপ নিয়ে তাপস-জীবন।
"একাকী বিজন-বনে থাকেন কেমনে ?
হিংস্রজন্তু সমাকুল গহন কাননে
থাকিতে কি ভয় তব হয় না কখন ?"
জিজ্ঞাসিলে রাজপুত্র, বলিছে তাপস,—
"একাকী না থাকি আমি ক্ষণেকের তরে ;
—'অহিংসা পরমবন্ধু আছে সাথে সাথে।
ধনুর্ব্বাণ-আদি নিয়া প্রাণীবধ তরে
কখন না করি চেষ্টা ; তাই কোন প্রাণী
এ'ভব মণ্ডলে মোরে হিংসা নাহি করে।
বরং সর্ব্বত্র মম আত্ম-দৃষ্টি হেতু,
মিত্রভাবে প্রেম আমি প্রদানি বলিয়া,
রক্ষণাবেক্ষণ মোরে করিছে সতত।"
জিজ্ঞাসিল তাপসেরে রাজার নন্দন,—
"থাকি' বনে বহুদূরে লোকালয় হ'তে,
আহার্য্যের সংস্থান হয় হে কেমনে,"
তাপস বলিছে "যিনি লোকালয় মাঝে
আহার যোগান সদা তোমাদের তরে,
তাঁহারি আদেশে এই বনের ভিতরে,
বৃক্ষ আদি রাখে সদা আমার কারণ
ফল পত্র কন্দ আদি যা' চাহি যখন।"

কুমার বলিছে তাঁরে, "মহাত্মা আপনি ;
সবিশেষ পরিচয় জানিবারে চাই।"

তাপস বলিছে, "যবে হইবে সন্ন্যাসী
দীক্ষিত হইয়া ব্রতে, জানিবে আপনি।"
কুমার বলিছে,—"ত্যাগী আপনার মত
ভাগ্যে কভু দরশন হয় নাই ভবে।"

বলিছে তাপস, "ত্যাগী আমি না আপনি ?
—অনিত্য সংসার-সুখ করিয়াছি ত্যাগ
অমূল্য পরম নিত্য পদার্থের তরে ;
আপনি অনিত্য সুখ বিভবের মাঝে
আছেন করিয়া ত্যাগ অমূল্য রতন।"

লজ্জিত হইয়া তবে জিজ্ঞাসে কুমার,—
"কে সুখী এ'ভব মাঝে, রাজা কি আপনি ?
বলুন্ হে মহাত্মন্ ! কৃপা করি শুনি।"

তাপস বলিছে,—"বৎস ! হে নৃপ-নন্দন !
আমি সুখী এই ভবে, রাজা কভু নহে ;
সারাদিন চিন্তাকুল রাজ-কাজ নিয়ে,
সদা শত্রু-ভয়ে ভীত,—কখন কে এসে
লুটে' লয় রাজ্যধন ; কিন্তু আমি সদা
পরমাত্মা-সত্তা-সুখ শান্তি-প্রস্রবণে
অবগাহি পান করি থাকি দিব্য সুখে।
রাত্রিতে নিদ্রিত হ'লে, রাজার আমার

রাজ-শয্যা বৃক্ষতল উভয় সমান ;—
কিছু নাহি থাকে জ্ঞান ; বরঞ্চ রাজার
মাঝে মাঝে যুদ্ধ আদি দেখিয়া স্বপনে
চমকি উঠেন ভয়ে ; সুখ নিদ্রা তাঁর
এইরূপে ভাঙ্গে ; কিন্তু আমার তা'নয়।
বলি তাই আমি সুখী হে রাজ-কুমার !"
ভাঙ্গিল এ সুখ স্বপ্ন প্রবেশি শ্রবণে
অশ্বের চরণ-শব্দ উদ্যান ভিতরে।
চোখ্ মেলে' দেখে, অশ্বারোহী অতি বেগে
আসিতেছে হাস্যমুখে কুমারের পানে।
অশ্বারোহী অশ্ব হ'তে নামি' ভূমিতলে,
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া বলিল কুমারে,—
"যুবরাজ ! জন্মিয়াছে তনয় তোমার ;
এ'শুভ সম্বাদ দিয়া লইতে তোমায়
রাজপুরে, পাঠালেন মোরে মহারাজ।"
রাজাজ্ঞায় রাজ-সুত চড়ি' নিজ রথে
চলিলেন চিন্তাকুল পুরী অভিমুখে।
যাইতে যাইতে পথে ভাবিছে কুমার,
অনিত্যতা মাঝে এই ভবের অস্থায়ী'
যত সুখ দুখ হ'তে দূরে অবস্থিত
সন্ন্যাস-ব্রতই বটে পরিত্রাণোপায় ;
—ইহা ভিন্ন উদ্ধারের পথ নাহি দেখি।

ধরম-বিহীন ভবে নর নারীদের
সমুখে ধরম-পথে উদ্ঘাটন তরে,
অনিত্য সংসার-মায়া বিসর্জ্জন করি'
নিত্য পদার্থের তরে সন্ন্যাসী হইব ;
—করিব সর্ব্বস্ব ত্যাগ ধরমের তরে।
এরূপ ভাবিয়া মনে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির
অনুকূল বলে' তাহা করিলেন স্থির।
কিন্তু বৃদ্ধ জনকের স্নেহ-ময় প্রাণে
কেমনে দারুণ পুত্র-বিচ্ছেদের শেলে
নিঠুরের মত হয়ে করিবে আঘাত ?
কেমনে বা মাতৃতুল্যা স্নেহের আধার
প্রজাবতী হৃদে দুখ করিবে প্রদান ?
কেমনে বা পতিপ্রাণা গোপারে তাঁহার
দহিবে বিচ্ছেদানলে নির্ম্মম মতন ?
—যে গোপা-মাধবীলতা পতি-সহকারে
আশ্রয় করিয়া আছে জীবন ধারণ,
বাঁচিবে কেমনে হায় ! নিরাশ্রিতা হয়ে ?
বন্ধন উপরে পুনঃ বন্ধন আবার
পুত্রের জনমে তাঁর হইল দেখিয়া,
পাছে কালক্রমে এই বন্ধন হইলে
দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর, ছুটিয়া যাইতে
কঠিন হইবে ভাবি', সময় থাকিতে
প্রস্থান কর্ত্তব্য তাঁর, হইল সুস্থির।

না বলিয়া রাজ্য হ'তে গেলে পলাইয়া,
বৃদ্ধ জনকের হৃদে অসহ্য যাতনা
হ'বে তাই পদে পড়ি' লইবে বিদায়
যেরূপেই হ'ক আজি যেয়ে তাঁর কাছে;
চিন্তাকুল আত্মহারা যাইছে কুমার,
নির্ব্বাক বসিয়া রথে ভাবিতে ভাবিতে;
—পথে উৎসবের দিকে লক্ষ্য নাহি তাঁর।
কুসুম-পল্লব-হারে আলোকমালায়
সুশোভিত রাজপুরী সুরপুরীমত।
মুখরিত রাজধানী মঙ্গল-সংগীতে;
—চারিদিক ভাসিতেছে আনন্দের স্রোতে।
আসিতেছে দেখি' দ্বারে কুমারের রথ,
দাঁড়াইল দুইধারে রূপসী সকল;
—মাথায় করিয়া কেহ মাঙ্গলিক থালা,
কেহ বা লইয়া কাঁকে পূরণ কলসী,
কল কল করি' সবে দিল হুলুধ্বনি।
আগুবাড়ি আলিঙ্গিয়া মাতা প্রজাবতী
নিয়া গেলা কুমারেরে সহাস্য বদনে;
দেখাইলা পুত্র-মুখ সুতিকা-আগারে।
নারীবৃন্দ করি' হর্ষে সবে গলাগলি
হুলুধ্বনি দিল পুনঃ মাতাইয়া পুরী।
আনন্দে মাতিল আজ সবিরাজপুরে,
মাতিল না শুধু আজ কুমার-হৃদয়।

আসন্ন ঝটিকা পূর্ব্বে সিন্ধুর মতন,
কুমারের দেখি' আজি গম্ভীর আনন,
কাঁপিল গোপার বক্ষ দুরু দুরু করি';
—সুবিমল হর্ষ-শশী হৃদাকাশে তার
অশুভ-আশঙ্কা-মেঘে হ'ল আবরিত।
রক্ষা করি' লৌকিকতা চিন্তাকুল চিতে
কুমার চলিয়া গেল আপন আবাসে।





সপ্তম অধ্যায়।

বিদায়।

রাজার শয়নাগারে রাজা শুদ্ধোদন
অরধশায়িত ভাবে পর্য্যঙ্ক উপরে
পৌত্রের রাহুল নাম করিয়া নির্দ্দেশ,
আকাশ-কুসুমে কত গাঁথিছেন মালা ;
দৈবজ্ঞের বাণী আর স্বপন তাঁহার
মনে করা মাত্র, চিন্তা-প্রবল-ঝটিকা
ছিন্ন ভিন্ন করে' যায় সে সাধের মালা ;
—পুনঃ পুনঃ ছিন্ন মালা গাঁথেন আবার ;
হেন কালে অলক্ষিতে রাজার নন্দন
সিদ্ধার্থ আসিয়া পদে নমিল তাঁহার।

চকিত-নয়নে দেখি' রাজা শুদ্ধোদন,
পদতলে দাঁড়াইয়া স্নেহের কুমার,
স্নেহ-ভরে আলিঙ্গিয়া চুমিল কপোল।
মহারাজ কিছু তবে বলিবার আগে,
পড়িয়া চরণে পুনঃ, বলিল কুমার,—
"হর্ষেতে বিদায় পিতঃ করুন প্রদান
এদাসের যেতে তার কর্ত্তব্যের পথে,
না করিয়া খেদ কিম্বা নাহি দিয়া বাধা।
ক্ষমিবেন মহারাজ! আপনি এ দাসে।
সন্ন্যাস-গ্রহণ-কাল মম সমাগত;
কৃপাকরে' আশীর্ব্বাদ করুন্ রাজন্!
সিদ্ধ যেন মনোরথ হয় মম পিতঃ!
তপস্যা পূরণ মম হয় এ'জীবনে,
তবদত্ত নাম এই "সিদ্ধার্থ" আমার
সার্থক যাহাতে হয় লভি সিদ্ধি ভবে।"
পুত্রের প্রার্থনা হেন করিলে প্রবেশ,
পুত্র-প্রাণ জনকের শ্রবণ-বিবরে
লাগিল হৃদয়ে তাঁর অশনি মতন;
শোকভরে মূর্চ্ছাপন্ন হইল নৃপতি;
পড়িতে ধরণীতলে ধরিল কুমার।
ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করি' নরপতি,
অশ্রুবিগলিত নেত্রে গদ্গদ্ভাষে
কহিলেন কুমারেরে আলিঙ্গি' আদরে,—

"হে বৎস ! হে প্রাণধন ! একি কহ তুমি
এ'বৃদ্ধ বয়সে মোরে নির্ম্মম মতন !
একমাত্র বংশধর হৃদয় রতন
পাইয়া তোমায় বৎস ! এ'বৃদ্ধ বয়সে,
কত আশা মনে হায় ! করেছি পোষণ,
হৃদয়ে ধারণ করি' হে প্রিয় কুমার !
—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি যথাকালে
উপযুক্ত পুত্রে মম এ'বৃদ্ধ বয়সে,
জনম সার্থক মম করিব বলিয়া
মনে মনে কত হায় ! করেছি কল্পনা।
কিন্তু আজ কোন দুখে বল:হে কুমার !
সকল আশায় মোরে করিছ নিরাশ ?
তোমায় করিয়া কোলে, বদন নেহারি,
ভুলিয়াছি বৎস ! তব মাতৃ মৃত্যু-শোক ;
এ'বৃদ্ধ বয়সে মম দুখ-জ্বালাময়
জীবনের পথে করি' তোমারে আশ্রয়
যষ্টিরূপে একমাত্র চলিতেছি আমি ;
কেন তুমি বৎস ! হায় ! নির্ম্মম মতন
হাতের এই যষ্টি মম নিতে চাও কেড়ে' ?
কেন বল যে'তে চাও এই রাজ্য ছেড়ে'
ডুবাইয়া এ'বৃদ্ধেরে দুখ-সিন্ধু-নীরে ?
কিসের অভাব তব বলহ আমায় ?

—ঘরে গোপা বধূমাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
রূপেগুণে অনুপমা পতি পরায়ণা
সেবিতেছে থাকি সাথে ছায়ার মতন ;
করুণার প্রতিমূর্ত্তি রাণী প্রজাবতী
পালিয়া তোমায় বৎস ! শৈশব হইতে,
জননী-অভাব কভু দেয়নি জানিতে ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী আর বীর জন্মভূমি,
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র দিব্য মনোহর
এ'বিস্তীর্ণ শাক্যরাজ্যে কিসের অভাব ?
—বহুরত্নে পরিপূর্ণ এ'রাজভাণ্ডার।
কি অভাবে অনুগতা সরলা গোপার
শিরে হানি' বজ্রাঘাত, নবজাত সুতে
পিতৃ-হারা করি যাবে নির্দ্দয়ের মত ?
তুমিত সকলি জান, বুঝা'ব কি আর ?
যেওনা হে প্রাণধন রাখ মোর কথা।
প্রাণহারা করি' মোরে যাইবে কোথায় ?
যা'চাহিবে তাহা আমি করিব প্রদান।
যেওনা আমারে ফেলি' এ'বৃদ্ধ বয়সে,
ডুবা'ওনা শাক্য-রাজ্য শোকের সাগরে।"
বলিতে বলিতে তাঁর হ'ল কণ্ঠরোধ ;
কুমারেরে ধরি বক্ষে, বিষণ্ণ বদনে,
অনর্গল নেত্রবারি করি বরিষণ,
ভিজাইল বক্ষস্থল, কুমারের শির ;

যেন বাক্য নির্গমন-পথ না পাইয়া
শোক-অশ্রুরূপে তাহা হইল বাহির।
সিদ্ধার্থও পিতৃ-দুখে হইয়া কাতর,
ভিজাইল পিতৃ-বক্ষ নয়নের জলে।

ক্ষণকাল নীরবেতে থাকিয়া কুমার,
বলিলেন অধোমুখে মুছি' নেত্র-নীর,—
"দাও পিতঃ চারি বর দাসে কৃপা করি;
তবে কভু যাইব না ত্যজিয়া সংসার।"

ভীষণ তরঙ্গাকুল সাগরের মাঝে,
নিমজ্জিত প্রায় যথা মানব ধরিয়া
ভাসমান তৃণগুচ্ছ চায় বাঁচিবারে,
তথা রাজা শুদ্ধোদন হয়ে আশান্বিত
বলিলা কুমারে চাহি আগ্রহ সহিত,—
"যাহা তব অভিলাষ বলহ কুমার,
অবশ্যই পূর্ণ তাহা করিব এখন।"

বলিলেন ধীরে ধীরে রাজার কুমার,—
"(১) জরায় যৌবন যেন না হয় মলিন;
(২) ব্যাধি যেন কভু মোরে আক্রমিতে নারে;
(৩) মৃত্যু-হাত হ'তে যেন পাই পরিত্রাণ;
(৪) নিত্য সুখ সম্পদের হই অধিকারী।"

"এই বর চতুষ্টয় প্রার্থনা আমার,
কৃপা করি' দিলে দাসে, রহিব সংসারে।"

এহেন প্রার্থনা বাক্য করিয়া শ্রবণ,
হতাশ হইয়া রাজা বলিলেন তবে,—
"জরা ব্যাধি মৃত্যু হ'তে করিতে রক্ষণ,
কা'রো শক্তি নাহি বৎস! এই ভব মাঝে!
—কোটিকল্প কালব্যাপী তপস্যা-নিরত
যোগীরাও পারে না তা' আমি কোন্ ছার্
সিদ্ধার্থ কহিলা তবে জনকের প্রতি,—
"কি সুখ থাকিয়া পিতঃ সংসারের মাঝে
জরা ব্যাধি মৃত্যু-ভয়ে সদা জর্জ্জরিত?
ক্ষণিক সুখের তরে কেন হে রাজন্!
অনন্ত দুখের নিব পসরা মাথায়?
এই ভব-মরু-মাঝে উড়ে' চারিদিকে
ধু-ধু দুখ-বালিরাশি করিছে সৃজন
সুখ-মরীচিকা জীবে করিতে দহন!
এই মরীচিকা হ'তে পে'তে পরিত্রাণ
জীবের যতন করা উচিত কি নহে?
কেন তবে পিতঃ বৃথা স্নেহ-বদ্ধ হ'য়ে,
মুক্তি পথ হ'তে মোরে ফেলিছেন দূরে?
—সুখ ছলে ডুবাইতে অশান্তি-সাগরে?
হে পিতঃ করুন্ ছিন্ন এই স্নেহ-পাশ।
সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে আমি,
যাছে ভবে জীব-দুখ মোচনের তরে,

উৎসর্গ করিতে পারি জীবন আমার,
রাজন এমন বর করুন প্রদান ;
মহারাজ ! নিয়ে আজ তব অনুমতি,
এই ব্রত উদ্‌যাপনে হ'ব যত্নবান।"

১

মায়া-আবরণ, রাজার নয়ন
আঁধারিয়া ছিল যেই।
এতদিন পরে, খসে' গেল পড়ে'
ভাগ্যবলে আজি সেই ॥

২

দেখিল নয়ন নর-নারায়ণ
পদ-পাশে কর-যোড়ে।
পুত্ররূপে, তাঁর আলোকি' চৌধার
বাঞ্ছে যোগী ঋষি যাঁরে ॥

৩

ভস্ম-আচ্ছাদিত হ'ল উদ্দীপিত
অগ্নি যেন বায়ুভরে !
বচন শুনিয়া উঠিল জাগিয়া
নৃপতির ধীরে ধীরে ॥

৪

ধর্ম্মভাব যত ; দাবাগ্নির মত
গেল মোহ তাঁর পুড়ে'।
—পুত্র-জ্ঞান তাঁর না রহিল আর,
দেব-জ্যোতি পুত্রে হেরে' ॥

৫

বুঝিল নৃপতি, তাঁর ভাগ্য অতি !
যার বলে তাঁর ঘরে।
জন্মিল কুমার দেব-অবতার,
পাপী উদ্ধারের তরে ॥

৬

পে'তে পদ যাঁরি, জল বাতাহারী
গিরিবনে বাস করে'
যুগ যুগান্তর, ঋষি যোগিবর
জপে তপে কাল হরে ॥

৭

কাহার শকতি রোধিতে এ'গতি
—ভাগীরথী পুণ্যতোয়া,
ইচ্ছা কুমারের হিত জগতের
সাধিতে জীবন দিয়া ॥

৮

পুত্র যাহা চায়, রাজ্য পুণ্যময়,
তুলনায় হায়! তার।
এ রাজ্য বিভব অতি ক্ষুদ্র সব;
—তার কাছে সব ছার॥

৯

যেই মুক্তিপথে পুত্র চায় যে'তে,
জীবের হিতের তরে।
এ বৃদ্ধ বয়সে কেন স্বার্থবশে
কণ্টকিত করে তারে?

১০

পড়িল তখন স্বপন দর্শন
নৃপতির সব মনে।
বুঝিলা এখন হইল ঘটন,
ইচ্ছিলা যা' দেবগণে॥

১১

বাষ্পরুদ্ধ স্বরে নৃপতি কুমারে,
শিরে রাখি তাঁর কর।
মায়াজাল কাটি', বলে মুখ ফুটি',
"তব ইচ্ছা হিতকর"॥

১২

হউক পূরণ ; ভুলনা কখন
এই বৃদ্ধ জনকেরে।
চাহিনা অর্পিতে কণ্টক পথেতে
তোমার, রাখিয়া ধরে' ॥"

১৩

"পূর্ণ-মনোরথ হও হে সর্ব্বতঃ
আশীর্ব্বাদ বাছা ! করি।
যেন এই ভবে পাপীতাপী সবে
যাইতে পারহ তারি' ॥"

১৪

পেয়ে' অনুমতি হয়ে হৃষ্টমতি,
পিতৃ-পদে ভক্তি ভরে।
প্রণমি কুমার, ধীরে আপনার
গেলেন শয়ন-ঘরে ॥

১৫

পড়িলা শয্যায়, করি হায় ! হায় !
বজ্রাহত প্রায় ভূপ।
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুত্র গেল হেরে' ;
—নারিল থাকিতে চুপ ॥

১৬

ক্রমে এই কথা, প্রজাবতী যথা
প্রবেশিল অন্তঃপুরে।
রাণী বুদ্ধিমতি, সুন্দরী যুবতী
নর্ত্তকী আহ্বান করে',

১৭

বলিলেন তবে নাচিবারে সবে,
কুমারের গৃহ-দ্বারে।
যেন রাত্রিকালে, পুত্র তাঁরে ফেলে
চলিয়া যাইতে নারে॥



অষ্টম অধ্যায়।

গৃহত্যাগ।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইয়াছে গত।
উৎসবের কোলাহল থামিয়াছে সব ;—
নর নারী পুরে সব নিয়াছে বিশ্রাম
নিদ্রা ক্রোড়ে একে একে ; নীরব অবনী।
নিমীলিত নেত্রে শুয়ে' পর্য্যঙ্ক উপরে,
চিন্তাকুল রাজপুত্র ভাবে মনে মনে
কেমনে গোপারে তাঁর পতি পরায়ণা
—সদ্য মুকুলিত হায়! মাধবী লতায়,
আছে যাহা জড়াইয়া পতি-সহকারে,
দহিবে নিঠুর মত বিরহ-অনলে ;

কি সুযোগে রাজপুরী যাইবে ত্যজিয়া,
করিতে সাধন তাঁর জীবনের ব্রত।
নর্ত্তকীরা মনে করি সুষুপ্ত কুমার,
একে একে ক্লান্ত দেহে করেছে শয়ন ;
—যে যেখানে ছিল তা'রা কক্ষান্তর মাঝে,
আছে পড়ে' লম্বমান মৃতার মতন।
কা'রো বক্ষে কা'রো শির, কা'রো পদ পড়ে
আছে কা'রো গলদেশে ; কেহ বা উলঙ্গা,
বিচ্ছিন্না কবরী কা'রো, কেশ জালে ঢাকা
বিকৃত বদন কা'রো,—পড়িতেছে লালা
বদন হইতে কা'রো, নাসিকার ধ্বনি
করিতেছে নিনাদিত প্রকোষ্ঠ গৃহের ;
কেহ কড়মড় করিতেছে দন্তে দন্তে ;
ঘূর্ণিত নয়ন কা'রো, বকিছে প্রলাপ ;
কেহ বা নিদ্রার ঘোরে হাসে খল খল ;
করে মনে হেন দৃশ্য ভীতির সঞ্চার ;
ক্ষণ পূর্ব্বে যেই কক্ষ ছিল সুশোভিত
দিব্যদৃশ্যে, নিনাদিত মধুর নিক্বণে,
দেবরাজ-সভা মত, হায়! পরিণত
হইয়াছে এবে তাহা ভীম প্রেতপুরে!
চৌদিকে আলোক যত মিটি মিটি করি'
এ'দৃশ্যের বিকটতা করিছে বর্দ্ধন।
সিদ্ধার্থ উঠিয়া ধীরে পর্য্যঙ্ক হইতে

আসিলেন কক্ষান্তরে চিন্তায় অধীর।
দেখি’ এ বীভৎস দৃশ্য, হইল সঞ্চার
মনে তাঁর মহা ঘৃণা ; ভাবিলা অন্তরে,—
মানব কেমন ভ্রান্ত ! কি বুঝিয়া হায় !
স্বেদ-মূত্র-পুরীষাদি অশুচি পদার্থে
লিপ্ত, অস্থি মজ্জা মেদ শোণিতে পূরিত
এ’রাক্ষসী-দেহ নিয়া ক্রীড়া সুখে রত ?
কোন বিজ্ঞ মরুভূমে মরীচিকা মত
মায়া সৃষ্ট চিত্রপটে অনুরক্ত হয় ?
মূর্খেরাই এ’রাক্ষসী-মায়ামুগ্ধ হয়ে.
দীপশিখা মাঝে হায় ! পতঙ্গের মত
হারায় সংসারে এই অমূল্য জীবন !
মূঢ় তা’রা যারা হায় ! বরাহের মত
এ’অশুচি মাঝে সদা নিমগন রয় !
এই ত সংসার হায় রাক্ষসীর মত !
অহো ! মম নাহি কাজ এ’সংসার নিয়া ;
—এ মায়ায় আর আমি মুগ্ধ না হইব।
সব সুখ শান্তি নষ্ট করিছে মানব,
এ হেন অশুচি ময় নারীদেহে ভুলে’,
পুনঃ সুখ শান্তি আমি আনিব ফিরা’য়ে,
প্রকৃত সুখের পন্থা দেখাব মানবে।
আমার বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন ;
এ’উত্তম মম আজি হ’ল অবসর,—

এ'সুযোগ পরিত্যাগ উচিত না হয়।"
এ'ভাবি কুমার ধীরে যাইয়া দেখিল,
গৃহ-দ্বারে আছে শুয়ে' সুষুপ্ত ছন্দক,
আজ্ঞাবহ অনুচর ; ধীরে সাবধানে,
জাগাইয়া তারে তবে বলিলা কুমার,—
"যাও হে ছন্দক ! তুমি আন ত্বরা করি,
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্ঠক' আমার ;
যাব আমি রাজ্য ছাড়ি ; আগত সময়,
এতদিনে মম আশা করিতে পূরণ।"
সবিস্ময়ে চাহি তবে কুমারের পানে,
ছন্দক জিজ্ঞাসে তার দুইকর যুড়ি',—
"একি ! কোথা যাবে কহ নিশীথ সময়ে ;
—কৃপা করি কহ দাসে ওহে যুবরাজ !
সিদ্ধার্থ গম্ভীর ভাবে বলিলা ছন্দকে,—
"যেই শিব-শান্তি লাভ করিবার তরে
প্রাণ মম কাঁদিতেছে বাল্যকাল হ'তে,
ব্যাধি-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে মোচন
জীবেরে জগতে, আজি কাল সমাগত
করিবারে যেয়ে মম সে আশা পূরণ।
ক'রো না বিলম্ব আর, যাও ত্বরা করি ?
কণ্টক না হ'ও পথে, আনহ 'কণ্ঠকে'।"
ছন্দক শুনিয়া বাণী রাজকুমারের
বজ্রাহত প্রায় চাহি কুমারের পানে

রহে কতক্ষণ,—তার মুখে নাহি বাণী।
বহু কষ্টে শোকোচ্ছ্বাস করি সম্বরণ,
বলিতে লাগিল ধীরে সজল নয়নে,—
"যুবরাজ ! পাইবারে যে সুখ সম্পদ
জন্মজন্মান্তর লোক করে আরাধন,
পেয়েছ সকল তুমি এই ভব মাঝে ;
লোকে রত্নে পরিপূর্ণ দিব্য শাক্যপুরী,
প্রকৃতির নিকেতন, বীর জন্ম ভূমি ;
রূপবতী গুণবতী ভার্য্যা নিরুপমা ;
দেব-পুত্র-সম প্রভো ! কুমার-রতন
জন্মিয়াছে তব ঘরে ; কিসের কারণ,
কি অভাবে যাবে বল তপস্যা করিতে,
সহি' এ কোমল দেহে ঝড় বৃষ্টি রোদ ?"
প্রথম যৌবন তব,—এখনো পূরণ
হয় নাই প্রভো ! তব ভোগের বাসনা ;
একান্তই যদি তব সন্ন্যাস গ্রহণে
অভিলাষ হয়ে থাকে, বার্দ্ধক্য সময়ে
সম্ভোগান্তে নিষ্কণ্টকে করিও গ্রহণ।
অসময়ে আচম্বিতে হানি বজ্রাঘাত
এই শাক্য-রাজপুরে, যেও না কুমার !
ভাসাইয়া সকলেরে শোকের সাগরে।
এ বৃদ্ধ দাসের প্রভো ! রাখহ বচন ;
তব জন্ম হ'তে আমি আছি তব সাথে।

ছায়ার মতন,—নিয়োজিত তব কাজে ;
তোমার বিহনে বল থাকিব কেমনে ?
রাখহ বৃদ্ধের কথা, যেও না হে বনে।”
এ’ ব’লে ছন্দক ধরি সিদ্ধার্থ-চরণ,
ভে’সে গেল অশ্রুজলে ; হ’ল কণ্ঠরোধ।

ছন্দকেরে আলিঙ্গিয়া কুমার তখন
কহিলেন উপদেশে, সান্ত্বাইতে তারে,—

“এ মর সংসারে কি আছে বল ?
—চৌদিকে কেবল মায়ার খেল ;
ধু ধু আশা-বালি, নাহিক জল,
সৃজি মরীচিকা করিছে ছল,
ভীষণ মরুভূ ‘সাহারা’ মত।”

“কালি যাহা ছিল আজি তা’ নাই,
—অস্থায়ী সকল দেখিতে পাই ;
বিষয় যৌবন সকলই ছাই ;
তা’ নিয়া উন্মত্ত মানব যত।”

“আমার ‘আমার’ কেন বা সবে
করিয়া মরিছে অস্থায়ী ভবে ?
যেন অমর সকল,—ম’রে না যাবে !
ধন জন কি যাইবে সাথে ?”

"চর্ব্ব্য চূষ্য আদি আহার্য্য যত
প্রলোভনে নরে করিছে হত ;
মৃগতৃষ্ণিকায় মৃগের মত,
কামিনী কাঞ্চনে ভুলায় ই'তে।"

"কাম্য উপভোগে আশা না মিটে,
—ভোগ সহ আশা বাড়িয়া উঠে ;
আশা-অন্ধ জীব এ' মরু-মাঠে
ঘুরিছে চৌদিকে তৃষিত হয়ে।"

"ব্যাধি-জরাগ্রস্ত হইয়া শেষে,
জ্ব'লে মরে নর বিষয়-বিষে ;
ছট্ ফট্ করি' হারায় দিশে ;
কোন বিজ্ঞ থাকে এ' দুখময়ে ?"

"কোন কাম্য ভোগ রয়েছে বাকি ?
সকলিত আমি দে'খেছি চাকি ;
তৃপ্তি তা'তে মম হইয়াছে কি ?
মরিব অতৃপ্ত-কামনা নিয়ে ?"

"কামনা-অনলে মরিতে ভবে,
আসিনু হায় কি ছন্দক ! তবে ?
জন্ম আদি দুখ হইতে জীবে,
আমাকেও আমি মোচন তরে,

"মুক্তি-পথ যেয়ে খুঁজিয়া নিব,
দুখানলে আমি শান্তি জল দিব,
নিবায়ে অনলে আনিব শিব ;
সংসারে আর না থাকিব প'ড়ে।"

"আন অশ্বত্বরা, সহায় হও ;
আবদ্ধ পাখীটি ছাড়িয়া দাও ;
—মহাপুণ্যকাজ করিয়া যাও,
আনন্দে ছুটুক অনন্তাকাশে।"

"সোণার পিঁজরে খেয়ে রাজাহার,
মনেতে যে আশা মিটে কি তার ?
খোলহ ছন্দক ! খোল এই দ্বার,
যে'তে দাও আজ অনন্তাকাশে।"



সিদ্ধার্থের জ্ঞানগর্ভ এই উপদেশে,
ছন্দকের হৃদি ক্ষেত্রে লাগিল ছুটিতে
অপূর্ব্ব ভাবের স্রোত ; হইল স্তম্ভিত ;
কুমারের বিশ্বব্যাপী প্রেমের উচ্ছ্বাস
মনে ভাবি, অতিশয় হইল মোহিত।
জগতের হিতত্রে ব্রতী যেই জন
হইয়া, ত্যজিতে পারে এ'রাজ্য বিভব,

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মোরা করিতে পারিলে
সহায়তা কিঞ্চিন্মাত্র এই পুণ্য কাজে,
তদপেক্ষা জীবনের কি আছে সদ্ব্যয় ?
মনে ভাবি, কুমারের প্রতিজ্ঞা অটল,
সুমেরু শৃঙ্গের মত,—কি লাভ বাধায় ?
তাই বিনা বাক্যব্যয়ে, চলিল ছন্দক
আনিতে ঘোটক তবে সজ্জিত করিয়া।
হেনকালে সিদ্ধার্থের উঠিল জাগিয়া
মন মাঝে দেখিবারে জনমের মত
যাইবার কালে তাঁর দারা পুত্রমুখ।
তাই ধীর পদক্ষেপে হ'ল উপনীত
এসে দ্বার দেশে তবে সুতিকা ঘরের ;
দেখিলা সুষুপ্তা গোপা সদ্যজাত সুতে
আদরে ধরিয়া বুকে,—স্নেহের মূরতি ;
বিমুক্ত কুন্তল তাঁর, স্খলিত বসন ;
আঁচলে রয়েছে ঢাকা শিশুর বদন ;
শিশুর আরক্ত পদ—অতি মনোহর
রয়েছে বাহিরে, রূপে আলোকিয়া ঘর ;
মায়ের এক হস্ত শোভে শিশু-শির-পাশে
লম্বিত, অপর তাঁর আছে, নিয়োজিত
রাখিতে সন্তানে বুকে মে'তে মাতৃ-স্নেহে।
জ্বলিতেছে মিটি মিটি ঘরে দীপ যত,
নিশাশেষে আকাশেতে নক্ষত্রের মত।

সিদ্ধার্থের হৃদাকাশ ক্ষণেকের তরে
মায়া-মেঘ-আবরিত হ'ল আচম্বিতে ;
—দুই ফোটা অশ্রু নেত্রে আসিল তাঁহার।
পাছে গোপা জাগি' উঠে এই ভয় করি,
অঞ্চল তুলিয়া মুখ দেখিতে শিশুর
সাহস না হ'ল তাঁর ; দেখিলা দাঁড়ায়ে
স্থির নেত্রে গোপা-মুখ, শিশুর চরণ।
শিশু-মুখ-দৃষ্টি ইচ্ছা হ'ল না পূরণ।
পরক্ষণে কোটি কোটি নর নারীদের
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-জ্বালা জাগিয়া মনেতে,
প্রবল বায়ুর মত উড়াল মায়ায় ;
শুকাইল অশ্রু তাঁর নয়নের কোণে।
মায়া কাটি, গেলা ছুটি' যথায় ছন্দকে
আনিতে বলিলা তাঁর "কণ্ঠকে" ত্বরায়!
যাইয়া দেখিলা তথা সজ্জিত ঘোটক
লইয়া দাঁড়ায়ে আছে ছন্দক বাহিরে,
—শোকেতে বিহ্বল চিত্ত নীরব নিশ্চল।
ঘোটকের গ্রীবাদেশে হাত বুলাইয়া,
আদরেতে মুখ তার করিয়া চুম্বন,
এক লম্ফে চড়িলেন সিদ্ধার্থ পিঠেতে ;
—শরতের নিরমল যথা শশধর
উদিল হিমাদ্রি' পরে তুষার-আবৃত।
সুজাত ধবল অশ্ব লাগিল চলিতে,

নীরবেতে ধীর পদে প্রভুর ইঙ্গিতে,
আদর গর্ব্বিত বক্ষ,—নাচিতে নাচিতে।
ছুটিল বিষণ্ণ মুখে ছন্দক পশ্চাতে,
—বহিতেছে অশ্রু-ধারা চক্ষে দর্ দর্।

———



নবম অধ্যায়।

সন্ন্যাস-বেশে।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ;—নীরব অবনী ;
মহা-উৎসবের পরে সুপ্ত নর নারী ;
উৎসবের অবসাদে নাহি কারো সাড়া ;
দৌবারিক দ্বারে দ্বারে সব নিদ্রাগত।
স্বপনেও ভাবে নাই উৎসব নিশীথে,
হায়রে ! ছাড়িয়া যাবে নির্ম্মমের মত,
এরূপে কুমার তাঁর প্রেয়সী গোপারে,
পিতৃ-হারা করি এই সদ্যজাত সুতে !
কেবলি একেলা রাজা অর্দ্ধ জাগরিত,

ছট্‌ফটি শোকে ঘন ফেলিয়া নিশ্বাস ;
দর্‌দরি অশ্রু তাঁর বহে অনিবার।
উদিছে শরত-শশী পূরব গগনে
আলোকিয়া দশ দিক কিরণ ছটায়।
ঝুর্‌ঝুর্‌ পড়িতেছে শেফালী কুসুম
পথের দু'ধারে গন্ধে আমোদি চৌদিক,
শিখাইছে যেন নরে আদর্শ হইয়া,
ত্যজিতে জীবন ধন পরহিত তরে ;
অথবা আশিস্‌ রূপে কুমারের শিরে
দেবাদেশে বর্ষিতেছে কুসুম হরষে।
চন্দ্রালোকে দ্রুত পদে ছুটিছে ঘোটক
বাঁকাইয়া গ্রীবা তার, নাচিতে নাচিতে,
দক্ষিণ পূরব মুখে ; ছাড়ি রাজ্য সীমা,
ক্রমে ক্রোড্য মল্লদেশ করি অতিক্রম,
পঞ্চবিংশ ক্রোশ দূরে, মৈলেয় দেশের
বেণুবন সমীপেতে যেই উপনীত,
যামিনী প্রভাত হৈল, উদিল ভাস্কর।
রজনী প্রভাত দেখি' সিদ্ধার্থ তখন
থামাইলা অশ্বগতি ; নামিয়া ভূতলে,
উন্মোচন করি স্বীয় গাত্র-আভরণ,
আদরে বুলা'য়ে হাত ঘোটক গ্রীবায়,
বলিলা ছন্দকে ডাকি অতি প্রীতিভরে,—
"ধর হে ছন্দক ! এই ঘোটক আমার,

লও এই বাছা ! মম গাত্র-আভরণ ;
ধন্য হে ছন্দক ! তুমি, বিদায় এখন !
দ্রুত বাছা ! চলে যাও কপিল নগরে ;
মাতাপিতা যা'তে মম শোকার্ত্ত না হন্
বুঝাইও প্রাণপণে আমার হইয়া,
তাঁদের চরণেতে প্রণাম করিয়া,
বলিও বিনয়ে বাছা ! "আসিবে কুমার
কপিলে আবার ফিরি লভি পূর্ণ জ্ঞান ;
নিত্য শান্তি-সুখ লাভ হইবে তব
সাধনান্তে পদপ্রান্তে ফিরিবে যখন।"
ছন্দক উঠিল কাঁদি করি হাহাকার ;
বসিয়া পড়িল ভূমে ; ধরিল চরণ
জড়াইয়া কুমারের ; বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিল বিলাপে শোকে হইয়া অধীর,—
"হায় ! প্রভু ! কোন প্রাণে যাইব ফিরিয়া
যাঁহার জনম হ'তে আছি সাথে সাথে
পরম-আনন্দে, আছি বাঁচি যাঁর স্নেহে,
কেমনে যাইব ঘরে ফেলিয়া তাঁহারে
হিংস্রজন্তু সমাকুল গহন কাননে ?
যবে বৃদ্ধ নরপতি, রাণী মা আমায়
জিজ্ঞাসিবে হেরি তব গাত্র-আভরণ,
পুত্র-শোকে কাঁদি উচ্চে করি হাহাকার,—
'কোথা নিয়ে ছিলে তুমি, রাখি এলে কোথা

প্রাণাধিক কুমারের ? বলহ ছন্দক !'
পাগলিনী প্রায় হয়ে প্রতিপ্রাণা গোপা
শিরে করাঘাত করি বলিবে আমায়,—
'কোথা হায় ! বিসর্জ্জিয়া এলে প্রাণনাথে,
হেন বজ্রাঘাত হানি' অভাগিনী মাথে
নির্ম্মম নিঠুর প্রায় ? এই কি তোমার,
প্রভুভক্তি পরিচয় দিলে হে ছন্দক ?'
কি বলি উত্তর প্রভু ! দিব তাঁহাদের ?
চৌদিকে উঠিবে যবে হাহাকার ধ্বনি,
—জ্বলিবে শোকের বহ্নি দাবানল মত
রাজ্যমধ্যে,—নর নারী হইয়া অধীর,
জিজ্ঞাসিতে তব বার্ত্তা ঘেরিবে আমায়,
কি বলি সান্ত্বনা বল করিব তা'দের ?
কেমনে সে শোকবহ্নি হ'বে নির্ব্বাপিত ?
কাজ নাই যেয়ে মোর সে মহাশ্মশানে,
মরিতে এ বৃদ্ধকালে শোকের অনলে।
কৃপা কর এ দাসেরে, নেও তব সাথে ;
তব মত প্রভু আর পাব কি ! জগতে ?"
কহিলা কুমার তবে আলিঙ্গি ছন্দকে,—
"হইবে কি বৎস ! তুমি আজি এইরূপে
উদ্ধারের পথে মম কণ্টক মতন ?
—যে পাখীরে দিলে তুমি দয়া করি ছাড়ি
পিঁজর হইতে, হর্ষে আইল ছুটিয়া

এতদূর তারে কিহে বাঁধিতে আবার
চাও তুমি পিঁজরেতে, নিঠুরের মত ?
হও ভাই! শান্ত, তুমি হ'ওনা কাতর;
সহায় হইয়া মোর এই পুণ্য কাজে,
লভি পুণ্য যাও তুমি, প্রদানি আমারে
প্রভু-ভক্তি-পরিচয়, কপিল নগরে,
ত্বরা করি নিয়ে এই অঙ্গ আভরণ।"
এ'বলি প্রদানি সব ছন্দকের করে,
মস্তকের দীর্ঘকেশ করিয়া ছেদন
নিজ তরবারি-ধারে, করি বিনিময়
বহুমূল্য নিজ বস্ত্র জনৈক ব্যাধের
শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন মলিন বসনে,
তিন খণ্ড করি তারে পরিলা কুমার;
ভাসিল না মুখে তাঁর দুখ দৈন্য রেখা
নেহারি প্রভুর এই সন্ন্যাসীর বেশ
নীরবে কাঁদিল ভৃত্য, কাঁদিল কণ্ঠক,
নয়নে বহিল অশ্রু অবিরল ধারে।
আলিঙ্গি ছন্দকে পুনঃ অতি সমাদরে,
'কণ্ঠকে'র কপোলেতে করিয়া চুম্বন,
কহিলা কুমার যাও ফিরে ঘরে!
তোমরা প্রভুর কার্য্য করিয়া সাধন,
জীবনের সার্থকতা করিলে যেরূপে,
তোমাদের প্রভু যেন সেরূপে তাঁহার

আপন সিদ্ধার্থ নাম করেন সফল
আপনার কর্ত্তব্যতা করিয়া সাধন।
যাও ফিরে, সুখে থাক, বিদায় এখন!"
প্রভুর চরণ ধূলি করিয়া গ্রহণ,
পুণ্যবান বস্ত্র নিয়া ফিরিল ছন্দক
ম্লানমুখে গৃহ-পানে কাঁদিতে কাঁদিতে।
দু'পা গিয়া দেখে ফিরি সতৃষ্ণ নয়নে
প্রভু-পানে ভৃত্য অশ্ব ; চায় ধীরে ধীরে ;
পুনঃ পুনঃ হ্রেষারব করিছে ঘোটক,
ফিরাইয়া গ্রীবা তার, চাহিয়া প্রভুরে।
যতক্ষণ গেল দেখা, এরূপে উভয়
দেখিল প্রভুরে অতি বিষণ্ণ হৃদয়ে।
হইলে অদৃশ্য প্রভু, শোকেতে বিহ্বল
ছন্দক পড়িল ভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া।
ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করি, পুনরায়
লাগিল চলিতে ধীরে রাজ্য-অভিমুখে।
কিছু দূর গিয়া অশ্ব প্রভুর বিরহে
ত্যজিল জীবন হায়! করি ছট্‌ফট্‌।

১

বলিহারি যাই জনম তোমার।
ধন্য হে কণ্ঠক তুমি!
এমন জনম ঘটে ক'জনার
সেবিতে ত্রিলোক-স্বামী



দশম অধ্যায়।

যোগিনী বেশে গোপা।

১

রজনী প্রভাত প্রায় হয় হয়,
এখনো বায়স উঠেনি ডাকি।
এখনো আকাশে তারকানিচয়
এখনো সেখানে দিতেছে উঁকি॥

২

এখনো মন্দিরে উঠেনি বাজিয়া
কাঁশর ঝাঁঝর ঘণ্টা-রোল।
এখনো শিশুরা আছে ঘুমাইয়া,
ভুলিয়া মায়ের সাধের কোল॥

৩

"কোথা যাও নাথ ! চীৎকার করিয়া
উঠিলেন গোপা স্বপন-ঘোরে।
সখীরা সকলে উঠিল জাগিয়া,
ছুটিয়া দাঁড়াল গোপারে ঘেরে ॥

৪

"কি হ'ল কি হ'ল," জিজ্ঞাসিছে সব ;
দু'ধারে গোপার নয়ন ঝরে।
"কোথা যাও নাথ !" সেই একি রব
মহাহট্টগোল সূতিকাঘরে ॥

৫

আছে প'ড়ে গোপা হ'য়ে অচেতন ;
"কোথা যাও নাথ !" মুখে এ বাণী।
ত্রস্তে ব্যস্তে জাগি আইলা তখন
পাগলিনী প্রায় ছুটিয়া রাণী ॥

৬

"কি হ'ল কি হ'ল বল মা ! আমারে,"
জিজ্ঞাসিলা রাণী গোপারে ধ'রে।
"কোথা যাও নাথ !" বলে বারে বারে ;
ভিজে স্নুত-দেহ নয়ন-নীরে ॥

৭

কেহবা গোপার শিরে ঢালে জল,
কেহবা বাতাস দিতেছে তাকে।
সূতিকা-আগারে অস্থির সকল,
এহেন অবস্থা গোপার দে'খে॥

৮

চৌদিকে সকল জাগিয়া উঠিল;
"কোথায় কুমার" উঠিল ধ্বনি।
রাজা-রাণী-শিরে অশনি পড়িল,
পালায়েছে পুত্র একথা শুনি'॥

৯

"কোথা পুত্র মোর গেল?" বলি রাণী
উন্মত্তা বাহিরে আইলা ছুটি'।
"কোথায় কুমার?" শুনি' এই বাণী,
মূর্চ্ছিতা ধরায় পড়িলা লুটি॥

১০

চৈতন্য হইলে, "হা! নাথ!" করিয়া,
দাঁড়াইয়া গোপা আবার শোকে,
পড়িলা ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া,
করি করাঘাত দু'হাতে বুকে॥

১১

চৌদিকে ছুটিল অশ্বারোহী কত
খুঁজিতে কুমারে নগরী হ'তে !
খুঁজে ঘরে ঘরে নরনারী যত
পথে ঘাটে মাঠে, শোকেতে মে'তে ॥

১২

"কুমার ! কুমার ! কোথায় কুমার ?"
যথা তথা শুধু একই রব।
"কোথায় কুমার ?" নাহি চিহ্ন তার,
শোকে ও চিন্তায় আকুল সব ॥

১৩

বিষাদে দিবস বিষাদে রজনী
এক পরে এক হইল গত।
"কোথায় কুমার ?" সেই একি ধ্বনি
ধ্বনিছে হট্টের কল্লোল মত ॥

১৪

রাজারাণী আছে ভূতলে মূর্চ্ছিত,
কুমার-শয়ন-গৃহের দ্বারে।
বাতাহত হায় ! কদলীর মত
শোকে পড়ে' গোপা সূতিকাঘরে ॥

১৫

দাস দাসী যত করে দৌড়াদৌড়ি,
সকলে তাঁদের শুশ্রূষা তরে।
কা'রো হাতে ঝারি, কা'রো হাতে বারি,
কা'রো বা রয়েছে ব্যঞ্জন করে॥

১৬

মাঝে মাঝে শোকে "হা পুত্র!" করিয়া
বিলাপিছে উচ্চে রাজা ও রাণী।
"কোথা যাও প্রভু!" হাত বাড়াইয়া
অচৈতন্যে গোপা বলিছে বাণী॥

১৭

কিছুকাল পরে চৈতন্য লভিয়া,
হাতেতে তাঁহারা কপোল রাখি।
উঠিল বসি অধোমুখী হইয়া,
বিষণ্ন বদনে; ঝরিছে আঁখি॥

১৮

দাসদাসী সব চৌদিকে ঘেরিয়া
আছে দাঁড়াইয়া নীরব স্থির।
কোথায় কুমার ঠিক না পাইয়া
সবারই নয়নে বহিছে নীর॥

১৯

আসিয়া ছন্দক এমন সময়,
—নরনারী যত ঘেরেছে তারে।
নয়নেতে বারি উন্মত্তের প্রায়,
ছুটিয়া নৃপতি-ভূতলে পড়ে॥

২০

"কোথায় কুমার ?" উঠিল আবার
শাক্য-রাজপুরী কম্পিত করি।
বিষাদের সেই একি হাহাকার,
ছন্দকের হাতে বস্ত্রাদি হেরি॥

২১

"কুমার সন্ন্যাসী" এই সমাচার
ছুটিল চৌদিকে দাবাগ্নি মত।
রাজারাণী, গোপা পড়িলা আবার
ভূতলে যেমন বজ্রেতে হত॥

২২

সংজ্ঞা লভি রাজা উঠিয়া বসিলা ;
লভি সংজ্ঞা রাণী অধীরা শোকে।
আলিঙ্গি রাজারে কাঁদিয়া কহিলা,
—দরদরি বারি বহিছে চোকে॥—

২৩

"হায়! নাথ! হায়! একি বজ্রাঘাত
সিদ্ধার্থ মোদের হানিল শিরে!
করিব কেমনে জীবনাতিপাত
জীবন-জীবন পুত্রেরে ছে'ড়ে?"

২৪

"স্বপনেও যাহা ভাবিনি কখন,
কপালের দোষে ঘটিল তাহা!
রাজ্যে ধনে জনে কি কাজ এখন?
কোথা যাব নাথ! না পাই রাহা॥"

২৫

"দিদি মহামায়া বড় ভাগ্যবতী,
তাই তিনি আগে গেলেন চ'লে।
আমি নাথ! হায়! পাপীয়সী অতি,
রহিনু মরিতে এ বজ্রানলে॥"

২৬

উড়্ উড়্ প্রাণ করিছে আমার
চৌদিকে কেবল আঁধার দেখি।
কি নিয়া থাকিব সংসার মাঝার?
কোথা গেল পুত্র দিয়া এ' ফাঁকি?

২৭

"হা ! নাথ ! আমার গিয়াছে সকল
সংসারের সুখ সিদ্ধার্থ সনে।
পুত্র যার বনে খায় মূল ফল,
খাবে রাজভোগ সে কোন প্রাণে ?"

২৮

"কাজ নাই হেথা যাই চল বনে,
সে পথে—যে পথে সিদ্ধার্থ গেল।
খুঁজি নাথ ! বনে, র'ব তার সনে ;
না হয় কি যাবে এ'শোক-শেল ?"

২৯

বলিলা নৃপতি "ক'রোনা রোদন,
শুনহ ছন্দক কি ওই বলে।
শুন ওই কহে বলিছে আসিবে নন্দন
সাধন তাহার পূরণ হ'লে॥"

৩০

"যথাসাধ্য প্রিয়ে ! করেছে যতন
ছন্দক কুমারে ফিরাতে ঘরে।
পারেনি ফিরাতে ; বলেছে নন্দন
আসিবে আবার সাধন পরে॥"

৩১

"হও শান্ত প্রিয়ে ! হ'ও না কাতর,
বলেছে যখন আসিবে ফিরে।
তারিতে কুমার যত নারী, নর,
তরিবার পথ বাহির ক'রে ॥"

৩২

"জে'নো প্রিয়ে ! তার উদ্দেশ্য মহান্ ;
ক'রোনা মনে সে সামান্য নর।
বুঝিলাম প্রিয়ে ! নর-নারায়ণ
জনমি পবিত্র করিল ঘর ॥"

৩৩

"বুঝিবা যশোদা তুমি ভাগ্যবতী
জনমিলে প্রিয়ে পালিতে তারে।
এ'যুগে দৈবকী তব দিদি সতী
মহামায়া গেল গরভে ধরে ॥"

৩৪

"মনে লয় মম, হবে বৃন্দাবন
কালেতে এ পুরী, সিদ্ধার্থ-ঘরে
ফিরিবে সিদ্ধার্থ হইয়া যখন ;
যত পাপ তাপ যাইবে দূরে ॥"

৩৫

“যদি পায় পণ করিয়া সাধন
নরের উদ্ধার করিতে ভবে।
ফিরিয়া আসিবে জানিও নন্দন,
মোদের উদ্ধারে. ভুলে না যাবে॥”

৩৬

“কাজ নাই প্রিয়ে! বনেতে যাইয়া,
দিতে বাধা তার সাধনে গিয়ে।
চল প্রিয়ে! থাকি হেথায় পড়িয়া,
আসিবে নিশ্চয় এ আশা নিয়ে॥

৩৭

সিদ্ধার্থ আমার সিদ্ধার্থ হইয়া
আসিবে যখন এ রাজ্যে ফিরে।
সহস্র সম্রাট্ আসিবে ছুটিয়া
লুটিতে তাঁহার চরণে প'ড়ে॥”

৩৮

“সিদ্ধ-মনস্কাম হইয়া কুমার
বসিবেক যেই আসন প'রে।
তাঁর কাছে এই সিংহাসন ছার,
—দেবতা না হ'লে পায় না নরে॥”

৩৯

"দেখিতে কি সেই দিব্য সিংহাসন
এ বৃদ্ধ দু'টির ভাগ্যেতে হবে!
যে দিন হৃদয়ে করিয়া ধারণ
কুমারে এ জ্বালা ভুলিয়া যাবে!!

৪০

"তোর কি সিদ্ধার্থ! পুণ্যরাজ্য মাঝে
বৃদ্ধ মাতা পিতা পাবে না স্থান!
বসি দিব্যাসনে দেবতার সাজে
যবে নরনারী করিবে ত্রাণ!!

৪১

বলিয়া নৃপতি চাহি ঊর্দ্ধপানে
মুছিতে মুছিতে নয়ন-নীরে।
রহিলা ক্ষণেক নীরব চিন্তনে;
বলিলা রাণীরে আবার ধীরে॥—

৪২

"বহুদিন হ'তে চিনিয়াছি তারে;—
তবুও মমতা মোহিত হ'য়ে,
কি না করিলাম রাখিবারে ঘরে?
ত্রুটি কি করেছি? বলহ প্রিয়ে!"

৪৩

শৈশবেতে যবে জম্বু তরুমূলে
ধ্যানেতে মগন দেখিনু তাঁরে।
বাক্যেতে স্তম্ভিত করিল সকলে,
মানুষ যে নয় চিনেছি তাঁরে॥"

৪৪

"দুরাশায় প্রিয়ে! বাঁধিলাম তারে,
রাখিবারে ঘরে বিবাহ-পাশে।
স্ত্রীপুত্র মোহিতে পারিল কি তাঁরে?
যা ছিল করমে ঘটিল শেষে॥"

৪৫

"যাও প্রিয়ে! ত্বরা, সম্বর ক্রন্দন,
বধূ মা যথায় শোকার্ত্তা হয়ে।
সান্ত্বাও যাইয়া করিয়া যতন,
ভুলিব এ শোক যাহাকে নিয়ে॥"

৪৬

মুছিতে মুছিতে রাণী নেত্র-নীর
আঁচলে, চলিলা সূতিকা ঘরে।
যেয়ে ঘরে রাণী হইলা অধীর,
হইলা অবাক গোপারে হেরে॥

৪৭

দেখে, করি ত্যাগ রত্ন আভরণ
সেজেছে যৌবনে যোগিনী মত।
কর্ত্তরি লইয়া ক'রেছে কর্ত্তন
দীর্ঘ কেশ তার মস্তকে যত॥

৪৮

লইয়া স্বামীর মুকুট বসন
ছন্দক-আনীত, ভকতিভরে।
রত্ন-বেদী 'পরে করিয়া স্থাপন,
ভিজাইছে তাঁর নয়ন-নীরে॥

৪৯

ধরিয়া আদরে পুত্রধনে বুকে,
করিছে প্রণাম ভূমিতে প'ড়ে।
প্রণামান্তে স্নেহে চুমি' পুত্র-মুখে,
আছে জানু পে'তে বস্ত্রাদি হে'রে॥

৫০

তাড়াতাড়ি রাণী আলিঙ্গি গোপারে
চুমিয়া কপোলে চিবুকে ধরি।
বলে ধীরে ধীরে অতীব কাতরে,—
তুমিও বৌমা! যাইবে কি মারি?

৫১

"পুত্র গেল চ'লে ফেলে আমাদেরে,
হায়! মা! বার্দ্ধক্যে নির্ম্মম মত।
নেহারি মা! তোরে পুত্রমত ঘরে
আশা মা! সহিব এ দুখ শত॥"

৫২

"তা'তেও তুই কি মা! নিরাশ করিবি?
এ বৃদ্ধ দু'টিরে মারিবি প্রাণে?
সিদ্ধার্থের মত ফে'লে কিরে যাবি,
না দেখি' হায়রে! মুখের পানে?"

৫৩

"হায়! কিরে হবে করমের ফলে
মরিতে ভুগিয়া বিষম শোকে!
—পুত্র পুত্রবধূ আমাদেরে ফে'লে
যাইলে, রহিব লইয়া কা'কে?"

৫৪

"যাইব না মাগো!—যাইব না ছে'ড়ে;"
বলে পুত্রবধূ চরণে প'ড়ে,—
"থাকিব মা? এই পদ-গঙ্গাধারে,
পতি-পদ মম সাধন তরে॥"

৫৫

"যেই পতি মম রাজ্য-সুখ ছে'ড়ে
জীবহিত তরে গেলেন বনে।
না হয় মানব,—দেবতা সংসারে।
নিশ্চয় তাঁহারে করেছি মনে॥"

৫৬

"রাজা দেবপিতা, তুমি মা! জননী
দেবী স্নেহময়ী বিরাজ ভবে।
সেবিয়া চরণ মাগো! ঠাকুরাণি!
তোমাদের পাশে এ দাসী রবে॥"

৫৭

"মম পতিদেব করিছে সাধন
বনেতে তাঁহার কঠোর ব্রত।
নর-নারী-দুখ করিতে মোচন;
সহধরমিনী যোগিনী মত,

৫৮

"পতিপদ আমি করিব চিন্তন
পাইতে তাঁহারে আবার ফিরে।
পতির এই মা! বসন ভূষণ,
যাবত না ফিরে, বুকেতে ধ'রে॥"

৫৯

"স্বামী যে আমার মাগো! নারায়ণ,
উদ্ধারিতে নরে সন্ন্যাস তাঁর।
ক্ষুদ্র নারী আমি, সন্ন্যাস গ্রহণে
তাঁরি পদ-ধ্যান ক'রেছি সার॥"

৬০

"কর আশীর্ব্বাদ এ ব্রত আমার
এই গঙ্গাতীরে সফল হ'ক।
তব পুত্রধন আসুক আবার
সিদ্ধ মনোরথ, নাশিতে শোক॥"





একাদশ অধ্যায়।

প্রব্রজ্যা ও শিষ্যত্ব গ্রহণ।

অতুল ঐশ্বর্য্যময় রাজসিংহাসন,
মনোমত পতিব্রতা ভার্য্যা নিরুপমা,
সদ্যজাত অনুপম সন্তান রতন,
—বহু জন্ম তপস্যায় মিলা যা' কঠিন,
পরিহরি, পদে দলি সংসার-মমতা,
চলিয়াছে শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ একক,
নগ্নপথে ধীরে ধীরে ভিখারীর বেশে।
সংখ্যাতীত দাসদাসী অনুচর সদা
বেষ্টিয়া থাকিত যাঁরে, শশাঙ্কের মত

তারকা-বেষ্টিত হায় ! সেই রাজসুত
'অনোমা'র তীরে তীরে যাইছে এখন
একক আকাশতলে আশ্রয় বিহীন।
যাঁর নবনীত সম দেহ সুকোমল
করেনি পরশ কভু অভাব-উত্তাপ,
কেমনে সহিবে হায় ! চলনের ক্লেশ !
অসংখ্য ভিখারী আসি সদা যাঁর কাছে
মাগিত পাইত হায় ! বস্ত্র-অন্ন-জল,
অন্নদাতা রাজপুত্র মাগিবে কেমনে
ক্ষুধায় সে অন্নজল, পরিতে বসন !
স্বপ্নদৃষ্ট তাপসের স্বপ্নশ্রুত কথা
মনে করি, সাহসেতে বাঁধি তার বুক,
অম্লান বদনে রণে বীরের মতন,
জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-জরা হইতে মানবে
করিতে মোচন, যুবা চ'লেছে একক।
কপিলনগর-সীমা করি অতিক্রম
'মৈনেয়' দেশের 'অনুবৈনেয়' গ্রামেতে
হইলেন উপনীত ক্রমশঃ যাইয়া।
সে গ্রামে সাকিয়নাম্নী ব্রাহ্মণীর গৃহে
আতিথ্যে প্রথম দিন করিয়া যাপন,
ক্রমশঃ পূরব দিকে, মধ্যাহ্ন সময়ে
পরদিন পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর ঘরে
যেয়ে, ভোজনান্তে ধীরে হৈলা উপস্থিত

রৈবত ঋষির দিব্য আশ্রমের মাঝে।
বর্ত্তমান পাটনার উত্তর-পশ্চিমে
ভাগীরথী তীরবর্ত্তী 'বৈশালী' নগরে
তার পরদিন ধীরে হৈলা উপনীত।
'আরাড়কালাম' ঋষি বহু শিষ্য সহ
করিতেন বাস তথা ; সিদ্ধার্থ যাইয়া
উপস্থিত হ'লে তাঁর আশ্রমের দ্বারে,
দেবরাজতুল্য তাঁর তেজঃপুঞ্জ দেহ
নিরখিয়া ঋষিবর হইয়া মোহিত,
করিলেন সমাদরে আশ্রমে গ্রহণ।
সমাদরে সম্ভাষিয়া অতি ভক্তিভরে,
শিষ্যত্ব গ্রহণ করি শাস্ত্র অধ্যয়নে
রহিলেন শাক্যসিংহ 'বৈশালী' নগরে।
অসামান্য মেধাগুণে অতি অল্পকালে
ঋষির সমস্ত বিদ্যা করিয়া অর্জ্জন,
সিদ্ধার্থ দেখিলা যবে, যেই জ্ঞানতরে
গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিলা,
হইল না লাভ তাহা শাস্ত্র অধ্যয়নে,
সমাদরে গুরু হ'তে বিদায় লইয়া
চলিলেন পরিত্যজী 'বৈশালী' নগর।
যেই জ্ঞান লভি নর জন্ম-মৃত্যু হ'তে
পরিত্রাণ পা'তে পারে, সেই দিব্যজ্ঞান
বিনা সাধনায় ভবে না হয় অর্জ্জন

জানি স্থির শাস্ত্র পাঠে, হইলা অধীর
খুঁজিতে সাধন তরে নির্জ্জন প্রদেশ।
বিন্ধ্যাচল-শাখা শৈলে বেষ্টিত সুন্দর
মগধের রাজধানী 'রাজগৃহ' মাঝে
সিদ্ধার্থ বৈশালী হ'তে হ'লা উপনীত।
দিবা অবসান প্রায়; অস্তোন্মুখ রবি,
গুটা'য়ে সহস্র কর, চলিয়াছে ধীরে
পশ্চিমে শৈলের পাশে বন অন্তরালে,
যেন শিশু সারাদিন করি ছুটাছুটি,
ক্লান্তদেহে, নিয়ে তার ক্রীড়নক যত,
শান্তিময় মাতৃক্রোড়ে লইছে বিশ্রাম।
অস্তোন্মুখ-রবিকর উচ্চ বৃক্ষশিরে
শোভে দিব্য মনোহর মুকুটের মত,
সুবর্ণ-নির্ম্মিত, রাণী প্রকৃতি-মস্তকে;
উ'ড়ে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে বিহঙ্গমগণ,
দিবা অবসান দেখি, লইয়া আশ্রয়
চারিদিকে শৈলজাত বিটপি নিচয়ে,
করিছে মধুর গান শ্রুতি সুখকর;
স্বচ্ছতোয়া সরোবর শোভিছে অদূরে,
প্রকৃতি-সমুখে রম্য দরপণ মত,—
চারিধারে যত সব দৃশ্য মনোহর,
শোভে তার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ জলোপরে,
বেশভূষা নিয়ে যেন প্রকৃতি সুন্দরী

দেখিছেন নিজ মুখ দর্পণের মাঝে।
ফুটিয়াছে চারিদিকে বনে থরে থরে
শ্বেত-রক্ত-নীল-পীত কুসুম নিচয় ;
—করিতেছে আমোদিত চৌদিক সুঘ্রাণে।
হেনকালে রাজগৃহে করি পদার্পণ,
শাক্যসিংহ দেখি এই প্রকৃতির শোভা,
দেখিয়া এ' মনোমত স্থান নিরজন
সাধনের অনুকূল, লইলা আশ্রয়
এক শৈল-গুহামাঝে সাধনের তরে।



প্রভাতে পূরবাকাশে, উদিল ভাস্কর এসে ;
পুষ্প অন্বেষণে অলি করে গুণ্ গুণ্।
বসন্তের সুপ্রকাশে, চৌদিকে প্রকৃতি হাসে,
—জলে স্থলে বৃক্ষডালে শোভিছে প্রসূন ॥
ঋতু-রাজ-অভিষেকে, যেন নারী চতুর্দ্দিকে
দাঁড়াইয়া আছে, মাথে ডালা মাঙ্গলিক।
সামগ ব্রাহ্মণ যত, বিহঙ্গ গাইছে গীত,
রবি-পুরোহিত ধীরে আইলা সাত্ত্বিক ॥
বালরবিকরাবৃত উচ্চ শৃঙ্গ গিরি যত,
শোভিতেছে সভাসীন নৃপগণ মত।
ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘ যত, ধবল চামর মত,
লইয়া মলয়ানিল ব্যজনেতে রত ॥

চৌদিকে মানব সব কাজে ব্যস্ত করে রব ;
বৎস সহ গাভীসব ছুটিয়াছে গোঠে।
পাঁচনি * লইয়া হাতে, মুড়ি মুড়্‌কি খেতে খেতে,
পাছেতে রাখালগণ চলিয়াছে ছুটে ॥
প্রভাতে গৃহিণিগণ,—সবারি কাজেতে মন,
গৃহ পরিষ্কার করি চলিয়াছে ঘাটে।
কেহ বা বাসন ঘটি, মাজি' ঘসি পরিপাটি,
ধু'য়ে নে'য়ে কল্‌সী কাঁকে আসিতেছে বাটে ॥
গুরুকাছে ছাত্রসব, করি সবে কলরব
নিজ নিজ পুঁথি নিয়া পড়িছে বসিয়া।
কোন ছাত্রে চুপ্‌ দেখে, বেত্র হাতে গুরু হাঁকে
ছাত্র পুনঃ পড়িতেছে ভয়েতে কাঁপিয়া ॥
ভিক্ষাপাত্র নিয়া করে, সিদ্ধার্থ পশিলা ধীরে,
নগরে ভিক্ষার তরে সন্ন্যাসীর বেশে।
শীতেতে কুয়াসাবৃত উচ্চ শির তরুমত,—
কামদেব সমকান্তি, ঢাকা ছিন্নবাসে ॥
হেন দিব্য মূর্ত্তি হে'রে, নিজ নিজ কার্য্য ছে'ড়ে,
মোহিত হইয়া র'ল নাগরিক যত।
—ভু'লে শিশু ক্রীড়া পাঠে, কল্‌সী কাকে নারী ঘাটে,
বণিক বিক্রয় ভুলে চিত্রার্পিত মত ॥

পাঁচনি = গোতাড়ণ দণ্ড।

ক্রমেক্রমে যোগী-পাশে, আসিয়া দাঁড়াল ঘেঁসে,
নরনারী শিশুগণ ; হ'ল কোলাহল।
কেহ আসি দৌড়াদৌড়ি, চরণে প্রণাম করি,
ভক্তিভরে ভিক্ষাপাত্রে প্রদানিছে ফল ॥
করিতেছে বলাবলি, নারিগণ অশ্রু ফেলি'—
"মাতা পিতা এ'ছেলের কেমন পাষাণ রে !
এমন চাঁদেরে ছেড়ে, কেমনে রহিল ঘরে !
প্রবৃত্তি ছাড়িতে হায় ! কেমনে বা হ'ল রে !!"
পুত্রহারা নারী হে'রে, বলে ভে'সে নেত্রনীরে,
"যাদু মোর বেঁচে থাক্‌লে এত বড় হ'ত রে !
"হায় ! অভাগীরে ছে'ড়ে, অকালে গেল যে মরে,
ছিল বাছার চোক্ মুখ সবি এর মত রে !!
"মা কি থাকিলে হায় ! ছাড়িয়া যাদুরে মায়,
চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারে ? নিশ্চয় মরেছে রে।
বেচারী থাকিলে পরে, খুঁজে পুত্র নিত ঘরে,
নিশ্চয় বাঁচিয়া নাই, মরিয়া সে গেছে রে ॥
কেহ বলে রূপ দেখি, ছল্ ছল্ করি আঁখি,—
"হবে কোন রাজপুত্র মনে মোর লয় রে।
"রূপ দেখ কি বাহার ! সামান্যেতে মিলা ভার
শরতের চাঁদ যেন ভূতলে উদয় রে ॥"
"না জানি কোন্ অভাগীরে,ফে'লে শোক-সিন্ধু-নীরে,
যৌবনে সন্ন্যাসী সে'জে হায় ! বাছা এল রে !

না জানি কেমন ক'রে, আছে অভাগিনী প'ড়ে,
হৃদয়ে ধরিয়া হায়! এ দারুণ শেল রে !!

———

হেন হট্টগোল রাজা বিম্বিসার
হটাৎ শ্রবণ করি,
চাহিলা চমকি বাতায়ন পথে
মোহিত হইলা হেরি'—
যোগিরাজ এক যায় রাজপথে,
ভিক্ষাপাত্র তাঁর হাতে।
বিস্ময়-সাগরে হৈলা নিমগন,
রূপ দেখে' গেল মেতে'॥
ডাকি অনুচরে, হ'য়ে ত্বরান্বিত
আদেশিলা খোঁজ নিতে।
কোথা রাজ্যমাঝে থাকেন এ'যোগী,
তাঁহার দর্শনে যে'তে॥

———

শুনি' অনুচর মুখে, সন্ন্যাসী প্রবর
থাকেন অদূরে এক গিরিগুহা-মাঝে,
সেইদিন অপরাহ্নে রাজা বিম্বিসার
সন্ন্যাসী পবিত্র পদ করিতে দর্শন
চলিলা পশ্চাতে তাঁর যত পারিষদ্।

যাইয়া দেখিলা রাজা গিরিগুহামাঝে,
নিমীলিত নেত্রে বসি স্বস্তিক আসনে
আছেন সন্ন্যাসী,—মূর্ত্তি দিব্য দরশন,
গভীর ধ্যানেতে মগ্ন,—অচল অটল
কিছুক্ষণ পরে যোগী মেলিয়া নয়ন,
চাহিলে রাজার পানে, রাজা ভক্তিভরে
প্রণমিলা যেয়ে তাঁর চরণ-কমলে,
—যেন রক্ত পদ্ম'পরে শোভিল মধু।
ধরাসনে তারপর হইলে আসীন
নরপতি, পারিষদ বসিলা পশ্চাতে।
করযোড়ে ক্ষণকাল করি আলাপন,
শুদ্ধোদন-পুত্র বলি জানিলা তাঁহারে
কিন্তু তাঁর রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগের কারণ
বুঝিতে না পারি, মনে ভাবিলা নরেশ,
বুঝি বা আকাঙ্ক্ষা কোন অতৃপ্তি কারণ,
হতাশায় অভিমানে সাজিলা সন্ন্যাসী।
তাই রাজা সসম্ভ্রমে প্রবোধ বচনে
বলিতে লাগিলা ধীরে চাহি যোগীপানে,—
"বন্ধুবর! পরিচয় যদিও মোদের,
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, নাহি ছিল এতদিন,
কিন্তু বাল্যকাল হ'তে সৌহৃদ্য বন্ধনে
আছি, পরস্পর প্রীতি-চিহ্ন-বিনিময়ে।"
"তাই সমুখেতে আজ পাইয়া তোমায়,

আনন্দ-সাগর-নীরে হৈ'নু ভাসমান।
বৃথা কেন বন্ধুবর! নবীন বয়সে
গ্রহণ করিয়া এই ব্রত সুকঠিন,
অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে জীবনাতিপাত
করিবেন ? বন্ধুবর! আসুন্ দু'জনে
মিলিয়া এ'রাজ্য সুখ করি উপভোগ ;
বাসনার পরিতৃপ্তি করুন সাধন।"
শুনিয়া সিদ্ধার্থ এই মধুর বচন,
বলিতে লাগিলা চাহি নরেশের পানে,—
"মঙ্গল হউক্ তব হে ধরণীপাল!
কামভোগ ইচ্ছা আমি করি না এখন ;
কামই অশেষ দোষ-আকর রাজন্!
—প্রেত ও তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তির কারণ ;
ইহাই নরের হয় নরকে পতন।
যাবত না কাম্যবস্তু-লাভ হয় নরের,
তুষানল মত চিন্তা দহে দেহ মন ;
পাইলেও পরিতৃপ্তি না হয় সাধিত,
—লবণাক্ত বারিপানে তুষার মতন,
ভোগ-ইচ্ছা ক্রমে বাড়ে, নিবৃত্তি না হয়।
হেন কাম্য ভোগে মম নাহি প্রয়োজন।
সর্ব্বদুখ-নিকেতন এই দেহ নিয়া,
বাড়াইব কেন দুখ কাম্য উপভোগে ?
তাই আমি পরিত্যাগ করি হে রাজন্!

রাজৈশ্বর্য্য দারাপুত্র অনিত্য সংসারে,
নিত্যধন-লাভ তরে হয়েছি বাহির।"
হেন জ্ঞানগর্ভ বাক্য রাজা বিম্বিসার
শুনিয়া সিদ্ধার্থ মুখে হইলা মোহিত ;
চৈতন্য তখন তাঁর হইল উদয়।
ভক্তি ভরে কর-যোড়ে কহিলা তখন,—
"দিব্যজ্ঞান লাভ তব হইবে যখন
এ'অধমে কৃপাকরি দরশন দিয়া,
করিবেন মম জন্ম সার্থক তখন।"
সিদ্ধার্থ "তথাস্তু" বলি করিলা স্বীকার।
মগধের অধীশ্বর রাজা বিম্বিসার
বিদায় লইয়া গেলা আপন আবাসে।
সিদ্ধার্থও বহুগিরি বন উপত্যকা
করি অতিক্রম, গেলা কিছুদিন পরে
বহুশিষ্য উপদেষ্টা রুদ্রকের কাছে,
শিখিবারে যোগশাস্ত্র শিষ্যত্ব গ্রহণে।
অল্প দিনে দৈববলে করি যোগাভ্যাস,
করিলা মোহিত তাঁর গুরু রুদ্রকেরে,
—যোগশাস্ত্র-বিশারদ, বিখ্যাত ভারতে।
যোগাভ্যাসে মিটিল না দেখি মন-সাধ,
—মিলিল না যার তরে আছেন ব্যাকুল,
সিদ্ধার্থ গুরুর কাছে বিনয় বচনে
বিদায় লইলা ; ধীরে হইলা বাহির

খুঁজিতে আপন লক্ষ্য করি প্রাণপণ।
রুদ্রকের পঞ্চশিষ্য চলিল পশ্চাতে,
সিদ্ধার্থের শীলে জ্ঞানে মোহিত হইয়া,
শিষ্যত্ব গ্রহণ করি সিদ্ধার্থের কাছে।





দ্বাদশ অধ্যায়।

সাধনা।

এরূপে সিদ্ধার্থ অতি হইয়া ব্যাকুল,
কিসে তাঁর লক্ষ্য স্থানে পঁহুছেন গিয়া,
পঞ্চশিষ্য সহ তবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
বুধগয়া-সন্নিহিত উরুবিল্ব গ্রামে
হইলেন উপনীত, নৈরঞ্জনা তীরে।
দেখিলেন স্বচ্ছতোয়া নৈরঞ্জনা নদী
বহিতেছে তর্ তর্ করিয়া উর্ব্বর
জল সেকে তীরভূমি উরুবিল্ব গ্রাম,
প্রকৃতির যেন এক রম্য নিকেতন,
লতা গুল্মে ফুলে ফলে সদা সুশোভিত,

জন-কোলাহল শূন্য সাধনানুকূল ;
সুমন্দ শীতলানিল-হিল্লোলে অটবি
হইতেছে আন্দোলিত ; আনন্দে যেমন
করিতেছে নৃত্য সবে,—আনন্দে বিভোর ;
চৌদিকে বিহঙ্গকুল গাইছে সুস্বরে,
—বৈরাগী যোগীর যেন বিমল আনন্দ
দৃষ্টান্ত স্বরূপে আজ সিদ্ধার্থ-সম্মুখে
প্রকৃতি করুণাগুণে হ'ল প্রকটিত।
শাক্য-সিংহ দেখি এই স্থান নিরজন
করিলেন শিষ্যসহ তথা অবস্থান।
একদা একক বসি নৈরঞ্জনাতীরে,
ভাবিলেন মনে মনে, শুধু পাপ হ'তে
দূরে করি অবস্থান কি হবে আমার ?
—এখনো ত পাপ-চিন্তা-বীজ মম হৃদে
আছে প'ড়ে ; না জানি তা' কবে অঙ্কুরিত
হ'য়ে, করে সর্ব্বনাশ,—করে কণ্টকিত
সাধনার পথ হায় ! সুযোগ পাইলে !
দারুণ পেষণে তাহা পিষ্ট না করিলে,
মম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কভু না সম্ভবে ;
অনাহার-রবি-করে দহি দেহ-ভূমি,
দূর করি পাপ-বীজ, করিয়া নির্ম্মল,
উপযুক্ত ক'রে নিব, করিতে বপন
তার মাঝে ধর্ম্ম-বীজ, যতন করিয়া।

কাষ্ঠ না হইলে শুষ্ক, ঘর্ষণে তাহার
আগুন না উঠে জ্বলি, শ্রম হয় বৃথা।
নির্ম্মল-সলিলা সেই নৈরঞ্জনা তীরে
ভাবিয়া হ'লেন তিনি তপস্যা-নিরত।
পাপধর্ম্মে মহাহব লাগিল চলিতে।
ক্রমশঃ কঠিনতর যোগ-ক্রিয়ারত
হইলেন, প্রাণপণে করিতে সাধন।
এক আমলকী কিম্বা একটি তণ্ডুল
ভক্ষণে বা অনাহারে কাটান সময়।
লোকাতীত এইরূপ কঠোর সাধনে
বর্ষ পরে বর্ষ কত হইল অতীত ;—
শীত পরে শীত কত গ্রীষ্ম পরে গ্রীষ্ম,
কতবার ছয় ঋতু হ'ল গতাগত,
কত ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র শিরোপর দিয়া
চ'লে গেল ; একাসনে আছেন নিশ্চল।
দশ ইন্দ্রিয়ের তাঁর হয়েছে জড়তা,
নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁর হইয়াছে রোধ,
কুম্ভক সমাধি আর মহাশূন্য ধ্যানে।
অনিদ্রা বা অনশনে দৃকপাত নাই ;
মৃত কি জীবিত তাঁরে ঠিক করা দায়।
এই মহাধ্যানে তাঁর ছয়টি বৎসর
ক্রমে ক্রমে হৈল গত ; তাহে দৃষ্টি নাই।
সুকোমল দেহ তাঁর অস্থি চর্ম্মসার,

নয়ন কোটরগত ; হয়েছে বিকৃত।
রাখাল কাঠুরে সব পিশাচ ভাবিয়া
করিতে লাগিল গাত্রে ধূলি নিক্ষেপণ।
হেন অলৌকিক চেষ্টা দুষ্কর সাধনে,
হ'ল না দেখিয়া তাঁর আশার পূরণ,
মনেতে ভাবিয়া এই দুঃসহ যাতনা
শরীরে প্রদানি লাভ নাহিক বিশেষ,
ছয় বর্ষ পরে তাঁর ভাঙ্গি যোগাসন,
ধীরেতে কুঞ্চিত জানু করি প্রসারিত,
ধীরে ধীরে দাঁড়াইতে করিলা প্রয়াস।
কোথায় সে শক্তি তাঁর দাঁড়াতে এখন !
দাঁড়াইতে ভূমিতলে পড়িলা মূর্চ্ছিত।
শিষ্যগণ দেখি তাঁরে চেতনা বিহীন,
ব্যাকুল হইল সব, হ'ল ম্রিয়মাণ,
মনে ভাবি বুঝি গুরু-দেহ-সংরক্ষণে
এতকাল চেষ্টা যত হইল বিফল।
ভাবিল সকলে, বুঝি এদেহ পিঁজর
ছাড়ি' গুরু-প্রাণপাখী গিয়াছে পালায়ে ;
ফিরিয়া না পাবে তারে করিয়া যতন।
কিন্তু আশা একিবারে করিবারে ত্যাগ
পারিল না দু'একজন শিষ্যদের মাঝে ;
—যথা সাধ্য সেবা যত্ন লাগিল করিতে।
তাহাতে চৈতন্য শেষে হ'ল সম্পাদিত ;



সিদ্ধার্থ ও সুজাতা

১২শ অধ্যায়। ১৩৫পৃষ্ঠা।

সিদ্ধার্থ নয়ন মেলি চাহিলা তখন ;
আনন্দের রুদ্ধ উৎস ছুটিল সবার।
 সিদ্ধার্থ শিষ্যের কাঁদে রাখি দেহ-ভার,
ধীরে নৈরঞ্জনা-তীরে করিয়া গমন,
ছয়টি বৎসর পরে করিলেন স্নান,—
দীপ্তানলে হ'ল যেন বারিদ-বর্ষণ।
হেনকালে উরুবিল্ব-গ্রাম সন্নিহিত
নন্দিক গ্রামের এক জমিদার-সুতা
'সুজাতা' নামিনী অতি ধর্ম্মপরায়ণা
দেব সাধু সেবারতা, পায়সান্ন শিরে
স্বর্ণপাত্রে করি, ধীরে দিতে উপহার
যোগিরাজে, সখি সহ হ'ল উপস্থিতা,
—লোকমুখে শুনি বামা, যোগাসন ত্যজি
উঠেছেন যোগিরাজ বহুকাল হ'তে
যাঁহারে পূজিতে মনে আছিল মানস।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া সুজাতা ভূতলে,
যোগিপদপ্রান্তে রাখি পায়সান্ন-থালা,
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া ধীরে কর-যোড় করি,
বিনীত বচনে কহে যোগিরাজ প্রতি,—
"একদিন আসি দেব! এই বনমাঝে
পূজিবারে বনদেবে, নিরখি তোমায়
যোগাসনে সংজ্ঞাহীন, করিল মানস
পূজিবারে এই দাসী পায়সান্ন দিয়া,

তোমায় সাক্ষাৎ তার বনদেব মত,
—সজীব সচল। দেব ! এই বনমাঝে
আসিয়াছি কতবার হয়নি সুযোগ,
করিবারে এ দাসীর সে আশা পূরণ।
আজি তার সুপ্রভাত, সিদ্ধ মনোরথ ;
দাসীর এ পূজা দেব ! করুন গ্রহণ।”
কহিলা সিদ্ধার্থ “মাগো ! নহি যোগ্য আমি
বনদেব মত নিতে পূজা উপহার,
—সামান্য তপস্বী আমি এই বনমাঝে ;
কঠোর তপস্যাব্রতে ছিলাম নিরত,
কতকাল মনে নাই ; ক্ষুধায় কাতর।
সমাদরে মাগো ! তব এ অন্ন গ্রহণ,
করিলাম ; মনে প্রাণে করি আশীর্ব্বাদ,
সর্ব্ব মনোরথ ভদ্রে ! হউক পূরণ।”
‘শরীর ধর্ম্মের হয় প্রধান সহায়’
মনে করি অল্পাহার করিতে তখন
করিলেন অভিলাষ ; আহারে সবল
হইলা সিদ্ধার্থ ক্রমে. যোগ-ক্রিয়াক্ষম।
কৃচ্ছ্র এ সাধন ত্যাগ দেখিয়া তাঁহার,
একে একে শিষ্যগণ ছাড়িয়া তাঁহারে,
বারাণসী ক্ষেত্রদিকে করিল প্রস্থান।
একে ত বিফল তাঁর হ’ল মনোরথ,
দেখিয়া সিদ্ধার্থ অতি ব্যাকুল অন্তর,

করিল দেখিয়া তাঁরে শিষ্য পরিত্যাগ,
আরো উদ্বেলিত হ'ল হৃদয় তাঁহার ;
চারিদিকে অন্ধকার লাগিলা দেখিতে।
ভয়ানক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাঝে
হইলেন নিপতিত ; আবার নূতন
মহাপরীক্ষার কাল হ'ল সমাগত।
সংসার-বাসনা তাঁর মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
দাঁড়াল সমুখে মনোমোহন রূপেতে ;
—গোপার সে প্রেমময় বদনমণ্ডল,
অশ্রুসিক্ত জনকের যুগল নয়ন,
স্নেহময়ী গৌতমীর সকরুণ বাণী,
সূতিকা গৃহেতে সুপ্ত সন্তানের রূপ,
রাজ-ঐশ্বর্য্যের সুখ, আত্মীয় স্বজন,
বন্ধুবান্ধবের যত প্রীতি সম্ভাষণ,
একে একে মনে সব উদিল তাঁহার।
মায়া নানারূপ ধ'রে ভুলাতে তাঁহারে
করিল কতই চেষ্টা, কত হাব্‌ভাব্‌!
কিন্তু যিনি লাভ করি বুদ্ধত্ব সংসারে,
তারিবারে নরনারী হ'লা আবির্ভূত,
তাঁর কাছে প্রলোভন স্থায়ী কতক্ষণ ?
দেখি হেন প্রলোভন ভাবিলেন মনে,—
পাপ-বাসনার আমি অতীত না হয়ে,
জরা-ব্যাধি-হাত হ'তে মুক্তি না লভিয়া,

যেই নিত্য বস্তু তরে হয়েছি বাহির,
না লভিয়া তাহা আমি যাব কোন মুখে,
শ্মশান-সদৃশ রাজভবনে ফিরিয়া,
যথায় জীবন্মৃত জনক আমার,
শোকার্ত্তা জননী হায়! শীর্ণ কলেবরা,
বিধবার প্রায় পত্নী, আছে পথ চে'য়ে,
সিদ্ধমনোরথ হ'য়ে ফিরিব আশায়?
লক্ষ্যপ্রাপ্তি-বাসনায় এত সহিলাম,
অনাহারে অনিদ্রায়, দুঃসহ যাতনা!
সংসারে সে লক্ষ্য প্রাপ্তি হ'বে কি আমার?
যদি বা না হ'ল লাভ, আশার পূরণ
নাহি হয়, এ যতন না হয় সফল,
প্রতিজ্ঞা পূরণ মম না হয় তাহাতে,
অনিত্য জীবনে তবে কি লাভ আমার?
অনিত্য শরীর তরে কেন বা আবার
হ'ল হায়! সুখ-তৃষ্ণা জ্বালাইতে মোরে!
হায়! বৃথা মোহ-মুগ্ধ হইতেছি আমি;
কোথা গেলে, কি করিলে মিলিবে আমার
সেই নিত্যবস্তু, ঠিক বুঝিতে না পারি!
নিরাশায় অবসন্ন ভাবিতে ভাবিতে
অতিশয় ম্লান হয়ে পড়িলেন তিনি!
এসময় দেবরাজ সম্মুখে তাঁহার,
লইয়া ত্রিতন্ত্রী বীণা বাজাতে বাজাতে

স্বরগ হইতে আসি' হ'লা আবির্ভূত।
বিষম-আকৃষ্ট এক বীণা তার হ'তে
হইতেছে বিনির্গত অতীব কর্কশ
স্বর সঞ্চালন-কালে; দ্বিতীয় শিথিল
ব'লে তাহে কোন স্বর না হয় বাহির;
পরিমিত তৃতীয়টি আছে-ব'লে তার,
অতীব সুমিষ্ট স্বর হ'তেছে বাহির।
বুঝিলেন দেবরাজ দিলা উপদেশ
ইঙ্গিতে তাঁহারে এই সাধনের পথে।
কঠোর তপস্যা আর সংযম হীনতা
উভয় করিয়া ত্যাগ, মধ্যপথে চলা
উচিত বলিয়া মনে হইল তাঁহার।
দেহ মন সুস্থ রাখি, ধ্যানবলে তাঁর
খুঁজিতে আপন লক্ষ্য করিলা সুস্থির।



ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বুদ্ধত্ব বা সিদ্ধিলাভ।

ধ্যানবলে সিদ্ধিলাভ করিবার তরে,
নৈরঞ্জনা-কুল হ'তে বন-অভিমুখে,
ধীরে ধীরে শাক্য-সিংহ হলা অগ্রসর।
কাননে প্রবেশ করি সমুখে তাঁহার
দেখিলা বিশাল এক শোভে বটতরু
বহুশাখা সমন্বিত ; চৌদিকে তাহার
ফুলে ফলে তরুলতা শোভে থরে থরে।
দেখিলা অদূরে এক স্বস্তিক নামক
গ্রামবাসী দুর্ব্বাদল করিছে কর্ত্তন।
সিদ্ধার্থ দেখিয়া তারে, সাগ্রহ বচনে,

ডাকিয়া বলিলা অতি প্রফুল্ল অন্তরে,—
"হে স্বস্তিক! অবিলম্বে কর তৃণ দান;
তৃণে মোর উপকার হইবে বিশেষ।
বলবান 'মার' (১) রিপু সংহার-সময়
হইয়াছে উপস্থিত; সংহারি তাহারে
বোধি (২) লাভে শাস্তি স্পর্শ করিবারে চই।
বহু বর্ষ দম যম তপস্যাদি ব্রত
করিলাম আচরণ; অদ্যই তাহার
নিষ্পত্তি করিয়া নিব, মানস আমার।
হও হে সহায় এই মহাপুণ্য কাজে;
তৃণ-দানে বহুপুণ্য লভি যাও ঘরে।"
নিয়ে তৃণগুচ্ছ হস্তে স্বস্তিক তখন,
শুনিয়া মধুর বাক্য, বলিল যোগীরে,—
"লও দেব! যোগিরাজ! জ্ঞানের সাগর!
দিনু এই দুর্ব্বাদল; অমৃতত্ব হ'তে
হয় যদি লাভ তব, দিও কিছু মোরে।"
সিদ্ধার্থ লইয়া তৃণ, কহিলা স্বস্তিকে,—
"হে স্বস্তিক! পিণ্ডীকৃত করি বোধি-জ্ঞান
হাতে হাতে কোন কেহ দিতে নাহি পারে;
এমন বিনতি বাছা! ক'রো না আমায়।
বহুবর্ষ তপস্যাদি করিয়া সাধন,

(১) মার—প্রলোভন। (২) বোধি—নির্ব্বাণ।

তৃণ আস্তরণে যোগী আসন করিয়া,
নিজ দেহ মাঝে আত্মা করিলে দর্শন,
লভে তবে সেই বোধি আত্ম-জ্যোতি-মাঝে,
মহাশান্তি প্রসবিনী নির্ব্বাণদায়িনী।
সেই বোধি লাভ মম হইবে যখন,
শুনিবে যখন আমি তাহা ভাগ করি
দিতেছি হে সমাগত নরনারী সবে,
আসিও আমার কাছে ; শুনিও কথন ;
শান্তি পাবে, ভ্রান্তি যাবে, বোধি কি বুঝিবে।”
এই বলি তৃণগুচ্ছে রচিলা আসন,
সেই বটতরুমূলে, নূতন উদ্যমে।
“এ আসনে এই দেহ যা'ক শুকাইয়া,
ত্বগস্থি এদেহ-মাংস হ'য়ে যাক লয়.—
যাবৎ নির্ব্বাণ-জ্ঞান না হইবে লাভ
তাবৎ আসনে দেহ রহিবে নিশ্চয়।”
এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বীর বসিলা আসনে।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন,
মনে মনে করিলেন এ সঙ্কল্প স্থির।
যে' যে'য়ে আসনোপরে হইলা আসীন,
'মার'-রিপু নিয়া স্বীয় যত দল বল,
সিদ্ধার্থের হৃদি-দুর্গ করিতে দখল
এ'সে দেখা দিল তার প্রবল প্রতাপে।
পূর্ব্বে ভোগ লালসার মোহন রূপেতে



সিদ্ধার্থ ও মার

অধ্যায়। ১৪২ পৃষ্ঠা।

টলাইতে সিদ্ধার্থেরে চেষ্টা করেছিল ;
কিন্তু তাহে কৃতকার্য্য হইতে না পারি,
ঘোরতর মৃত্যুভয়-বিভীষিকা সৃজি,
ধরিল সমুখে তাঁর, টলাতে তাঁহারে।
মারের সকল চেষ্টা যতন বিফল
হইল ; ভেদিতে সেই কঠোর প্রাচীর
সঙ্কল্পের পারিল না ; পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।
ধরম-প্রয়াস নামে বিজয়-নিশান
সিদ্ধার্থের হৃদি-দুর্গে হইল উত্থিত
সারাদিন ব্যাপি মহা সংগ্রামের পর।
মুক্ত পদ্মাসনে যোগী হইলা নিশ্চল,
নিমীলিত হ'ল ক্রমে নয়ন যুগল,
কর'পরে কর তাঁর, মহাশূন্য ধ্যানে ;
বাসনা হইল লয় ; দশেন্দ্রিয় ক্রমে
অন্তর্মুখী হ'য়ে গেল ; উজলি হৃদয়
বিভাসিল আত্ম-জ্যোতি, মুক্তি প্রসবিনী।
সবিতর্ক সবিচার সমাধির পর
নির্ব্বীজ সমাধি যোগে, সিদ্ধার্থের ক্রমে
নিত্যবস্তু সহ নিজ সত্ত্বা মিশে গেল ;
হ'ল তাঁর দিব্যজ্ঞান ; বুঝিলেন মনে,
কেন হয় জন্ম মৃত্যু সুখ দুখ যত ;
পূর্ব্ব জনমের কথা এল স্মৃতি-পথে।
ব্যাধি-মৃত্যু-জরাতীত নির্ব্বাণের পথ

পাইলা দেখিতে ; তাঁর নাচিল হৃদয়।
পথমাত্র পে'য়ে তিনি ক্ষান্ত না হইয়া,
সে পথের শেষপ্রান্ত দেখিবার তরে
হইলেন ধ্যান-মগ্ন ; দেখিলেন তিনি,
দুঃখের কারণ জন্ম : বাসনা জন্মের ;
সুখ তৃষ্ণা হ'তে হয বাসনা সঞ্চার ;
সুখ-দুখ-বোধে হয় তৃষ্ণার উদ্ভব ;
জগতের সহ মন ইন্দ্রিয় সংযোগে,
সুখ দুঃখ অনুভব জন্মায শরীরে :
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ -- সমস্ত জগত
পঞ্চভূত সংযোগেতে হইয়া সঞ্জাত,
এক আত্মা নানারূপে করে প্রকটিত,—
এক আত্মা বিনা ভবে সত্য কিছু নাই ;
—এক চন্দ্র প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন
বিভিন্ন জলের মাঝে, বহু চন্দ্র জ্ঞান।
অবিদ্যাসম্ভূত হেন ভ্রান্তিজ্ঞান হ'তে
ভবমাঝে নরনারী হয় প্রতারিত,
'আমি' ও 'আমার' এই অহঙ্কার জ্ঞানে।
বুঝিলেন, ভ্রমজ্ঞান হইলে নিরোধ,
-- জগতের দৃশ্যবস্তু অসত্য নশ্বর,
একমাত্র আত্মা সত্য অক্ষয় অব্যয়--
বুঝিতে পারিলে লোকমুগ্ধ নাহি হবে
জগতের রূপরসে ; বিরত হইবে

পাপকর্ম্ম হ'তে যত ভবে নারী নর।
পাপকর্ম্মফল নাশে হবে না অলস;
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু হ'তে পাবে পরিত্রাণ।
রাত্রির প্রথম যামে, উদিল হৃদয়ে
ধ্যানবলে যড়ভিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞানমূল,
শত পূর্ণচন্দ্র মত আলোকে বিনাশি
অবিদ্যাজনিত যত ঘোর অন্ধকার।
প্রজ্ঞালোকে আলোকেতে আলোকিত বলি'
সে হইতে সিদ্ধার্থের হল '**বুদ্ধ**' নাম।
দ্বিতীয় যামেতে যোগী বুঝিতে পারিলা,
নাহি তাঁর মাতা, পিতা গোত্র, বংশ, নাম;
পার্থিব জনম মৃত্যু পরমায়ুঃ নাই;
পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ব পুরুষ;
তাহাদের হ'তে জন্ম হ'য়েছে তাঁহার।
পূর্ণমাসী রজনীর প্রতি যামে যামে
এইরূপে লভি যোগী নানা দিব্যজ্ঞান
হইলেন প্রভাকর সম দীপ্তিমান
নাশিতে ভবের যত পাপ অন্ধকার।
স্বরগ হইতে হর্ষে দেবতা সকল
করিলা বুদ্ধের শিরে পুষ্প বরিষণ।
পুলকে যোগীর দেহ হইল পূর্ণিত,
নির্ব্বাণের শান্তিজলে করি আজি স্নান;
শীর্ণ দেহে পুনঃ বল হইল সঞ্চার।

ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব মেলিলা নয়ন
নিশা-অন্তে ; যেন আজি ধরম-গগনে
উদিতেছে ধীরে ধীরে জ্ঞান-প্রভাকর,
আলোকিয়া দশদিক কিরণ-ছটায়।
বোধিলাভ হ'ল বলে এই তরুমূলে,
(ক) 'বোধিদ্রুম' নামে তরু হইল বিখ্যাত :
অতীতের সাক্ষীরূপে আজও বিদ্যমান।
সুশীতল স্বচ্ছতোয়া মনোমুগ্ধকর
মান-সরোবরে হর্ষে হংসের মতন,
নির্ব্বাণের প্রীতিপ্রদ শান্তিজল 'পরে,
খেলিছে বুদ্ধের মন পরম কৌতুকে ;
—নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষ্ণা, নাহিক বিষাদ :
সেই বোধি-দ্রুম কাছে আছেন হরষে।
সপ্তম সপ্তাহাবধি রহিলা তথায় :
—ছেড়ে তরু স্থানান্তরে যে'তে তাঁর মন
নাহি চায় কোনমতে, ছাড়িয়া মায়েরে
দুগ্ধপোষ্য শিশু যথা যে'তে নাহি চায়।
নির্ব্বাণের মহাশান্তি-সুধা আস্বাদনে

(ক) এই পাদপের অঙ্কুরজাত বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বোধিদ্রুমের একটী শাখা সিংহলের অনুরাধাপুরে সমানীত ও প্রোথিত হয় ; সেই বৃক্ষ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পাদপ স্বরূপে এখনও বিরাজমান থাকিয়া জগতে এই অতীত ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান ক'রে ছেছে।

এরূপে অতীতপ্রায় সপ্তাহ সপ্তম ;
হেনকালে ভূমিমাঝে প্রোথিত শকট
উত্তোলিতে, সহায় খুঁজে আসিল তথায়
'ত্রিপুর' 'ভল্লিক' নামে দুই সহোদর,
---উৎকল নিবাসী ধনী বণিক-কুমার'।
নিরখি বুদ্ধের তা'রা দেবোপম রূপ,
ভক্তিভরে প্রণমিল চরণে পড়িয়া ;
উপাদেয় ফলমূল দিল উপহার।
সানন্দে গ্রহণ তাহা করি বুদ্ধদেব
করিলা আহার সুখে, আশিষি দোহারে।
বণিক কুমার দ্বয় ভক্তি পূত মনে
জ্ঞানগর্ভ বুদ্ধ-বাক্য করিয়া শ্রবণ,
বুদ্ধের শরণ নিলা পরম হরিষে।



চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধর্ম্ম-প্রচার।

দিন পর দিন যায় ; ভাবিছেন মনে
'বোধি-দ্রুম' কাছে বসি' বুদ্ধ তপোধন,—
"মানস-সমুদ্র কষ্টে করিয়া মন্থন,
—অনাহারে অনিদ্রায়, সহি রৌদ্র, ঝড়,
লভিলাম যে অমৃত এতদিন পরে,
রাখিব কি সংগোপনে আপন হৃদয়ে
অথবা সংসার ক্ষেত্রে দিব তা' ঢালিয়া
ভবমায়া-মুগ্ধ যত জীব-মুক্তি তরে ?
মোহ মুগ্ধ মানবের বিকৃত মাথায়
ধরিবে কি এই গূঢ় তত্ত্ব-উপদেশ ?"
এরূপে বুদ্ধের মন সন্দেহ-দোলায়



বুদ্ধত্বলাভের পর—

১৪শ অধ্যায়। ১৪৮ পৃষ্ঠা।

হুলিতেছে ; দিন যায় লক্ষ্য নাহি তায়।
নির্ব্বাণ-মুকতি যাঁর আছে করগত,
অজ্ঞানতা-নিম্নভূমি করি অতিক্রম,
জ্ঞান-গিরি-উচ্চশৃঙ্গে যেজন উঠিয়া
আছেন, তাঁহার কাছে এ' সংশয়-মেঘ
কতক্ষণ স্থায়ী হয় ? হ'ল অন্তর্হিত।
দেখিলেন বুদ্ধদেব দয়ার-সাগর
ভবে নর নারী প্যানে ; উঠিল কাঁদিয়া
হুহু করি প্রাণ তাঁর ; হইলা কাতর।
যে অমূল্য নিধি তাঁর মিলিল সাধনে,
জগতের গৃহে গৃহে বণ্টন করিয়া
দিবেন নিশ্চয় তাহা, সঙ্কল্প করিলা।
ভাবিলেন, "আমি ব্রহ্মে করি অবস্থান,
ধর্ম্মচক্রে প্রবর্ত্তিত করিব জগতে ;
সকলে এ নব ধর্ম্ম করিবে গ্রহণ।"
এরূপ ভাবিয়া বুদ্ধ স্রোত-প্রতিকূলে
ধর্ম্ম-তরি চালাইতে হ'লা অগ্রসর।

প্রথমতঃ সে প্রবীণ ক্রোধাদিবর্জ্জিত
ঋষি রুদ্রকেরে গিয়া এ'ধরম কথা
করাইতে অবগত করিলা মনন ;
কিন্তু ধ্যান বলে বুদ্ধ জানিতে পারিলা
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া রুদ্রক
গিয়াছেন সপ্তদিন ;—হইলা হতাশ।

তারপর ধ্যানবলে লাগিলা খুঁজিতে
সেই ঋষি গুরুদ্বয় আরাড়কালামে,
করাইতে নবধর্ম্মামৃত আস্বাদন ;
তা'তেও নিরাশ তিনি হইলা দেখিয়া
তিন দিন গত ঋষি গেলা স্বর্গপুরে !
তাঁর সেই পূর্ব্বতন শিষ্য পঞ্চজন
আছে জানি 'সারনাথে' কাশী সন্নিহিত,
যাইতে লাগিলা বুদ্ধ কাশী অভিমুখে
করিতে দীক্ষিত শিষ্যে নব ধর্ম্মে তাঁর।
ধীরে ধীরে পদব্রজে আসি যোগিরাজ
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে উপনীত ;
তর্ তর্ করি গঙ্গা মন্থর গমনে,
ক্ষুদ্র বীচি মালা বক্ষে, নাচিতে নাচিতে
চলিয়াছে ; যেন ডাকি' যত জীবগণে
বলিছে সুযোগ জানি করি 'তর তর' ;
নরদেহে বুদ্ধদেব তরাইতে জীবে
আসিয়াছে তীরে ; গঙ্গা আনন্দে বিভোর।
গঙ্গাঘাটে যে নাবিক খেয়াতরী বাহে,
হায় ! বুদ্ধে না চিনিয়া, ভাবিয়া নগণ্য
তরপণ্য বিনা তাঁরে করিল না পার।
পাপ ভারাক্রান্ত জীব করিবারে পার,
ভীম ভবসিন্ধু-তীরে কাণ্ডারী হইয়া
অবতীর্ণ যেই জন, মাগে সে সহায়

উত্তরিতে ভাগীরথী মানবের কাছে,
যেন ভিক্ষাপাত্র করে রাজরাজেশ্বর
দাঁড়াইলা ভিক্ষাতরে ভিখারীর দ্বারে!
দেখি তরপণ্য বিনা করিলনা পার,
যোগবলে বুদ্ধদেব উত্তীর্ণ হইলা
আকাশ পথেতে গঙ্গা, মৃদু হাস্য করি।
এ' অদৃষ্টপূর্ব্ব কাণ্ড দেখিয়া নাবিক
রাজা বিম্বিসার কাছে করিল জ্ঞাপন।
এ' অশ্রুতপূর্ব্ব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিস্মিত হইলা রাজা; করিলা আদেশ,—
"অদ্য হ'তে যদি কোন এ রাজ্যে নাবিক
তরপণ্য লয় সাধু সন্ন্যাসী হইতে,
রাজদণ্ডে সে নাবিক হবে দণ্ডনীয়।"
বুদ্ধদেব গঙ্গা পার হইয়া, প্রথমে
হইলেন উপনীত বারাণসী ধামে;
তথা হ'তে 'সারনাথে' করিলা গমন।
কোণ্ডাণ্য ব্যতীত তাঁর শিষ্যদের মাঝে
শিষ্যোচিত ব্যবহার করিল না কেহ;
বুদ্ধদেব কিন্তু তাহে ক্ষুণ্ণ না হইলা।
বুদ্ধের অমৃতময় শুনি উপদেশ,
কোণ্ডাণ্য এ' নব ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ
হইলেন সমুৎসুক; ধরিলা জড়িয়া
শান্তি-সরোবর-তীর্থ বুদ্ধের চরণ।

অতি সমাদরে বুদ্ধ আলিঙ্গি তাঁহারে
শুভক্ষণে নবধর্ম্মে করিলা দীক্ষিত।
কৌণ্ডিণ্য প্রথম শিষ্য হইলা বুদ্ধের।
অশ্বজিৎ, মহানাম, বাপা ও ভদ্রীয়
পূর্ব্বতন অন্য চারি শিষ্য আসি ক্রমে
বুদ্ধের এ নব ধর্ম্মে হইলা দীক্ষিত।
উদ্যানে ফুটিলে ফুল মধুপান তরে,
আসে যথা অলিকুল চৌদিক হইতে,
সংসার-বিরাগী তথা অসংখ্য মানব,
ধর্ম্মামৃত পান তরে বহুদেশ হ'তে
আসিয়া ঘেরিল বুদ্ধ চরণ-কমল।
দিনরাত লোক-স্রোত,—নাহিক বিরাম :
'সারনাথ' হ'ল যেন মহাতীর্থ স্থান।
বর্ষা সমাগমে তথা থাকি তিন মাস,
বুদ্ধদেব অহোরাত্র সমাগত জনে
লাগিলা করাতে পান নবধর্ম্ম সুধা!
বর্ষা অন্তে বুদ্ধদেব শিষ্য ষাট্ জনে
যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিয়া
পাঠালেন নানাদিকে করিতে প্রচার
তাঁর শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম জগতের মাঝে।
উরুবিল্ব অভিমুখে নিজে বুদ্ধদেব
করিলা গমন ধীরে ধরম প্রচারে।
সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ,

—মহর্ষি বলিয়া যিনি ভারতে বিখ্যাত,
করিতেন বাস তথা উরুবিল্ব বনে,
দর্শনেতে সুপণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় সহ।
বহুশিষ্য ইঁহাদের ছিল বিচক্ষণ
মেধাবী,—সকলি গুরুভক্তি পরায়ণ।
বুদ্ধের ধরম-তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ,
অতি মুগ্ধ হইলেন মহর্ষি কাশ্যপ ;
মহাহর্ষে নব ধর্ম্মে হইলা দীক্ষিত।
ক্রমে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়, শিষ্য ছিল যত,
এই নব ধরমের লইল আশ্রয়।
ভারত বিখ্যাত জ্ঞানী মহর্ষি কাশ্যপ
শিষ্যবৃন্দ সহ বুদ্ধ-ধরম আশ্রয়
নিয়াছেন, সমাচার হইল প্রচার
ভারতের চারিদিক ; হ'ল হুল স্থূল।
দিন দিন বুদ্ধ শিষ্য লাগিল বাড়িতে।
কিছু দিন থাকি বুদ্ধ উরুবিল্ব বনে,
পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার করিয়া স্মরণ,
চলিলেন শিষ্য সহ রাজগৃহ পানে।
রাজা বিম্বিসার শুনি' বুদ্ধ-আগমন,
সসম্ভ্রমে আগুবাড়ি' আনিলা তাঁহারে।
যষ্টিবনে বাসস্থান হ'ল মনোনীত।
প্রত্যহ পরমানন্দে বুদ্ধদেব সহ
করিতে লাগিলা রাজা ধর্ম্ম-আলাপন।

বুদ্ধের ধরম-তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ
বিমোহিত হইলেন রাজা বিম্বিসার।
শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা বিম্বিসার
বুদ্ধের এ'নব ধর্ম্মে হইলা দীক্ষিত।
রাজার এ'দীক্ষা বার্ত্তা ছুটিল চৌদিকে :
গুরুতর আন্দোলন লাগিল চলিতে
ভারতের স্থানে স্থানে : জনরব কত
উঠিল নগরে গ্রামে, পথে ঘাটে মাঠে !
চারিদিক হ'তে বুদ্ধে করিতে দর্শন,
শত শত লোক আসি হ'ল উপস্থিত।
ভব-তাপ-দগ্ধ বহু সংসার-পথিক,
বুদ্ধধর্ম্ম-বিটপীর দেখি শান্তি-ছায়া,
লইতে লাগিল ক্রমে আশ্রয় তাহার।
নৃপতির অনুরোধে কিছুদিন পরে,
বুদ্ধদেব আসি বাস লাগিলা করিতে
প্রাসাদের সন্নিহিত বেণুবন মাঝে।
এখানেও লোক-স্রোত না হ'ল বিরাম,
--দিন পরে দিন তাহা লাগিল বাড়িতে।
সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন্ নামেতে দু'জন
ব্রাহ্মণকুমার আসি বেণুবন' মাঝে
মহোৎসাহে নবধর্ম্মে হইলা দীক্ষিত।
এ'সময়ে বুদ্ধদেব 'সংঘ' নাম দিয়া,
ভিক্ষুদের তরে এক সমাজ গঠিলা।

অতীব উৎসাহী আর প্রতিভা সম্পন্ন
দেখিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ে, করিলা বরণ
সংঘের প্রধান পদে বুদ্ধ তপোধন
তা' দেখিয়া পুরাতন শিষ্যদের মনে
হিংসানল প্রজ্বলিত হইল তখন ;
—পরস্পর পরস্পরে লাগিল করিতে
অনিষ্টের মহাচেষ্টা,—রটিল দুর্নাম।
যত দুষ্টবুদ্ধি দ্বিজ পাইয়া সুযোগ,
করিতে লাগিলা সবে বিরুদ্ধ আচার।
তাই কিছুদিন তরে হইল স্থগিত
বৌদ্ধ ধরমের তীব্র উন্নতির স্রোত।
কতক্ষণ ভাগীরথী-খরতর স্রোতে
রোধিতে সক্ষম হয় শিলাখণ্ডচয় ?
বরঞ্চ বাড়ায় গতি ;—দেখিতে দেখিতে
বাধা বিঘ্ন অতিক্রমি ছুটিল আবার
ভীম নাদে নিনাদিয়া ভারত-গগন
বৌদ্ধধরমের স্রোত প্লাবিয়া চৌদিক।





পঞ্চদশ অধ্যায়।

কপিল নগরে।

মহাসুখে নিমগন
নরপতি শুদ্ধোদন,
সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ শুনি লোক মুখে :
তখনি যে অন্তঃপুরে
বলিলেন সবাকারে ;
রাণী ও গোপার মন ডুবে গেল সুখে।
মনে হ'ল সকলের
সিদ্ধিপরে সিদ্ধার্থের
ফিরিবার কথা ; সবে দেখিবারে তাঁকে
হইলেন সমুৎসুক, আনন্দাশ্রু চোখে।

এই শুভ সমাচার
সঞ্জীবনী মন্ত্রাকার,
মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ করিল সঞ্চার
রাজা রাণী গোপা আদি রাজ্যে সবাকার।
আনিবারে পুত্রধনে
পাঠালেন লোকজনে
কপিল নগর হ'তে রাজা শুদ্ধোদন ;
কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ করিয়া শ্রবণ,
ভু'লে গিয়া ভব মায়া
পুত্র কন্যা ধন জায়া,
ভিক্ষু বেশে দেশে দেশে করে পর্য্যটন ;—
যেই গেল ফিরে নাহি এ'ল কোন জন।
একে একে নয় বার
আজ্ঞাবহ ভৃত্যে তাঁর
পাঠা'য়ে অকৃতকার্য্য হইয়া রাজন,
অতীব ব্যাকুল চিত্তে করিলা প্রেরণ
নানারূপে বুঝাইয়া
আনিতে সিদ্ধার্থে গিয়া
সিদ্ধার্থের বাল্য সখা ডাকি একজন।
সেও গিয়া নব ধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ,
ভু'লে তার ঘর বাড়ী
বুদ্ধ সনে র'ল পড়ি' ;

কিছুদিন গেল চলি, ফিরিল না ঘরে।
কিন্তু যেই একদিন মনে তার পড়ে
শুদ্ধোদন রাজাদেশ,
মিনতি করি অশেষ
জ্ঞাপিল রাজার ইচ্ছা বুদ্ধ-পদ ধ'রে,
"পিতা তব মৃত প্রায়,
তোমায় দেখিতে চায় ;
তোমায় লইয়া যে'তে পাঠালে আমারে ;
যাই চল গুরুদেব ! কপিল নগরে।"
"মাতা তব প্রজাবতী,
পত্নী গোপা সাধ্বী সতী
তোমার বিহনে হায় ! জীর্ণা শীর্ণা মৃতাপ্রায়,
দেখিতে তোমায় গুরো ! পথ পানে চায় ;
পরিহরি নিদ্রাহার,
দেখ্‌বে ব'লে পুনর্ব্বার,
ধ'রে প্রাণ আছে তাঁরা করি হায় ! হায় !
নাহি গেলে ঘরে ফিরে',
নিশ্চয় যাইবে ম'রে ;
রাজার জীবন-কাল পূর্ণ হ'ল প্রায়,
মরণের পূর্ব্বে তাই দেখিবারে চায়।
যাইয়া কপিলে তূর্ণ,
বৃদ্ধের এ'আশা পূর্ণ

করুন হে গুরুদেব! বিলম্ব না সয়;
ভুলে গেছি এতদিন বলিতে তোমায়।"
শুনিয়া শিষ্যের কথা,
মনে তাঁর হ'ল ব্যথা;
বুদ্ধদেব চলিলেন দেখিতে রাজারে
কপিল নগর পানে, শিষ্য সঙ্গে ক'রে!

পথি মধ্যে মল্লদেশে,
মল্লরাজগণ এ'সে,
একে একে বুদ্ধপদে লইলা শরণ;
--সবে নব ধর্ম্মে দীক্ষা করিলা গ্রহণ।

বুদ্ধদেব তার পরে,
ভিক্ষু নিয়মানুসারে,
পিতৃ-রাজ্যে আসি' পিতৃ-গৃহেতে না গিয়া,
অদূরে ন্যগ্রোধ বনে আসন করিয়া,

করিতে লাগিলা বাস,
শিষ্যবৃন্দ চারি পাশ।
বুদ্ধ আগমন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
অভ্যর্থনা তরে তাঁর বাল-বৃদ্ধ অগণন,

ছুটিল ন্যগ্রোধ পানে
কেহ পদে কেহ যানে;
সবি মহা সুখ-স্রোতে ভাসিল তখন।
— নগরীর শোভা বন করিল ধারণ॥

নগরে ভিক্ষার তরে
ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে করে,
তার পর বুদ্ধদেব হইলা বাহির।
হায়! ভিখারীর বেশে,
রাজপুত্র দ্বারে এসে,
মাগে ভিক্ষা এই দৃশ্যে সকলি অস্থির;
—নিবারিতে না পারিল কেহ অশ্রু-নীর
স্থির না থাকিতে পারি,
চারিদিকে যত নারী,
উচ্চে হায়! হায়! করি উঠিল কাঁদিয়া।
কোলাহল শুনি' ত্বরা ছাদেতে উঠিয়া,
ব্যাপার কি জানিবারে,
দেখে গোপা; নেত্র-নীরে
ভে'সে গেল সতী গোপা পতিরে দেখিয়া;
ক্ষণতরে ছাদোপরে পড়িলা বসিয়া;
—অসহ্য যন্ত্রণা ভার
হ'ল এই দৃশ্যে তাঁর;
একদৃষ্টে চাহি সতী চিত্রার্পিত প্রায়
রহিল স্তম্ভিত হয়ে; প্রাণে কি এ'সয়?
এ'বয়সে যাঁরি তরে,
বেশ ভূষা সব ছে'ড়ে,
যৌবনে যোগিনী সে'জে করেন চিন্তন,
যাঁরি তরে রাজপুরী শোকে নিমগন,

যাঁরে সিংহাসনোপরে
অধিষ্ঠিত দেখিবারে,
সমুৎসুক যত লোক রাজ্যের ভিতর,
রাজকোষ যাঁরি তরে মুক্ত নিরন্তর,
ভিক্ষু বেশে দ্বারে দ্বারে
ঘুরিতে দেখিয়া তাঁরে,
সহিতে কি পারে সতি গোপার অন্তর ?
—লজ্জা ভয় ত্যাগ করে
ভাসি' সতী নেত্র-নীরে,
গেলা নিজে বলিবারে রাজার গোচর,
পাগলিনী প্রায় ছু'টে,—ব্যস্ত ত্রস্ত স্বর।
শুনি' রাজা তাড়াতাড়ি'
লোক জন সঙ্গে করি',
উপনীত হইলেন যথা তপোধন।
দৌড়ে গিয়া দুই হাতে করি আলিঙ্গন,
বুদ্ধ-শিরে দরদরি
অশ্রু বরিষণ করি,
বলি তাঁরে নানা মত স্নেহের বচন,
বুদ্ধ-ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগে করিলা যতন।
দেখাইয়া নানা যুক্তি,
ধর্ম্মানুমোদিত বৃত্তি
ত্যাগিতে অক্ষম বুদ্ধ বলিলে রাজারে,
ভিক্ষা পাত্র নিয়া রাজা আপনার করে,

পুত্র-ধনে আলিঙ্গিয়া,
হয়ে উপনীত গিয়া,
রাজপ্রাসাদের মাঝে পারিষদ সনে ;
যথা বিধি সমাদরে বুদ্ধে সব জনে।
দাঁড়াইয়া নানাজন
বাল বৃদ্ধ অগণন,
বুদ্ধের চৌদিকে :—সব সানন্দ বদন।
চারিদিকে তপোধন করি নিরীক্ষণ,
দেখে তথা গোপা নাই ;
শিষ্য সহ উঠি তাই,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে দেখিতে গোপারে।
গোপা-হৃদি-সিন্ধু বারি দেখিয়া পতিরে,
হ'ল বড় উদ্বেলিত ;
—না হইল বহির্গত
আদৌ বাক্য মুখ হ'তে গোপার তখন :
পতির চরণে পড়ে',
নীরবেতে অশ্রু-নীরে,
ধোয়া'তে লাগিলা গোপা পতির চরণ।
উঠাইলা করে ধরি বুদ্ধ তপোধন।
বুদ্ধের পবিত্র দেহ-পরশের ফলে,
গোপার মনের মাঝে বহিল সেকালে,
কি যেন বিদ্যুত মত ;
হ'ল গোপা বিমোহিত।

সুযোগ বুঝিয়া বুদ্ধ ধর্ম্ম উপদেশে,
গোপার মনের শান্তি করিলা বিশেষে।
বুদ্ধদেব তারপর,
হইয়া সানন্দান্তর,
ফিরিলেন ভিক্ষা করি ন্যগ্রোধ কাননে।
রহিলা তথায় সবে উপদেশ দানে।



ষোড়শ অধ্যায়।

হর্ষে বিষাদ।

১

কপিল নগরে মহা সমারোহ ;
ভোর হ'তে লোক যাইছে ছুটি'।
কেহ বা আনিছে কুসুম পল্লব,
কেহ বা কেতন সাজাতে বাটী ॥

২

কেহ বা যাইয়া নির্ম্মায় তোরণ
কেহ বা কুসুম-পল্লব-মালা।
কেহ রোপে পথে কদলি দু'ধারে ;
যথা তথা লোক হয়েছে ভেলা ॥

৩

বুদ্ধের বিমাতা-নন্দন নন্দের
বিবাহ-উৎসব আগত প্রায়।
কালি হবে বিয়ে ; আজ নগরের
সমুৎসুক সব হয়েছে তায়॥

৪

কোথাও বা আজ হয় নির্ব্বাচন
কোন গজ বাজী লইয়া সাথ।
বরযাত্রী কাল করিবে গমন,
প্রভাত হইলে আগামী রাত॥

৫

মাহুত সহিস করে পরিষ্কার
পোষাক আপন সানন্দ মনে।
কেহ পরি' তাজ দেখে বারবার
কেমন দেখায় দর্পণ-পানে॥

৬

অন্দর মহলে রাণী মা গৌতমী,
অতীব হর্ষে মাতোয়ারা হ'য়ে।
করে কোলাকুলি, যত বামী শ্যামী
আদি নিমন্ত্রিতা রমণী নিয়ে॥

৭

দিবা অবসান ; ধীরে ধীরে যায়
অরুণ কিরণ গুটায়ে তার।

পশ্চিম গগনে, শিশুটীর প্রায়
খেলি সারাদিন' কোলেতে মার ॥

৮

উঠিল সহসা নগরেতে ধ্বনি,
"কুমার নন্দ ত সন্ন্যাসী আজ" !
রাজরাণী-শিরে পড়িল অশনি ;
সবি স্তব্ধ, ছাড়ে যে যার কাজ !!

৯

যথা যাও তথা সেই শোক-ধ্বনি,
দাবাগ্নির মত ছাইল পুরী !
হরষ লইয়া গেল দিনমণি,
বিষাদে নগর আঁধার করি !!

১০

কি মোহিনী শক্তি বুদ্ধের কথার !
আলাপিয়া নন্দ বুদ্ধের সনে।
অপার্থিব সুখ লভি হৃদে তার
চাহিল না ফিরে সংসার পানে !!

১১

বিষয়ের সুখ রাজভোগ আশ
অন্তর হইতে বিসর্জ্জি সব।
লইলা সানন্দে যেয়ে বুদ্ধ-পাশ
আশ্রয় বুদ্ধের ধরম নব ॥

১২

বিবাহ-উদ্যোগ নগরে কি হায় !
হইতে হইতে বিলাপ রব !
গড়ায় পড়িয়া প্রস্ফুটিত প্রায়
(যেন) ধরায় আশার মুকুল সব !!

১৩

পরে এক দিন বুদ্ধদেব এ'সে
দাঁড়াল আসিয়া ভিক্ষার তরে।
গোপা দেখি তাঁরে, পুত্রে দিব্য-বেশে
সাজা'য়ে বলিলা যাইতে দৌড়ে ॥

১৪

বলে' "তব পিতা আসিলেন দ্বারে,
যাও বাছা ! যাও তাঁহার কাছে ;
বল 'পিতৃ-ধনে ধনী কর মোরে' ॥"
পিতৃ-ধন আজি লও হে যে'চে ॥"

১৫

সাত বছরের রাহুল শিশুটি,
মায়ের আদেশে ভিক্ষুক কাছে।
গিয়ে হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ছুটি'
নমি তাঁরে ধন কাতরে যাছে ॥

১৬

বালকের কথা উপেক্ষা করিয়া,
ভিক্ষা করি যোগী ফিরিলা বনে।

পিছু পিছু শিশু চলিল ছুটিয়া
ন্যগ্রোধ-কাননে বুদ্ধের সনে ॥

১৭

পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ পদযুগ ধরি
উত্যক্ত করিছে ধনের তরে।
বালবুদ্ধি শিশু নাহি যায় ছাড়ি'
দেখি', বুদ্ধদেব মনন করে'

১৮

দিতে শিশুটিরে অমূল্য রতনে
যা' মিলিল বোধি দ্রুমের তলে।
সারি-পুত্রে বলে লইতে নন্দনে
করি অভিষিক্ত আপন দলে ॥

১৯

সারিপুত্র নিয়া সাজা'য়ে রাহুলে,
—মুড়াইয়া মাথা, সন্ন্যাসী-বেশে।
অভিষিক্ত করি মিশাইল দলে ;
বুদ্ধদেবে শিশু নমিল এসে ॥

২০

এ'সংবাদে শাক্যপুরা কাঁপাইয়া,
বহিল ভীষণ শোকের ঝড়।
—রাজা রাণী আদি সব দুখী হৈয়া
যে যেখানে ভূমে দিতেছে গড় ॥



সপ্তদশ অধ্যায়।

শুদ্ধোদনের মৃত্যু।

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন ভাবিয়া ব্যাকুল ;—
এক মাত্র আশা-স্থল, বংশের প্রদীপ
রাহুলেও গৃহ হ'তে করিয়া বাহির
নিলা বুদ্ধ, ক্ষণে তাঁর চৌদিকে আঁধার
হেরিলেন। যত তিনি লাগিলা ভাবিতে,
ঘুরিতে লাগিল শির, চিত্ত উদ্বেলিত
বাষ্পাকুল আঁখিদ্বয় ;—না মিলে উপায়।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি, সজল নয়নে
বুদ্ধের নিকটে ত্বরা হয়ে উপনীত
বলিলেন, "বৎস ! আমি কি বলিব আর,

—যা' হ'বার হইয়াছে ; তবে অনুরোধ
এই এক মাত্র মম, কাহারো সন্তানে,
পিতা মাতা অনুমতি বিনে কোন দিন,
ক'রো না সন্ন্যাসী ; বৎস ! আশা করি
অনুরোধ রক্ষা তুমি করিবে বৃদ্ধের।
"তথাস্তু" বলিয়া বুদ্ধ করিলা স্বীকার।
অতঃপর পিতৃমাতৃ অনুমতি বিনা
কোন জনে না লইতে ভিক্ষুদল মাঝে,
করিলা নিয়ম বুদ্ধ পিতৃ-অনুরোধে।

রাহুল ও নন্দের পরে কপিলবাস্তুর
দেবদত্ত আদি বহু রাজপরিজন
হইল দীক্ষিত ধর্ম্মে ; নব ধরমের
পতাকা উড্ডীন করি বুদ্ধ তপোধন
চলিলেন তথা হ'তে রাজগৃহ পানে।
পথে অনোমার তীরে চূতবন মাঝে
নিবসিলা কিছু দিন ; শ্বশুর-বংশীয়
আসি তথা বহুজন দীক্ষিত হইলা,
শুনি' তাঁর মধুমাখা ধর্ম্ম-উপদেশ।

বর্ষাকালে বুদ্ধদেব হৈলা উপনীত
রাজগৃহে বেণুবনে শিষ্যগণ সহ।
তথা অবস্থান কালে শ্রাবস্তী-নিবাসী
সুদত্ত নামক এক বণিক-কুমার,
—অতি ধনবান, কাটি' সংসারের মায়া

লইলা আশ্রয় হর্ষে বুদ্ধের চরণে।
অনাথ-হিতের তরে আপন বৈভব
অকাতরে করি ব্যয় হল অভিহিত
অনাথপিণ্ডদ নামে বণিক-কুমার।
শ্রাবস্তীর জেতবনে নির্ম্মাইয়া তিনি
বহুব্যয়ে মনোমত বিহার সুন্দর,
বর্ষা অবসানে বুদ্ধে করি নিমন্ত্রণ
লইয়া গেলেন তথা মহাসমারোহে।
তথা অবস্থান কালে কোশল-রাজ্যের
রাজধানী শ্রাবস্তীর ধর্ম্মপরায়ণ
নৃপতি প্রসেনজিৎ হইলা দীক্ষিত
বুদ্ধের এ'নব ধর্ম্মে হয়ে বিমোহিত।
ক'রেছিলা বহুচেষ্টা এই নরপতি
উন্নতির তরে এই বৌদ্ধ-ধরমের।
কিছু দিন পরে তার, শুনি' বুদ্ধদেব
অন্তিম শয্যায় আছে রাজা শুদ্ধোদন,
চলিলেন তথা হ'তে কপিল নগরে।
দেখিলেন অস্তমিত হইতেছে ধীরে
শাক্য-কুল-শেষ-রবি' ডুবায়ে সকলে
শোকের আঁধারে শাক্য-রাজ্যের ভিতর।
ভব পারাবার বুদ্ধে দেখি রাজা পাশে,
পাইলা অন্তিমে সুখ হৃদয়ে অপার;
—দর্ দর্ আনন্দাশ্রু বহিল নয়নে;

মৃত্যুর যন্ত্রণা তাঁর হইল বিলোপ।
প্রাণভরি পুত্র-মুখ করি নিরীক্ষণ,
অনন্ত নির্ব্বাণ-সুখে মুদিয়া নয়ন,
ত্যজিয়া নশ্বর কায়া গেলা স্বর্গধামে।
বুদ্ধদেব যথা বিধি করিয়া সৎকার
নিজ হাতে সসম্মানে জনক-দেহের
সান্ত্বনা করিয়া যত আত্মীয় স্বজনে,
কূটাগার বিহারেতে গেলেন চলিয়া।
অনাথ রমণী পূর্ণ দেখি' শাক্যপুরী,
—একে একে শাক্যগণ নিয়াছে আশ্রয়
বুদ্ধ-নব ধরমের ; কে করে এখন
রমণী-ধরম রক্ষা অরাজক দেশে!
বুদ্ধদেব সৃজিলেন কপিল নগরে
সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ এক, করিয়া তাহার
অধিষ্ঠাত্রী গোপাদেবী.—আদর্শ-রমণী।
মহাবন বিহারেতে শিষ্য শিষ্যাগণে
রাখি,' কৌশাম্বীর শৃঙ্গে চলিলেন ধীরে
লভিতে সমাধি সুখ কিছুকাল তরে,
দুর্ব্বল শরীরে অতিশ্রমে অবসাদে।



অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।

কৌশাম্বীতে এক দিন বুদ্ধ তপোধন
কহিলা নিকটে ডাকি শিষ্যগণে তাঁর,—
"ভিক্ষুগণ! তথাগত না থাকিবে আর
বহুদিন এ'জগতে;—তিন মাস পরে
লভিবে নির্ব্বাণ; তাই ধর্ম্ম-চক্র মম
শিক্ষা করি সযতনে, সাধন করিয়া
লভি নিরবাণ-সুখ; প্রচারি ধরম,
কর এই জগতের দুখ নিবারণ;—
ইহলোক পরলোক কর শান্তিময়,
সিঞ্চিয়া নির্ব্বাণ-সুধা, জগত-জনার।
জীর্ণ হ'ল দেহ মম, পূর্ণ মনস্কাম,
জীবনের ব্রত শেষ,—বিদায় এখন।"

সহসা অশনি যেন পড়িল মাথায়,—
শিষ্যগণ মৃতপ্রায় রহিল চাহিয়া
তথাগত-মুখ পানে। কিছুক্ষণ পরে
প্রিয়তম শিষ্য তাঁর আনন্দ কহিল,—
"একি কথা বল প্রভো! ছাড়িয়া অকালে
যাবে ভিক্ষু-সঙ্ঘ তব, অনাথ করিয়া
জগতের মাঝে এই তাপিত মানবে!
"জগতের এখনও বহু নরনারী
মুক্তি আশে চেয়ে আছে তব মুখ পানে।
এখনো রোপিত তব এই সঙ্ঘ-তরু
হয়নি বর্দ্ধিত তত,—শাখাকাণ্ড তার
বিস্তৃত, প্রদানি ছায়া করিবারে দূর
ভবজ্বালা মানবের। সম্ভব কি হয়
সাধিবে কীটাণু ভবে করিবর-ব্রত?
সাধিবে গোষ্পদ প্রভো! কার্য্য সাগরের?
থাকুন্ করিয়া দয়া বর্ষ কতিপয়
এই ধরা ধামে গুরো! করুণা-নিদান!
করুন্ এই সঙ্ঘ-তরু ছায়া-সমন্বিত
করিবারে ছায়া দান তাপিত জনায়।
শুনিয়াছি গুরুদেব! হ'ল বহুদিন
তব মুখে, তথাগত, ইচ্ছা যদি হয়,
থাকিতে পারেন ভবে কল্প কল্পান্তর।
তাই প্রভো! অনুরোধ, বর্ষ কতিপয়

থাকুন্ করিয়া দয়া দয়ার-সাগর !”
শুনি’ কথা বুদ্ধদেব কহিলেন ধীরে,—
“করণীয় যাহা মম করিয়াছি আমি,—
নাহি কিছু অবশেষ ; আমি চ’লে গেলে
মনে কি করেছ বৎস ! শাস্তা না রহিবে
শাসিতে এ’সঙ্ঘ আর রক্ষিতে সবায় ?
আমি গেলে, যত মম শাস্ত্র উপদেশ
শাস্তা হ’য়ে শাসিবেক, রক্ষিবে সবায়।
বলেছিনু সত্যবটে, আমি তিন বার,
‘থাকিতে পারেন বৎস ! কল্প কল্পান্তর
তথাগত ইচ্ছা হ’লে এই ভব-মাঝে,
কিন্তু অনুরোধ কর নাই সে সময়ে
থাকিতে আমায়। এখন পারিনা আর
রাখিতে তোমার এই অনুরোধ বৎস !
—ব’লেছি যখন মাসত্রয় পরে আমি
লভিব নির্ব্বাণ, কথা না টলিবে মম।
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ভয় না করিও !
—চলহ উদ্যমে, আর চালাও অপরে
সে পথে, যে পথ আমি ক’রেছি নির্দ্দেশ
পাইবারে নির্ব্বাণের চির শান্তিধাম।
আশীর্ব্বাদ করি আমি, পাইবে অচিরে
নির্ব্বানের শান্তিধাম,—চল অবিরাম।
শোক না করিও বৎস ! ত্যজ সবে শোক

—জন্মিলে মরিতে হয় জানিও নিশ্চয় ;
নয়নে যা' দেখ ভবে সকলই নশ্বর।
নশ্বর পদার্থ বাঞ্ছা ক'রো না কখন।
শোক রোধ করে বৎস ! নির্ব্বাণের পথ।"
মুছিলে সকলে তবে নয়নের জল,
কাশ্যপে ডাকিলা বুদ্ধ নিকটে তাঁহার।
করিয়া তাহার সঙ্গে বস্ত্র বিনিময়,
রাখি হাত শিরোপরে কহিলা আদরি,—
"কাশ্যপ ! আমার কাল পূর্ণ হ'ল প্রায়,—
মাসত্রয় পরে বৎস ! লভিব নিশ্চয়
নির্ব্বাণ ; ত্যজিব এই স্থূল কলেবর ;
তোমারে করিনু তাই প্রতিনিধি মম,
তোমাতে রহিব আমি, তুমিও আমাতে !
যতনে সিঞ্চিয়া মম উপদেশ বারি,
রোপিত এ'সঙ্ঘ-তরু করিও বর্দ্ধিত ;
তোমায় এ'কার্য্যভার করিনু অর্পণ।"
দীনভাবে গুরুপদে পড়িয়া কাশ্যপ
কর-যোড়ে গুরু-আজ্ঞা করিল স্বীকার।
চলিলেন তথাগত কুশীনারা (ক) পানে

(ক) কুশীনারা বা কুশীনগর বেতিয়ার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, ও সুভদ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে মহাপরিনির্ব্বাণের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সুভদ্রই বুদ্ধের শেষ শিষ্য,—তিনি অর্হৎ নামে বিখ্যাত হন। পাঠক তাঁহার বর্ণনা শেষ অধ্যায়ে পাইবেন।

শিষ্যগণ সহ হর্ষে নির্ব্বাণের তরে।
যে'তে পথে (খ) চণ্ড নামে চণ্ডালের গৃহে
হইলা অতিথি ; চণ্ড আনি দিল তাঁরে
সব্যঞ্জন অন্ন ভিক্ষা পাত্রে ; ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান
শ্রমণের নহে ধর্ম্ম,—ভোজন করিয়া
হইলা পীড়িত তাহা। কুশি নগরের
শালবনে আসি তিনি অন্তিম শয়নে
শুইলেন, গণি দিন মহানির্ব্বাণের।
কহিলা আনন্দে ডাকি,—"যদি কেহ কহে
চণ্ডের অন্নেতে মৃত্যু ঘটিল আমার,
বড় ব্যথা হবে তার ! কহিও চণ্ডেরে,
সুজাতার অন্নে হ'ল বুদ্ধত্ব আমার
চণ্ডের অন্নেতে আমি পাইনু নির্ব্বাণ।
চণ্ড বড় পুণ্যবান,—ভক্তিতে তাহার
লভিয়াছি পরিতোষ। চণ্ড ও সুজাতা
বুদ্ধের পরমবন্ধু বড় হিতকারী।
আশীর্ব্বাদ তাহাদেরে জানাও আমার।"

(খ) পাবা নামক গ্রামে চণ্ডের বাসস্থান ছিল। ইহা গোরখপুরের ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত।



ঊনবিংশ অধ্যায়।

বুদ্ধের দেহত্যাগ।

বৈশাখী পূর্ণিমা নিশি ;— পূর্ণ শশধর
ভাতিছে পূরবকাশে তারকা বেষ্টিত
উজলিয়া চারিদিক,—দিব্য মনোহর !
মাঝে মাঝে আসি' ক্ষুদ্র মেঘ শশধরে
ঢাকিছে ; ক্ষণেক কিন্তু মেঘ সরে' গেলে,
দ্বিগুণ আলোকে চন্দ্র উঠিছে উজলি।
এদিকে আছেন বুদ্ধ অরধ-শায়িত
ক্লান্তদেহে, জ্ঞানোজ্জ্বল ললাট আপন
রাখি নিজ বাম করে, ইহয়া নীরব'
কুশীনর নগরের শালবন মাঝে ;

চৌদিকে বেষ্টিয়া তাঁরে শিষ্যবৃন্দ তাঁর
আছে, যেন তারা মাঝে অন্য শশধর
ভূতলে আলোকি বন কিরণ-ছটায়।
মাঝে মাঝে ধ্যান-মগ্ন থাকি' যোগিরাজ
শিবনেত্রে কিছুকাল, মেলেন নয়ন,
—দেখেন চাহিয়া তাঁর শিষ্যদের পানে;
দেহত্যাগ-কাল তাঁর সমাগত প্রায়।
প্রফুল্ল আনন তবু, নাহি—অবসাদ;
বদন মণ্ডলে নাহি কোন চিহ্ন তার।
আনন্দ না ধরে আজ হৃদয়ে তাঁহার,
কাশ্যপ আনন্দ-আদি শিষ্যগণে হেরি'
উপযুক্ত চালাইতে ধরম তরণী,
বহু কষ্টে ভাসা'লা যা' এ' ভব সাগরে,
লইতে মানবগণে নির্ব্বাণের কূলে।
কিছু দিন পূর্ব্বে বুদ্ধ ডাকিয়া কাশ্যপে,
নিজ পরিধেয় বস্ত্র তাঁহার সহিত
করি বিনিময় হর্ষে, ব'লে ছিলা তাঁরে,—
"কাশ্যপ! আমার কাল পূর্ণ হ'ল প্রায়;
—মাসত্রয় পরে বৎস! লভিব নির্ব্বাণ।"
"যতনে সিঞ্চিয়া মম উপদেশ-বারি
রোপিত এ'সঙ্ঘ-তরু করিও বর্দ্ধিত;
তোমায় এ'কার্য্যভার করিনু অর্পণ।"
মনে করি সেই কথা, শিষ্য চারিদিকে,

—ভাবি' বুদ্ধ পূর্ণচন্দ্র ডুবিবে অচিরে
কাল-সিন্ধু-নীরে আজ আঁধারি জগত,—
না পারিবে কোন মতে রাখিতে তাঁহারে,
নীরবে সকলে অশ্রু করিছে বর্ষণ।
সমীপস্থ শিষ্যবৃন্দে সম্বোধি তখন
কহিলেন যোগিবর,—"জিজ্ঞাস্য যদি বা
থাকে কিছু তোমাদের, জিজ্ঞাসিয়া লও,
সময় পাবে না আর, যাইতেছি আমি।"
এ'শেষ সময়ে তাঁর, প্রশ্ন উত্থাপিয়া
কষ্ট দিতে গুরুদেবে কেহ না চাহিল।
তাই বুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করি' সকলেরে
উঠাইয়া ধীরে ক্লান্ত শ্রীকর কমল,
সংক্ষেপেতে উপদেশ প্রদানি সকলে,
কহিলেন—"যাও সবে নিয়ে আশীর্ব্বাদ
আশ্রমের বহির্ভাগে, থাক চুপ্ করে',
অবকাশ দাও মোরে লইতে নির্ব্বাণ,
সমাধিতে মন মম করি নিমগন ;
আনন্দ রক্ষিও দ্বার হয়ে সাবধান।
এসে যেন কোন কেহ সমাধি না ভাঙ্গে।"
"না বলিলে না ডাকিলে এসো না হেথায়,
যাবত না হই আমি পরিনির্ব্বাপিত।"
এতবলি বুদ্ধদেব করুণা-সাগর
নীরব হইলা ; সবে প্রণমি তাঁহারে,

পদে পড়ি' ভক্তিভরে, চলিলা বাহিরে।
নীরব নিস্তব্ধ বন,—নাহি নড় চড় ;
আশ্রমের বহির্ভাগে শালতরুতলে
বসে আছে শিষ্যগণ বিষণ্ণ বদনে ;
পাদচারী করি ধীরে আশ্রমের দ্বারে,
করিতেছে দ্বাররক্ষা গুরুর আদেশে
আনন্দ স্থবির আজ নিরানন্দ মনে।
সহসা সুদূরে বনে বিলাপের ধ্বনি—
"হায়! হায়! কোথা' বুদ্ধ নর নারায়ণ!
তাপিত-শরণ কোথা' দাও দরশন"
উঠিল কাঁপায়ে বন ; আনন্দ চমকি
উঠিলা ক্রন্দন শুনি ; দেখিলা সমুখে,
আসিতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে উন্মত্তের প্রায়
ছুটিয়া আশ্রম পানে দ্বিজ একজন,
—অতিবৃদ্ধ, ভূমিতলে উত্তরীয় তার
খ'সে পড়ে ব্রাহ্মণের লক্ষ্য নাহি তায়।
এসে দ্বারে "কোথা' বুদ্ধ" ? বলিলে ব্রাহ্মণ
কহিল আনন্দ "বুদ্ধ অন্তিম শয়নে
লভিছেন নিরবাণ ; দেখিতে তাঁহারে
পাইবে না দ্বিজ বর ? ঘরে ফিরে যাও ;
যাইতে দিতে পারি না, আদেশ তাঁহার।"
ব্রাহ্মণ শুনিয়া এই কথা নিদারুণ—
মূর্চ্ছিত ভূতলে পড়ি' হইল অজ্ঞান।

আনন্দ হইল ব্যস্ত ;—শিরে ঢালি জল,
আপন বসনাঞ্চলে করিয়া ব্যজন,
সংজ্ঞা লাভ করাইয়া অতীব যতনে,
প্রবোধ বচনে বহু লাগিলা বলিতে।
বচন শুনিয়া বৃদ্ধ করে হাহাকার !
শিরে বক্ষে করাঘাত করিবাণ বার !
"সাধুদের মুখে আমি করিয়া শ্রবণ,
তাপিত-শরণ ভবে, করুণা-সাগর
গৌতম বুদ্ধত্ব লভি—বোধিদ্রুমতলে
ভ্রমিলেন ত্বরাইতে যত পাপী জনে
দ্বারে দ্বারে মানবের, বিতরিয়া জ্ঞান।
হায় ! হতভাগ্য আমি ! নিজ জন্ম ভূমি
কাঞ্চিপুর হইতে আমি বিষয় বৈভব
জায়া পুত্র গৃহ ছেড়ে' এসেছি ছুটিয়া,—
আজি ছয় মাস, অনাহার অর্দ্ধাহারে
অনিদ্রায়, পথে সহি ঝড় বৃষ্টি রৌদ্,
নয়ন জুড়াতে হেরি সে মহাপুরুষে,
পবিত্রিতে দেহ প্রাণ পরশি চরণ,
ঘুচাইতে ভবজ্বালা শুনি মুখে তাঁর
নির্ব্বাণের মহামন্ত্র ! হায়রে কপালে
এই কি আছিল মোর !—সে মহাপুরুষ
শেষ-শয্যাশায়ী আজ ! জন্মে মোর ধিক্ !"
এত বলি বৃদ্ধ উচ্চে লাগিল কাঁদিতে।

কাতর ক্রন্দন ধ্বনি পশিয়া শ্রবণে
বুদ্ধের সমাধি ভগ্ন করিল তখন।
করুণার অবতার বুদ্ধ তপোধন,
মেলিয়া নয়ন, অতি মৃদু ভগ্ন স্বরে
কহিলা "আনন্দ! বাধা না দিও তাহারে,
এখনো বুদ্ধের আত্মা লভেনি নির্ব্বাণ:
আসুক্ ব্রাহ্মণ হেথা ছাড়ি দেও পথ;
ভ্রান্তি তার ঘুচে যা'ক তৃষ্ণা অন্তরের
মিটা'য়ে লউক্ তার, দেখিয়া আমায়,
দূরে যা'ক শোক তাপ লভিয়া নির্ব্বাণ।"
আনন্দ পরমানন্দে দিল পথ ছাড়ি;
ব্রাহ্মণ সুভদ্র হর্ষে গৃহে প্রবেশিয়া
বুদ্ধের চরণে পড়ি করিল প্রণাম।
দুই করে বুদ্ধদেব আলিঙ্গিল দ্বিজে।
বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি নিরখি বুদ্ধের,
সুভদ্র জুড়াল তার নয়ন যুগল;
জানাইল মনোব্যথা অতি ভক্তিভরে।
দয়ার-সাগর বুদ্ধ তাপিত শরণ
ধরমের গূঢ় তত্ত্ব দু'চারি কথায়,
হাসিভরা মুখে, তাঁর অন্তিম শয্যায়
বুঝাইয়া দিলা দ্বিজে; মিটিল তাহার
সংসারের তৃষ্ণা যত, লভি দিব্য জ্ঞান;
—ঘুচে' গেল সংসারের মোহ-অন্ধকার।

নির্ব্বাণের শান্তি-সুখে অভিষিক্ত হয়ে
লভিল অর্হৎপদ হইল বিখ্যাত।
তার পর শিষ্যগণ বাহিরে আবার
গেলে চলি, বুদ্ধদেব লভিতে নির্ব্বাণ,
নিমীলিত করিলেন নয়ন-যুগল,
রাখিয়া নাসিকা-অগ্রে দৃষ্টি কতক্ষণ;
—শূন্য-ধ্যানে ক্রমে ক্রমে হ'ল মনোনাশ,
ব্রহ্মজ্যোতে আত্মা তাঁর হইল বিলয়;
হইল স্থগিত যত শরীরের ক্রিয়া।
দেখিয়া হইলা বুদ্ধ পরিনির্ব্বাপিত,
শিষ্যবৃন্দ গিয়া তাঁর পড়িল চরণে;
জনমের মত দেখা লইল দেখিয়া।
ছাড়ি' কায়া তথাগত লভিয়া নির্ব্বাণ
চলিলা অনন্তধামে, সহাস্য বদনে
সাঙ্গ করি ভব-লীলা, অশীতি বৎসর
বয়ক্রম কালে তাঁর, ত্যজি মর্ত্ত্যধাম।
প্রভাতে চৌদিক হ'তে নর নারী সব,
—কিবা রাজা কিবা প্রজা আর ভিক্ষুগণ,
ছিল না যা'দের ভাগ্যে থাকিতে নিকটে,
যথা তথাগত হৈলা পরিনির্ব্বাপিত,—
আসিল বিষাদে ছু'টে শুনি' সমাচার,
স্ব স্ব মন্দভাগ্য সবে করিয়া চিন্তন।
বুদ্ধ দেহ-সৎকারের হ'ল আয়োজন; —

বহুমূল্য বস্ত্র আর কুসুম-চন্দনে,
সুশোভিত করি দেহ, উঠা'য়ে দোলায়ে
—কারুকার্য্যে নিরমিত, চলিল সকলে,
বাজাইয়া বাদ্য নানা মহা সমারোহে
সর্ব্ব-মত-নিরূপিত সংকারের স্থানে।
অগুরু চন্দনে চিতা হইল রচিত ;
অষ্টোত্তর শত বস্ত্রে কার্পাস সহিত,
আচ্ছাদিত বুদ্ধ-দেহ হইল স্থাপিত
যথাবিধি চিতা'পরে কটাহের মাঝে,
অপর কটাহে তাহা ঢাকিয়া যতনে।
অনল-সংযোগ তাহে করিবার তরে
প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য চিতা প্রদক্ষিণ
করিলেন তিনবার মন্ত্র পাঠ করি।
যেই মন্ত্র পাঠ শেষ, প্রদক্ষিণ পরে,
আপনা আপনি চিতা উঠিল জ্বলিয়া।
সংকারের যেই শেষ, মুষল ধারায়
হইয়া চিতার'পরে বারিদ-বর্ষণ,
উঠি এক জল উৎস ভূগর্ভ হইত,
নির্ব্বাপিত করে বুদ্ধ-চিতার অনল।
বুদ্ধের যে অস্থি সব ছিল অবশেষ
সংকারের পরে উক্ত কটাহের মাঝে,
সম আট ভাগে তাহা করিয়া বিভাগ
লইয়া রাজন্যবর্গ অতি ভক্তিভরে,

বাদ্যোদ্যমে সমারোহে চলিলা স্বদেশে ;
নির্ম্মাইয়া স্তূপ রাজ্যে বহু অর্থ ব্যয়ে,
রক্ষিয়া তাহার মাঝে সেই অস্থি ভাগ
পূজিতে লাগিলা তাহা অতি ভক্তিভাবে।
দ্রোণ নামে দ্বিজ এক নিয়া ভস্মাধার,
অন্য এক ভক্ত নিয়া অঙ্গার কুড়া'য়ে,
দোঁহে দুই স্তূপ যত্নে করিয়া নির্ম্মাণ
ভকতির পরাকাষ্ঠা করা'ল দর্শন।

১

এসেছিলে দেব করুণা নিদান
তরাইতে পাপি জনে !
সদ্ধর্ম্ম স্থাপিতে এ'মর জগতে
লইয়া ভকত গণে !!

২

বড় দুঃখ মনে এ'দীন জনার,—
দেখিতে সেবিতে পদ
ভাগ্যে না ঘটিল, বৃথা জন্ম গেল !
(হায় !) কে বুঝিবে মন খেদ ?

৩

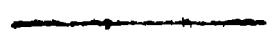
করমের দোষে করুণা নিদান !
জন্মি যদি আর বার,
মৈত্রীয় যখন আসিবে ধরায়
জন্মি যেন সেই বার।

৪

দয়ার-সাগর! নর-নারায়ণ
করুণা করিও দাসে,
এ'জনমে যেন নামটি তোমার
পড়ে মনে শেষ-শ্বাসে।

৫

শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে
রহি গো যে ভাবে যেথা,
স্থাবর জঙ্গমে, স্তিমিত নয়নে
নেহারি তোমারে সেথা।



সম্পূর্ণ।



পরিশিষ্ট।

পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বলালোকে আলোকিত হইয়াছিল না, জগতে এমন স্থান অতি বিরল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকেরা দলে দলে অতি উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ভারতবর্ষের বাহিরে, এসিয়ার অন্যান্য স্থানে ও ইয়ুরোপে নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া ও বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের কালকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১ম—খৃষ্টের জন্মের ১ম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম, মগধ হইতে নেপাল, এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম হইতে মধ্যভারত, পঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ, গন্ধার, পূর্ব্বপারস্য ও সিংহল পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়। এই সময়ে সম্রাট অশোক, গ্রীকনরপতি মীনেন্দ্র ও তাতারবিজয়ী কণিষ্ক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণতায় ও ধর্ম্মানুরাগে সম্রাট অশোক সেই সময়ের নরপতদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ও প্রেমপূর্ণবাণী জগত কখনও ভুলিতে পারিবে না,—আজিও পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার যশোগানে মুখরিত। কথিত আছে তিনি নবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আড়াই বৎসরের অধিক কাল উপাসকরূপে অতিবাহিত করেন, ও খৃঃ পূঃ ২৫৯ অব্দে অভিষেকের একাদশ বৎসর কালে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে অন্যান্য স্থবির ভিক্ষু ও বন্ধুসহ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ সিংহলে প্রেরণ করেন। সিংহলাধিপতি তিষ্য তাঁহাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপর হইতে সিংহলাধিপতি তিষ্যের আদেশে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। দলে দলে সিংহলবাসী পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুপথ অবলম্বন করিতে লাগিল। তিষ্য-কুমারী অনুলা পাঁচশত সখীসহ ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিলেন। ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা সিংহলে একটী ভিক্ষুণীসম্প্রদায় গঠিত করিলেন। মহেন্দ্রের পরামর্শে ও অমাত্যিদের

ধর্ম্মানুরাগে বোধিদ্রুমের শাখা ভারত হইতে সমানীত হইয়া মহা সমারোহে সিংহলে রোপিত হইল। বোধিদ্রুমের শাখাজাত সেই বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান। ইহা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বৃক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। এইরূপে সম্রাট অশোক দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

২য়—বিদর্ভবাসী মহাজ্ঞানী বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক নাগার্জ্জুনের সময় (খৃঃ ১ম শতাব্দীর মধ্য) হইতে খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত। এই সময়ে ভারতের মহাপ্রতাপশালী নরপতি ভোজভদ্র, নাগার্জ্জুনের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন। (ভোজভদ্র ৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন দেখা যায়।) ভোজভদ্র বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় পর ব্রাহ্মণসমাজ নাগার্জ্জুনের উপর ভারি চটিয়া যান, কিন্তু নাগার্জ্জুনের মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া বড় সন্তুষ্ট হয়েন, ও তাঁহাদের বিদ্বেষভাব অল্পকালের মধ্যে দুরীভূত হইয়া যায়। সেই হইতে ব্রাহ্মণ-সমাজ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণু-অবতার জ্ঞানে ভক্তি করিতে থাকেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পর্য্যটক হিয়ুন্-সিয়াং (Hiuen-tchang) ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে চীনরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও তথায় ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বিশেষ প্রশংসা করেন। তাহা শুনিয়া চীনসম্রাট ভারত হইতে অনেকজন বৌদ্ধশ্রমণকে নিজরাজ্যে লইয়া গেলেন,ও তিনি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন। তৎপর বহু চীনবাসী দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। চীনসাম্রাজ্যের উৎসাহে ও উদ্যমে চীনে বহু বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ চীনভাষায় অনুদিত হইল। হিয়ুন্ সিয়াং ৭৪০ খানা বৌদ্ধগ্রন্থ স্বয়ং চীনভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ৮০০০ শ্লোকে রচিত "একান্তসিদ্ধ" নামক একখানা বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করিয়া তাঁহার অধ্যাপক দন্তভদ্রকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। এই সময়ে পারস্য, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া ও গ্রীস এবং এসিয়ামাইনরের মধ্যবর্ত্তী পুর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

৩য়—খৃঃ ৮ম হইতে ৯ম শতাব্দী। বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা তিব্বতে, ও তিব্বতীয় প্রচারকেরা সেই স্থানের অসভ্য জাতিদের মধ্যে বিশেষ যত্নের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে হিমালয় হইতে উত্তর মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত সকল স্থান বৌদ্ধধর্ম্মালোকে আলোকিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

সপ্তত্রিংশৎ বিষয় লইয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সংঘটিত হইয়াছিল। যথা:—

চারি স্মৃত্যুপস্থান—(১) কায় অনিত্য; (২) বেদনা দুঃখময়ী; (৩) চিত্ত চঞ্চল; ও (৪) পদার্থ সকল অলীক; এই চারি প্রকার ভাবনার নাম চারিটী স্মৃত্যুপস্থান।

চারি সম্যক্‌প্রহাণ—(১) উৎপন্ন পুণ্যের সংরক্ষণ; (২) অনুৎপন্ন পুণ্যের উৎপাদন; (৩) উৎপন্ন পাপের বর্জ্জন; ও (৪) অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদ; এই চারিপ্রকার চেষ্টার নাম চারিটী সম্যক্ প্রহাণ।

চারি ঋদ্ধিপাদ—(১) অলৌকিক ক্ষমতালাভের অভিলাষ; (২) অলৌকিক ক্ষমতা লাভের চিন্তা; (৩) অলৌকিক ক্ষমতালাভের চেষ্টা; ও (৪) অলৌকিক ক্ষমতা লাভের অনুসন্ধান।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়—(১) শ্রদ্ধা, (২) সমাধি, (৩) বীর্য্য, (৪) স্মৃতি, ও (৫) প্রজ্ঞা।

পঞ্চ বল—(১) শ্রদ্ধাবল, (২) সমাধিবল, (৩) বীর্য্যবল, (৪) স্মৃতিবল, ও (৫) প্রজ্ঞাবল।

সপ্ত বোধ্যঙ্গ—(১) স্মৃতি, (২) ধর্ম্মপ্রবিচয়, (৩) বীর্য্য, (৪) প্রীতি, (৫) প্রশ্রব্ধি (৬) সমাধি, ও (৭) উপেক্ষা।

আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্, (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যগাজীব, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি, ও (৮) সম্যক সমাধি।

এতদতিরিক্ত আরো কয়েকটী বিষয় 'মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে "ধর্ম্মপদ", "ত্রিপিটক" প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুমোদিত ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা সনাতন হিন্দু বা আর্য্যধর্ম্মের সীমা বহির্ভূত কোন ধর্ম্ম নহে। পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করা পাপের প্রতিফল বলিয়া বুদ্ধদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন। জন্মগ্রহণ করিলেই জীবকে জরা-মৃত্যু-ব্যাধির অধীন হইতে হয়—সংসারে ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। যে পর্য্যন্ত

মনুষ্যের ভাগ্যে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি না ঘটে, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ স্বীয় কর্ম্মানুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুদের 'কৈবল্য' ও বুদ্ধবর্ণিত 'নির্ব্বাণে যে কিছু পার্থক্য আছে বোধ হয় না। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বীজ সমাধির উপায় অবলম্বনেই বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে সাধনা করিয়া নির্ব্বাণ-জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বিবেক, একোতীভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্মৃতিপরিশুদ্ধি এই চারি প্রকার ফল সমাধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সাধকের প্রাপ্তি হয় বলিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যথা :—

বিবেক—ইহা সমাধির প্রথমাবস্থায় লভ্য। এই অবস্থায় ক্রমশঃ অবিদ্যা, মোহ জীবনের অনিত্যতা ও সংসারের অসারতা সাধকের প্রতীতি হইতে থাকে। অবশেষে সমস্ত সংশয় দুরীভূত হইলে, জ্ঞানজ্যোতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বুদ্ধদেবের বর্ণিত এই বিষয়ের সহিত মহর্ষি পাতঞ্জল-বর্ণিত এই বিষয়ের সম্যক্ সাদৃশ্য আছে।

একোতীভাব—সমাধির দ্বিতীয় অবস্থায় প্রাপ্য। এই অবস্থায় চিত্তব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। মহর্ষি পাতঞ্জল ইহাকে "একাগ্রতা পরিণাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উপেক্ষকত্ব—সমাধির ৩য় অবস্থায় জন্মে। এই অবস্থায় সাধকের চিত্ত উদাসীন হয়, কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে চাহে না, কোন ক্রিয়ার অধীন হয় না। হিন্দুর যোগশাস্ত্রে ইহাই নিরোধ পরিণামের ফল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

স্মৃতি পরিশুদ্ধি—ইহা সমাধির ৪র্থ বা চরমাবস্থা। ইহাতে অহংভাব অন্তর্হিত হয় ও চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করে। তখন সাধকের সমস্ত দুঃখের অবসান হয় ; জাগতিক সকল পদার্থের সহিত তাঁহার সংস্রব অন্তর্হিত হইয়া যায় ও পরম জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তখন সাধক অমরত্ব লাভ করেন,—চিত্ত অচ্যুতানন্দে ডুবিয়া যায়। এই চিদানন্দময় অবস্থাই বুদ্ধের কথিত "নির্ব্বাণ মোক্ষ"। হিন্দু যোগীগণ ইহাকেই "কৈবল্য", ও বেদান্ত ইহাকেই "ব্রহ্মদর্শন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত "বোধিসত্ত্বে" ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "জীবন্মুক্ত পুরুষে" বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে হিন্দুর যে অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব তমসাচ্ছন্ন গুহার নিভৃত দুর্গম প্রদেশে শাস্ত্রকারগণ নিহিত রাখিয়াছিলেন, তাহাই পরমযোগী বুদ্ধদেব বাহির করিয়া, জীবমণ্ডলীর দুঃখযন্ত্রণা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবহিংসা, পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাভিলাষ, মিথ্যা-

কখন ও মাদক সেবন না করিবার জন্য, ও যদি কেহ অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার উপর রাগ না করিয়া, তাহাকে তজ্জন্য ক্ষমা করতঃ তাহার উপকার সাধনে রত হইতে, এবং অপরের দুঃখমোচনে যত্নশীল হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সংসারী জীবের ইহাই বোধিসত্ত্ব ভাব। যিনি এহেন জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছেন, যিনি এহেন মুক্তিপথ প্রদর্শনার্থ নিজের নশ্বর জীবনের বিনিময়ে জগতে অবিনশ্বর মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পাঠক! সেই দেবপুরুষকে কখনও কি গুণগ্রাহী হিন্দুসমাজ ভক্তিভরে পূজা না করিয়া থাকিতে পারেন? কখনই না। তাই জ্ঞানের পূর্ণাবতার বুদ্ধদেবকে হিন্দুসমাজ ভগবানের দশাবতার মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহার জ্ঞানোজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাই পরম ভক্ত কবিবর গাহিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জয় জগদীশ হরে।"

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।